৩য় সংস্করণ

আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে
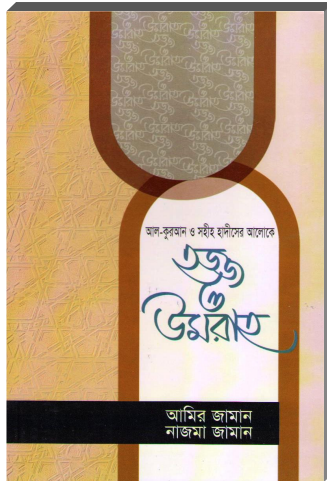
হাজ্জ ও উমরাহ

আমির জামান
নাজমা জামান

আল কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে হাজ্জ ও উমরাহ

Amir Zaman
Nazma Zaman

Phone: 647-280-9835
Email: amiraway@hotmail.com
www.themessagecanada.com

1st Edition: Sep 2010
2nd Edition: Jul 2011
3rd Edition: Dec 2013

Please contact for your copy

Toronto Islamic Centre (TIC)
575 Yonge St. Toronto, Canada
647-350-4262

ATN Book Store
Danforth, Toronto, Canada
416-686-3134, 416-671-6382

New York
917-671-7334
718-424-9051

California
714-821-1829
714-930-6677

London (UK)
447424248674

Singapore
65-938-67588

Al-Maruf Publications
Katabon, Dhaka
029673237, 01913510991

Institute of Social Engineering
Mohammadpur, Dhaka
01710219310, 01712846164

মূল্য ঃ ১২০ টাকা

Price: $6 (Six dollar)

"রব্বি যিদনী ইলমা"
হে আমার রব, আমার ইলম [জ্ঞান] বাড়িয়ে দাও। (সূরা ত্ব-হা ঃ ১১৪)

Published by
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আমি কি তৃপ্তি সহকারে হাজ্জ ও উমরাহ করতে চাই?

সম্মানিত হাজ্জ যাত্রী দ্বীনি ভাই ও বোনেরা ঃ
আস্‌সালামু আ'লাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু,

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য ও আশ্রয় চাচ্ছি এবং এই সাথে আমাদের খারাপ আমলের জন্য তাঁর কাছেই ক্ষমা চাচ্ছি।

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। সেখান থেকে ক্যানাডা নামের একটি অমুসলিম প্রধান দেশে এসে মনে হচ্ছে যেন নিজেরা আবার নতুন করে মুসলিম হলাম। আমরা এই প্রবাসে দীর্ঘ বার বছর কুরআন ও সহীহ হাদীস পড়াশোনা করে ইসলামকে নতুন করে বুঝতে শুরু করি। দুঃখের বিষয়, আমরা বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষই জানিনা যে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে আমাদের সঠিক জ্ঞান নেই। অনেক সময় আমাদের দেশের সহজ সরল মানুষেরা অজ্ঞতার কারণে না বুঝে পূণ্যের কাজ মনে করে খুব বেশী বেশী ইসলাম বিরোধী কাজ করে চলছে। ইসলামের স্পষ্ট বিষয়গুলোকে কম গুরুত্ব দিয়ে অস্পষ্ট বিষগুলোকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। আমরা কুরআন থেকে নিজেদেরকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখে নিজেদের মনগড়া ইসলাম পালন করে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই পাওয়া যাবে যারা জীবনে একবার সম্পূর্ণ কুরআনটা অর্থ বুঝে ব্যাখ্যাসহ পড়েছি, সহীহ হাদীসগ্রন্থগুলো পড়েছি। আল্লাহ বলেছেন কুরআন আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান (complete code of life) অর্থাৎ আমাদের জীবন পরিচালনার গাইড লাইন। আফসোস, সারা জীবন শুধু কুরআন তিলাওয়াতই করে গেলাম কিন্তু কিছুই বুঝলাম না! যদি আল্লাহর দেয়া আদেশ নিষেধ ঝুঝতেই না পারি তাহলে সে অনুযায়ী আমরা জীবন পরিচালনা করব কিভাবে?

আপনি হয়তো বিভিন্ন বই-পত্র পড়াশোনা করে হাজ্জের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু আপনার নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ, হাজ্জে যাওয়ার আগে আমাদের এই বইটি কয়েকবার মনোযোগ দিয়ে অবশ্যই পড়বেন। বইটি সাথে করে হাজ্জে নিয়ে যাবেন এবং প্লেনে বসে ও মক্কা-মদীনায় অবসর সময়ে নিয়মিত পড়বেন। আশা করি আপনি এই বই থেকে হাজ্জের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

আমরা নিজেরা ভুক্তভুগি তাই বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তুলে ধরছি। আমি আমির জামান ২০০০ সালে হাজ্জ করেছিলাম পড়াশোনা না করে, ইসলাম না বুঝে। পূণ্যের কাজ মনে করে হাজ্জে গিয়ে প্রচুর শিরক ও বিদ'আতি কাজ করেছি আলিমের নেতৃত্বে। যা সহীহ হাদীসে নেই তা করেছি ইসলাম মনে করে। এরপর ১০ বছর পড়াশোনা করার পর আবার যখন সহীহ আলিমের নেতৃত্বে হাজ্জ করেছি তখন বুঝতে পেরেছি ইসলাম বুঝে হাজ্জ করার গুরুত্ব।

সহীহ ঈমান ও সঠিক আকীদা হলো ইসলামের মূল ভিত্তি। এই বইটি রচনায় উল্লেখিত দু'টি বিষয়ের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে। কারণ একজন মুসলিমের জীবনের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যেতে পারে যদি তার ঈমান ও আকীদা ঠিক না থাকে। এই বইতে শারীয়াহ এবং ফিক্হের দিকগুলো আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিলের উপর ভিত্তি করে সৌদি আরবের জ্ঞান গবেষণা, ফাতওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল এবং হারাম শরীফের ইমাম শায়খ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রাহেমাহুল্লাহ) প্রণীত মূল কিতাব থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমরা কোন সাহিত্যিক নই, আমরা Husband-Wife দু'জন মূলতঃ IT Professionals, আমাদের লিখা বইগুলোতে ভাষাগত দুর্বলতা থাকাটা খুব স্বাভাবিক। তবে আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে এবং আমাদের নিজেদের হাজ্জ ও উমরাহর বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে যথাসাধ্য নির্ভরযোগ্য করে এই বইটি লিখেছি যাতে হাজ্জ যাত্রীরা ইসলামকে বুঝে উপকৃত হন।

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৪০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *"তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সত্যকে গোপন রাখে।"* অর্থাৎ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্যটা জানবো তা অবশ্যই অন্যকে জানাতে হবে। এজন্য আমাদের একে অপরকে সতর্ক করা ঈমানী দায়ীত্ব। তাই মহান আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশকে পালন করতে গিয়ে এই প্রবাসে মুসলিম পরিবারগুলোকে সচেতন করার লক্ষ্যে আমরা ২০০৭ সালের জানুয়ারী থেকে "দি মেসেজ" The Message নামে একটি কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করে যাচ্ছি। এই পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রবাসে মুসলিম পরিবারগুলোকে সঠিক পথ মনে করিয়ে দেয়া। আশা করি "The Message"-এর প্রতিটি সংখ্যা এই প্রবাস জীবনে আপনার-আমার একটি সুখী ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করতে সাহায্য করবে ইন্‌শাআল্লাহ। "The Message" ডাকযোগে (by mail) আপনার ঠিকানায় পেতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, নিজে পড়ুন এবং দাওয়াতী উদ্দেশ্যে অন্যকেও দিন। এছাড়া এই

পত্রিকাটির ইন্টারনেট ভার্সন ওয়েবসাইট থেকে নিয়মিত পড়তে পারেন এবং ডাউনলোড করতে পারেন। www.themessagecanada.com

এই বইয়ের সমস্ত জায়গায় 'হজ্জ' না লিখে "হাজ্জ" লিখা হয়েছে। এর কারণ আরবীতে প্রকৃত শব্দটি "হাজ্জ" 'হজ্জ' নয়। আমরা বাংলাদেশে হজ্জ বলে থাকি, এটি ভুল উচ্চারণ। যেমন, আরবীতে 'হা' যবর 'হ' কখনো হয় না, 'হা' যবর 'হা' হয়। তাই উচ্চারণটি 'হজ্জ' না হয়ে "হাজ্জ" হবে। যেহেতু শব্দটি কুরআনের তাই এর ভুল উচ্চারণ করাটা ঠিক নয়, এছাড়া সঠিক উচ্চারণও আল্লাহর কাছে শুনতে ভাল লাগবে।

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ ইমেইল অথবা টেলিফোনে জানালে আগামী সংস্করণে তা প্রতিফলিত হবে ইন্‌শাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের ভুল-ক্রটি মার্জনা করে সঠিক পথে থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

জাযাকাআল্লাহু খায়রন,

আমির জামান
নাজমা জামান
টরন্টো, ক্যানাডা
Phone: 647-280-9835, 416-214-9835
amiraway@hotmail.com

হাজ্জের বিষয়গুলো পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে বইটি কয়েকবার পড়তে হবে।

আমি যেন কারো দেখা দেখি হাজ্জের কাজগুলো না করি। আমার প্রতিটি কাজ হতে হবে সহীহ হাদীসের উপর দলিল ভিত্তিক যা আল্লাহর রসূল (সা.) করেছেন। যদি কেউ আমাকে কোন আমল অন্যভাবে করতে বলেন তাহলে তার কাছে সহীহ হাদীসের দলিল চাইতে হবে এবং ঐ হাদীসের সাথে ক্রস চেক করেই তারপর ঐ আমল করা যাবে। অন্যথায় নয়।

সূচীপত্র

১ম অধ্যায়

হাজ্জের প্রকৃত শিক্ষা

হাজ্জ - বিশ্বের মহাসম্মেলন

একজন মুসলিম যখন হাজ্জে গমনের নিয়্যত করেন, তখন তার মনে আল্লাহর ভয় এবং পরহেযগারী, তওবা-ইসতিগ্‌ফার এবং উন্নত ও পবিত্র চরিত্রের ভাবধারা জেগে উঠে। সে তার প্রিয় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সকল লোকের নিকট ক্ষমা চায়, বিদায় চায়। নিজের সব কাজ-কর্মের চুড়ান্ত রূপ দিতে শুরু করে। এর মানে হয়, সে এখন আর আগের মানুষ নয়, আল্লাহর দিকে তার মনের আকর্ষণ হওয়ায় অন্তর পবিত্র হয়ে গেছে। এইভাবে প্রতিটি হাজ্জযাত্রীর এই পরিবর্তনে তার চারিপার্শ্বের লোকদের উপর কত গভীর প্রভাব পড়ে তা অনুমান করা যায়। এইরূপ প্রত্যেক বৎসরই যদি দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্র হতে গড়ে বিশ লক্ষ লোকও এই হাজ্জ আদায় করেন, তবে তাদের এই গতিবিধি ও কার্যকলাপের প্রভাব আরো কয়েক লক্ষ লোকের চরিত্রের উপর না পড়ে পারে না।

রমাদান মাস যেরূপ বিশ্ব মুসলিমের জন্য তাকওয়া ও পরহেযগারীর মৌসুম, তেমনি হাজ্জের মাসও বিশ্ব ইসলামি পূণর্জাগরণের মৌসুম। মহান আল্লাহ এই ব্যবস্থা এজন্য করেছেন যেন বিশ্ব ইসলামি আন্দোলন শ্লথ না হয়ে যায়। পবিত্র কাবাকে বিশ্বের কেন্দ্রভূমি হিসেবে এমনভাবে স্থাপন করেছেন যেন মানব দেহের মধ্যে হৃদপিন্ডের অবস্থান। দেহ যতই রোগাক্রান্ত হোক না কেন যতদিন হৃদয়ের স্পন্দন থেমে না যায় এবং সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে

না যায় ততদিন মানুষের মৃত্যু হয় না। সেরূপ হাজ্জের এই সম্মেলন ব্যবস্থাও যতদিন থাকবে ততদিন ইসলামি আন্দোলনও চলতে থাকবে।

পুরুষের জন্য সেলাই বিহীন দুই টুকরা কাপড় পরিধানের উদ্দেশ্য হলো সকল জৌলুস ও প্রদর্শনী থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া। পৃথিবীর দূর-দূরান্তের অঞ্চল থেকে আগত অসংখ্য মানুষ যাদের আকার-আকৃতি, দৈহিক রং ও ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যখনই এই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হয়, সবাই নির্দিষ্ট স্থানে এসে নিজ নিজ পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে ফেলে এবং সকলেই একই ধরনের অনাড়ম্বর 'ইউনিফরম' পরিধান করে। একই 'ইউনিফরম' পরিহিত এই সৈনিকরা 'মীকাত' অতিক্রম করে যখন সম্মুখে অগ্রসর হয়, তখন সকলের কণ্ঠ হতে একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলে ঃ 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ....' (আমি হাযির, হে মহান আল্লাহ! আমি হাযির!)।

উচ্চারণের কণ্ঠ বিভিন্ন, কিন্তু সকলের কণ্ঠে একই ধ্বনি। কেন্দ্র যতই নিকটবর্তী হয়, ব্যবধান ততই কমে যায়। বিভিন্ন দেশের কাফেলা পরস্পর মিলিত হয়ে একই পদ্ধতিতে সলাত আদায় করে। সকলের পোশাক এক, সকলেরই ইমাম এক, সলাত পড়ার ভাষা এক, সবাই একইভাবে আল্লাহর নাম নিয়ে রুকু সাজদা করছে, একই আরবী ভাষায় কুরআন পড়ছে, সকলেই একসাথে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে সাফা-মারওয়া সায়ী করছে। এভাবে সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার ভাষা, জাতি, দেশ, বংশ ও গোত্রের কৃত্রিম বৈষম্য চূর্ণ হয়ে একাকার হয়ে যায়। সমগ্র মানুষের সমন্বয়ে 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী' একটি বিরাট জামায়াত (দল) রচিত হয়। তারপর এই বিরাট আন্তর্জাতিক জামায়াত একই আওয়ায 'লাব্বাইকা লাব্বাইকা' ধ্বনি করতে করতে চলতে থাকে।

বৎসরের চারটি মাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে অর্থাৎ এই মাসগুলোতে যুদ্ধ নিষেধ। ইসলাম কাবা ঘরে যাতায়াতের এই চারটি মাস সমস্ত পথেই শান্তি অক্ষুন্ন রাখার ঘোষণা দিয়েছে। এটা বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি রক্ষা করার এক স্থায়ী ব্যবস্থা। দুনিয়ার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ইসলামের হাতে আসলে হাজ্জ ও উমরাহর কারণে একটি বৎসরের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সময় চিরকালের জন্য যুদ্ধ এবং রক্তারক্তির হাত হতে দুনিয়া রক্ষা পেতে পারে।

ইসলাম সমগ্র পৃথিবীর একটি কেন্দ্র নির্ধারণ করেছে। এই কেন্দ্রের পরিচয় প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহর প্রভুত্ব ও বাদশাহী এবং মুহাম্মাদ মুস্তফা

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত ও নেতৃত্ব স্বীকার করে ইসলামি ভাতৃসংঘে প্রবেশ করবে, ইসলামের এই কেন্দ্রে তাদের সকলেরই সমান অধিকার থাকবে। ক্যানাডার বাসিন্দা হউক, কি আফ্রিকার, কি চীনের বাসিন্দা হউক, কি বাংলাদেশের, সে যদি মুসলিম হয় তবেই মক্কা শরীফে তার অধিকার মক্কার আসল বাসিন্দাদের অনুরূপ হবে। পৃথিবীর কোণায় কোণায় ইসলামি আন্দোলনের আওয়াজ পৌঁছাবার জন্য এবং মুসলিম ভাতৃত্ববোধের ঐক্যবদ্ধ সম্পর্ককে পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে ততদিন সকলের মাঝে প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে হাজ্জের চাইতে শক্তিশালী উপায় আর কিছুই হতে পারে না। বস্তুত দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে পৃথিবীর প্রতিটি কোণ হতে এক আল্লাহর নামে টেনে এনে নির্দিষ্ট একটি কেন্দ্রে একত্রিত করে দেয়া এবং অসংখ্য বংশ গোত্র ও জাতিকে এক আল্লাহতে বিশ্বাসী ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ভ্রাতৃসংঘে সম্মিলিত করে দেয়ার জন্য এটা অপেক্ষা উন্নততর কোন পন্থা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।

সলাত-সিয়াম হোক, কিংবা হাজ্জ হোক, এগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের প্রশিক্ষণ। তাই এসকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য না বুঝে শুধু মৌখিক ইবাদত করে গেলে এর দ্বারা কোন উপকার ও কল্যাণ লাভ করা যেতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণত আজকালকার কিছু মানুষ এ সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য না বুঝে (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না থাকার কারণে) ইবাদতের বাহ্যিকরূপ ঠিকই বজায় রাখছে; কিন্তু এতে কোন প্রাণশক্তির সঞ্চার হচ্ছে না। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক ইসলামের কেন্দ্রে গমন করে এবং হাজ্জের সৌভাগ্য লাভ করে ফিরে আসে। কিন্তু হারাম শরীফের যাত্রীর স্বভাব-চরিত্রে যে পরিবর্তন আসার কথা ছিল, তা যেমন দেখা যায় না; তেমনি হাজ্জ হতে ফিরে আসার পরও তাদের মানসিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। অথচ হাজ্জ সুন্দরভাবে শেষ করতে পারলে সেটা হবে এমন কাজ যা অমুসলিমদেরকেও ইসলাম গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে।

হাজ্জের বৈশিষ্ট্য

মহান আল্লাহ নবী ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে আজ থেকে চার হাজার বছরেরও আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মানুষের নিকট হাজ্জের ঘোষণা করে দাও (সূরা হাজ্জ ঃ ২৭)। অতঃপর সূরা আলে ইমরানের ৯৭ নং আয়াতে

মহান আল্লাহ মানুষকে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আবার নির্দেশ দিয়েছেন যে ঃ

“মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই ঘরের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ বিশ্ব-জগতের মুখাপেক্ষী নন।”

পবিত্র কুরআনে যেখানে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে হাজ্জের জন্য সাধারণ দাওয়াত দেয়ার হুকুমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তার প্রথম কারণ হিসেবে বলা হয়েছে ঃ মানুষ এসে দেখুক যে, এই হাজ্জ পালনে তাদের জন্য কী কী কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ হাজ্জের সময় আগমন করে কাবা শরীফে একত্রিত হয়ে তারা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করবে যে, এটা তাদের জন্য সত্যিই কল্যাণকর। হাজ্জ উপলক্ষে যে সফর করা হয় তা অন্যান্য সফর হতে সম্পূর্ণ আলাদা। এটা নিজের কোন পার্থিব প্রয়োজন বা দাবী পূরণ করার জন্য করা হয় না; বরং এটা করা হয় শুধু আল্লাহ তা’আলার জন্য এবং আল্লাহর আদেশ পালন করার নিয়্যতে।

হাজ্জের কল্যাণ ও সার্থকতা

হাজ্জে যাওয়ার আগে মানুষ অতীতের যাবতীয় গুনাহ হতে তওবা করে, সকলের নিকট ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চায়, পরের হক যা এই যাবত আদায় করে নাই তা আদায় করে, সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে বা পরিশোধের ব্যবস্থা করে। সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় চিন্তা হতে তার মন পবিত্র হয়ে যায়। স্বভাবতই তার মনের গতি কল্যাণের দিকেই নিবদ্ধ হয়, ফলে সে মানুষের ক্ষতি করে না, বরং চেষ্টা করে উপকার করার জন্য। অশ্লীল ও বাজে কথাবার্তা, নির্লজ্জতা, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা এবং ঝগড়া-ফাসাদ ইত্যাদি কাজ হতে তার নফস বিরত থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অন্যান্য সকল প্রকার সফর হতে হাজ্জের এই সফর সম্পূর্ণ আলাদা।

এরপর হাজী যেন আল্লাহর সৈনিকে পরিণত হয়। তাই পাঁচ-ছয় দিন তাকে ক্যাম্পে জীবন কাটাতে হয়। একদিন ‘মীনা’র তাবুতে অতিবাহিত করতে হয়, পরের দিন আরাফাতে অবস্থান করতে হয় এবং সেনাপতির “খুতবার” নির্দেশ

শুনতে হয়। রাত্রে মুযদালিফায় গিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করতে হয়। রাত শেষে আবার 'মীনায়' ফিরে যেতে হয় এবং এখানে জামারাকে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। আবরাহা বাদশার সৈন্য সামন্ত কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্য এই পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। প্রত্যেকটি পাথর নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর সৈনিকরা বলে উঠে ঃ *"আল্লাহু আকবার"।*

হাজ্জ সম্পর্কীয় অন্যান্য কার্যাবলী দ্বারা প্রতিটি মুসলিমের জীবনকে সৈনিকের ট্রেনিং দিয়ে গঠন করা হয়। সলাত, যাকাত, সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদতের সাথে হাজ্জের সব কাজকর্মগুলো যেন মানুষকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ দেবার জন্যই ফরয করা হয়েছে।

আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজ্জ করল এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত রইল সে যেন নবজাতক শিশু, যাকে তার মা এ মুহূর্তেই প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে। (সহীহ বুখারী)

হাজ্জ নিয়ে আমাদের সমাজে নানা রকম ভুল ধারণা

১) ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমগণ সাধারণত হাজ্জ পালন করে থাকেন বৃদ্ধ বয়সে। সলাত-রোযা যেমন প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয, তেমনি হাজ্জও প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরয যদি আর্থিক সামর্থ থাকে। বেশীরভাগ সময় দেখা যায় আর্থিকভাবে স্বচ্ছল বা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও আমরা হাজ্জে না গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি বৃদ্ধ বয়সের জন্য। কিন্তু যেদিন থেকে আমার সামর্থ হয়েছে এই ফরয ইবাদত ঠিক ঐদিন থেকেই আমার উপর ফরয হয়ে আছে এবং তা যতদিন পর্যন্ত আমি পালন না করবো ততদিন আমার আমলনামায় কবিরা গুনাহ লিখা হতে থাকবে। তাই জীবনে যখনই সামর্থ্য হবে তখনি হাজ্জ পালন করতে হবে, দেরী করা যাবে না। আর মনে রাখা প্রয়োজন আমার সামর্থ্য এখন আছে কিন্তু পরবর্তীতে না-ও থাকতে পারে। তাছাড়া আগামী বছর হাজ্জ করার মতো হায়াত আমি না-ও পেতে পারি, ফলে আমার ফরয অনাদায়ী থেকে

যাবে। তাই আমরা যারা হাজ্জে যাচ্ছি তাদের উচিত অন্যদের নিকট এই বিষয়টা প্রচার করা এবং অন্যদের হাজ্জ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

২) আমরা অনেকে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ পালন করি না কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ (যেমন ইউরোপ, আমেরিকা, ব্যাংকক, সিংগাপুর, দুবাই) ঘুরে বেড়াই, কিন্তু যখনই হাজ্জের প্রশ্ন আসে তখনই নানা রকম অজুহাত দাঁড় করাই যে আমার ব্যাংকের লোন আছে, বাড়ি করতে লোন নেয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছি ব্যবসায়িক উন্নতির জন্য, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য, বাড়ি-গাড়ি করার জন্য। আমার এই লোন আর যিনি বেঁচে থাকার জন্য ও জীবন পরিচালোনার জন্য ঋণগ্রস্ত হয়েছেন তার ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই এসব কারণ হাজ্জে যাওয়ার পথে কোন বাঁধা নয়।

৩) আবার অনেকে হাজ্জ থেকে ফিরে এসে নিজের নামের আগে হাজী টাইটেল সংযুক্ত করেন (যেমন আলহাজ্জ .....)। সলাত যেমন ফরয তেমনি হাজ্জও ফরয। যারা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করেন তারা কি তাদের নামের আগে সলাতী টাইটেল সংযুক্ত করেন? না, তা করেন না। তাহলে হাজ্জ করে এসে কেন আলহাজ্জ বা হাজী লাগানো হয়? এই ধরনের নতুন আবিস্কার ইসলামে বিদ'আত। ইতিহাস দেখি, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের আগে বা কোন সাহাবীদের নামের আগে বা কোন তাবেঈর নামের আগে আলহাজ্জ টাইটেল আছে কিনা! তারাও তো হাজ্জ পালন করেছেন।

৪) আরেক শ্রেণীর লোক আছেন যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হাজ্জ করেন, বিশেষ করে ইলেকশনের আগে। মনে রাখা উচিত কোন ইবাদতই মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না যদি সেটা হয় লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে, সেটা ইসলামের ভাষায় হবে রিয়া, আর রিয়া হচ্ছে এক প্রকারের শিরক। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের নিয়্যতের খবর ভাল করেই জানেন। তাই আসুন আমরা সকল ইবাদত করি শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে।

৫) হাজ্জ পালন করা জীবনে একবার ফরয। পরবর্তী সময়ে আমি যতবার হাজ্জ পালন করবো তা হবে আমার জন্য নফল। আমাদের সমাজে অনেকেই অধিক সওয়াবের আশায় বার বার হাজ্জ করে থাকেন যা তার জন্য নফল ইবাদত। কিন্তু এই নফল ইবাদতের চেয়েও হয়তো আরো

অনেক ফরয কাজ তার জীবনে বাকি রয়ে গেছে যা সঠিক জ্ঞানের অভাবে পালন করা হচ্ছে না। যেমন প্রতি বছর নফল হাজ্জ করে আমি যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছি তা দিয়ে হয়তো আমার গরীব আত্মীয়-স্বজন, এতিমদের বা দেশের অসহায় মানুষের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারি যা আমার উপর তাদের হক।

৬) অনেকে অবৈধ পথে অর্জিত টাকা দিয়ে হাজ্জ করতে যান, কী আশ্চর্যের ব্যাপার! অবৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ দিয়ে তো হাজ্জ করার প্রশ্নই উঠে না। কেননা হালাল সম্পদ বা খাদ্যই হলো ইবাদত কবুল হবার অন্যতম প্রধান শর্ত। হালাল উপায়ে অর্জিত ও শরীয়ত অনুমোদিত অর্থ-সম্পদ বা খাদ্য গ্রহণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোন ইবাদতই কবুল হয় না।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মানব জাতির কাছে এমন একটি যমানা আসবে যখন মানুষ কামাই-রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন পরওয়া করবে না।" (সহীহ বুখারী)
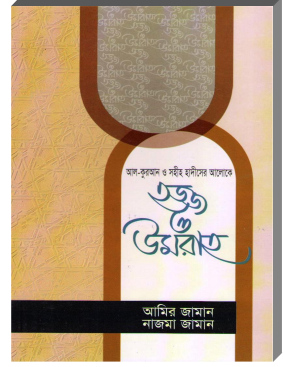
আমরা একটা সহজ হিসাব অনেক সময় বুঝার চেষ্টা করি না। আমাদের ধারণা অবৈধ আয় মানে চুরি, ডাকাতি, ঘুষ বা অন্যের টাকা আত্মসাৎ ইত্যাদি। কিন্তু এর বাইরেও যে জঘন্যতম অবৈধ আয় রয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো, যেমন ঃ

- আমরা জানি কুরআনে বর্ণিত সুদ হারাম এবং সুদ দেয়া-নেয়া কবীরা গুনাহ। কিন্তু যারা সুদে লোন নিয়ে ব্যবসা করছেন এবং সেই ব্যবসার টাকা দিয়ে হাজ্জে যাচ্ছেন, তাদের কী হবে?
- অনেকে সুদী ব্যাংকের লোন নিয়ে বাড়ি করেছেন এবং সেই বাড়িতে নিজে থাকছেন অথবা ভাড়া দিয়েছেন, এখানে দুই দিক থেকেই অবৈধ আয় হচ্ছে। এই বাড়ির মালিক আবার হাজ্জে যাচ্ছেন, তাদের কী হবে?
- অনেকে বিভিন্ন উপায়ে সরকারের ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন এবং ইনকাম কম দেখিয়ে টাকা জমাচ্ছেন। তারাও হাজ্জে যাচ্ছেন, তাদের কী হবে?
- অনেকে ঘুসের টাকা (যা কবীরা গুনাহ) দিয়ে হাজ্জে যাচ্ছেন, তাদের কী হবে?

৭) আবার অনেকে মনে করেন যে, যা পাপ কাজ করার এখনই বেশী করে করে নেই পরে এক সময় হাজ্জ করে এসে সব পাপ ধুয়ে মুছে ফেলব। আবার অনেকে মনে করেন এত যুবক বয়সে হাজ্জ করাটা ঠিক না কারণ এ বয়সে তো অনেক অবৈধ পাপ কাজ করতে হয় তাই এখন হাজ্জ না করাটাই উচিত। আবার অনেকে মনে করেন এখন পর্যন্ত বিয়েই করিনি, জীবনতো শুরুই হয়নি, এতো তাড়াতাড়ি হাজ্জ করার কী দরকার?

৮) হাজ্জ করা সহজ - রক্ষা করা কঠিন। আর এ ধারণায় অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি হাজ্জ পালন করতে রাজী নন। তাদের ধারণা হচ্ছে যে, হাজ্জ পালন করার পর জীবনের কুস্বভাবগুলো সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়ে যাবে; তাহলেই সে হাজ্জ মক্ববূল হাজ্জ বা গৃহীত হাজ্জ হবে। অন্যথায় ঐ সমস্ত অভ্যাসে হাজ্জ বরবাদ হয়ে যাবে। হাজ্জ করে এসে সংসার দুনিয়াদারী ছেড়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে বৈরাগ্য জীবন-যাপন করার বিধান ইসলামে নেই।

৯) অনেকে মনে করেন "ঠিক মতো সলাতই পড়ি না আবার হাজ্জ কিসের?" মনে রাখতে হবে, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সলাত যেমন একটি ফরয ইবাদত তেমনি হাজ্জও একটি ফরয ইবাদত। আখিরাতের ময়দানে প্রতিটি ফরযের হিসাব আলাদা আলাদা ভাবে নেয়া হবে। সলাতের জায়গায় সলাত, হাজ্জের জায়গায় হাজ্জ এবং যাকাতের জায়গায় যাকাত। এমনও দেখা গেছে যে আগে সলাত পড়তেন না কিন্তু হাজ্জ করে আসার পরে নিয়মিত সলাতী হয়ে গেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। তাই সময়মত হাজ্জ আদায় না করা একটি মারাত্মক ভুল।

১০) আর একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, যারা হাজ্জে যাচ্ছেন না তারা সাধারণত হাজ্জের উপর পড়াশোনা করেন না। যারা হাজ্জে যাওয়ার নিয়্যত করেন তারাই শুধু হাজ্জের নিয়ম-কানুন এবং কিছু দু'আ-দরূদ মুখস্ত করেন। কিন্তু হাজ্জ দ্বীন ইসলামের একটি ফরয হুকুম এবং ইসলামের পাঁচটি স্ত ম্ভের মধ্যে একটি। তাই হাজ্জ পালন করতে যাই আর না যাই, পরিপূর্ণ ইসলামকে জানার জন্য এই বিষয়ের উপর অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য, তা না হলে দ্বীনের জ্ঞান অপরিপূর্ণ থেকে যাবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয"।
(ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

২য় অধ্যায়

উমরাহর নিয়ম-কানুন

হাজ্জ তিন প্রকার

(১) ক্বিরান ঃ মিকাত থেকে ইহরাম বেঁধে ঐ একই ইহরামে উমরাহ ও হাজ্জ করাকে ক্বিরান হাজ্জ বলে ।

(২) ইফরাদ ঃ মিকাত থেকে কেবল হাজ্জের ইহরাম বেঁধে সরাসরি হাজ্জ করাকে ইফরাদ হাজ্জ বলা হয় । যারা বদলি হাজ্জ করেন এটি তাদের জন্য প্রযোজ্য ।

(৩) তামাত্তু ঃ মিকাত থেকে উমরাহর নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কায় পৌঁছে উমরাহর কাজ সম্পন্ন করে ইহরাম থেকে বের হয়ে যাওয়া । এবং ৮ই যিলহাজ্জ মক্কা থেকে হাজ্জের নিয়্যতে আবার ইহরাম বেঁধে হাজ্জ করাকে তামাত্তু হাজ্জ বলা হয় । এই হাজ্জের দুটো অংশ ঃ (ক) উমরাহ (খ) ফরয হাজ্জ ।

নোট ঃ যারা হাজ্জ ছাড়া বছরের অন্য সময় শুধু উমরাহ করতে যাবো তারা এই বইয়ের হাজ্জের নিয়ম-কানুন অধ্যায় বাদে বাকী সবই অনুসরণ করবো । শুধু উমরাহ করতে গেলে কোন মুয়াল্লিম ফী দিতে হয় না ।

উমরাহর নিয়ম

উমরাহর ফরয

১. ইহরাম বাঁধা (নিয়্যত)
২. তাওয়াফ করা

উমরাহর ওয়াজিব

৩. সাফা এবং মারওয়া সায়ী করা
৪. চুল কাটা

উমরাহ সম্পাদন করার জন্য উপরের ফরয এবং ওয়াজিব সবগুলো কাজই করতে হবে। কোনটাই বাদ দেয়া যাবে না।

উমরাহর ফরয-ওয়াজিব এবং সুন্নাত স্টেপ বাই স্টেপ

১. ইহরাম বাঁধা (নিয়্যত)।
২. তাওয়াফ করা।
৩. ইযতিবা এবং রমল।
৪. মাকামে ইব্রাহিমের পিছনে দু'রাক'আত সলাত।
৫. যমযমের পানি পান করা।
৬. সাফা এবং মারওয়া সায়ী করা।
৭. চুল কাটা।
৮. ইহরামমুক্ত হওয়া।

পুরুষরা ইহরামের কাপড় কখন পরবো?

ইহরাম বাঁধার আগে গোসল করা এবং সুগন্ধি লাগানো সুন্নাহ। তবে সুগন্ধি যেন ইহরামের কাপড়ে না লাগে। গোসল নিজ বাসা থেকেই করে নেবো। যারা বাংলাদেশ থেকে হাজ্জে যাচ্ছি পুরুষরা সেলাইবিহীন দু'টুকরা সাদা কাপড় বাসা থেকে পরে নিতে পারি অথবা ঢাকা এয়ারপোর্টেও পরতে পারি। পুরুষদের সতর হচ্ছে নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত, অর্থাৎ নাভি দেখা যাবে না। অন্যের নিকট সতর খুলে রাখা নিষেধ, এছাড়া সতর খুলে সলাত হবে না। ইহরামের কাপড় পরার পর অনেকের নিচের অংশটা আস্তে আস্তে নামতে নামতে নাভি বেড়িয়ে পরে। তাই সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

নিয়্যত কখন করবো?

এখন উমরাহর নিয়্যত করবো না। যদি আমি মুসলিম এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করে থাকি তাহলে ক্যাপটেইন মিকাত অতিক্রম করার আগে হয়তো ঘোষণা দিবেন, তখন আমি মুখে উচ্চারণ করে উমরাহর নিয়্যত করবো।

اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً

আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি উমরাহর জন্য তোমার দরবারে হাযির হয়েছি।
ইহরাম বাঁধার পর থেকে অধিক পরিমাণে নিম্মের তালবিয়া পড়তে থাকবো।

لَبَّيْكَ أَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ

لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়ালমুলকা লা-শারীকা লাকা।	আমি তোমার দরবারে হাযির হয়েছি, হে আল্লাহ! আমি হাযির হয়েছি। আমি তোমার দরবারে হাযির হয়েছি। তোমার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা এবং অনুগ্রহ তোমারই জন্য, রাজত্ব তোমারই, তোমার কোন শরীক নেই। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

নোট ঃ ইহরামের নিয়্যতের জন্য কোন দুই রাক'আত সলাত নেই, এই কাজ বিদ'আত। নিয়্যত করার পর অর্থাৎ ইহরাম বাঁধার পর আর সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবো না। ইহরাম অবস্থায় গোসল করতে পারবো এবং ইহরামের কাপড়ও পরিবর্তন করতে পারবো।

যারা ইউরোপ-আমেরিকা থেকে যাচ্ছি

যারা ইউরোপ, আমেরিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর থেকে হাজ্জে যাচ্ছি তারাও গোসল নিজ বাসা থেকেই সেরে নিবো। বেশীরভাগ এয়ারপোর্টেই মুসলিমদের জন্য Prayer রুম রয়েছে। ট্রানজিটে পুরুষরা সেলাইবিহীন দু'টুকরা সাদা কাপড় পরিধান করে নিবো এবং মিকাতের সীমানা অতিক্রম করার আগে প্লেনে বসেই উমরাহর নিয়্যত করবো। নন-মুসলিম প্লেনে মিকাতের জন্য কোন ঘোষণা দিবে না তাই প্লেন ছাড়ার পরপরই ইহরামের নিয়্যত করে নিবো। তবে আমি যদি মক্কা আগে যাই তাহলেই শুধু ইহরাম বাঁধবো। আর যদি মদীনা আগে যাই তাহলে ইহরাম বাঁধবো না।

যারা সরাসরি মদীনা আগে যাচ্ছি

যারা সরাসরি মদীনা আগে যাবো তারা ইহরাম বাঁধবো না। মদীনার দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর যেদিন মদীনা ছেড়ে মক্কা যাবো সেদিন হোটেল থেকে গোসল সেরে নিবো এবং পুরুষরা সেলাইবিহীন দু'টুকরা সাদা কাপড় পরে নিবো, কিন্তু তখন নিয়্যত করবো না। পথে যুল-হুলাইফা নামক স্থানে আমাদের বাস থামবে ইহরাম বাঁধার জন্য এবং সেখানে আমরা উমরাহর নিয়্যত করবো। মনে রাখতে হবে নিয়্যত করার পর কোন দু'রাক'আত সলাত নেই, এটা করা বিদ'আত।

যখন জিদ্দা এয়ারপোর্টে পোঁছাবো

যারা আগে মক্কা যাবো তারা জিদ্দা এয়ারপোর্টে পোঁছাবো। মক্কায় কোন এয়ারপোর্ট নেই তাই জিদ্দায় যেতে হয় এবং জিদ্দা থেকে মক্কার দূরত্ব গাড়িতে এক ঘন্টা। জিদ্দা এয়ারপোর্টে নামার পর খুই ধৈর্যসহকারে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এ সময় আমার পাসপোর্ট, এয়ার টিকিট, ভেক্সিনেশন সার্টিফিকেট, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য জরুরি কাগজপত্র অবশ্যই সাথে রাখবো। জিদ্দা এবং মদীনা এয়ারপোর্ট থেকে আমার পাসপোর্ট সৌদি মুয়াল্লিম তাদের হিফাযতে নিয়ে নেবে। হাজ্জ শেষে যেদিন আমি দেশে ফিরবো সেদিন এয়ারপোর্টে অথবা বাসে পাসপোর্ট ফেরত দেবে। জিদ্দা

এয়ারপোর্টের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে আমরা বাসে চড়ে মক্কায় পৌঁছাবো, সেটা দিনেও হতে পারে, রাতেও হতে পারে ।

সতর্কতা ঃ অনেক সময় মুয়াল্লিম আমার পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলতে পারে তাই দুই সেট ফটোকপি আগেই দুই লাগেজে আলাদা করে রেখে দিবো ।

যারা হাজ্জের মৌসুম ছাড়া অন্য সময় উমরাহ করতে যাই তারা জিদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়েও মক্কা যেতে পারি । এ সময় আমার পাসপোর্ট হয়তো হোটেল ম্যানেজমেন্ট তাদের হিফাযতে রেখে দেবে অথবা আমার কাছেও থাকতে পারে । যদি পাসপোর্ট আমার কাছে থাকে তাহলে খুবই সাবধানে হিফাযতে রাখতে হবে যেন চুরি হয়ে না যায় ।

- কাবা হতে জিদ্দা ৭৩ কি.মি. দক্ষিণে
- মক্কা হতে মদীনা ৪৬০ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে

যখন মক্কায় পৌঁছাবো

জিদ্দা থেকে মক্কায় পৌঁছে আমি নিশ্চয়ই হোটেল কিংবা ভাড়া করা বাসায় উঠবো। এসময় আমি স্বাভাবিকভাবে শারীরিকভাবে ক্লান্ত থাকবো। এবার গোসল সেরে খেয়ে-দেয়ে নিবো এবং অন্য কোনো জরুরী কাজ থাকলে তাও সেরে নেব। এবার কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে শান্ত হয়ে অযূসহকারে কাবা শরীফের দিকে যাব। মনে রাখতে হবে মাসজিদে হারামে ঢুকে দু'রাক'আত তাহ্যিয়াতুল মাসজিদের সলাত আদায় করতে হবে না। এই সময় এই দুই রাক'আত সলাত আদায় করা বিদ'আত, কারণ আল্লাহর রসূল (সা.) আদায় করেন নাই।

এবার তাওয়াফ করার পালা

এখন তাওয়াফ করার পালা। কাবাঘরের চত্বরকে বলা হয় 'মাতাফ', কাবাগৃহের চতুর্দিকে সাতবার চক্কর দেয়াকে বলে তাওয়াফ। তাওয়াফ শুরু করার নির্দিষ্ট স্থান আছে যেখান থেকে তাওয়াফ শুরু করতে হবে। অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ কাবা ঘরের যে কোণায় রয়েছে সেই দিক থেকে তাওয়াফ শুরু করতে হয়। আমরা লক্ষ্য করবো, সেই নির্দিষ্ট স্থান বরাবর মাসজিদের ডান দিকে সবুজ বাতি জ্বালিয়ে রাখা আছে। হাজরে আসওয়াদ হতে চক্কর আরম্ভ করে ঐ একই স্থানে এসে পৌঁছলে এক চক্কর সম্পন্ন হবে।

প্রথম তিন চক্কর রমল সহকারে করতে হবে, অবশিষ্ট চার চক্কর স্বাভাবিক গতিতে শেষ করতে হবে। ভিড়ের কারণে রমল করা সম্ভব না হলে স্বাভাবিক গতিতে তাওয়াফ করতে হবে, অন্যকে কষ্ট দিয়ে কোন ইবাদত করা যাবে না। তাওয়াফকালীন তালবিয়া পাঠ করা যায় না। তাওয়াফ শেষ করার সাথে সাথে উমরাহর দ্বিতীয় ও শেষ ফরয আদায় করা হলো।

তাওয়াফের ব্যাপারে সন্দেহ হলে যেমন তিন না চার চক্কর হয়েছে! এই অবস্থায় কম সংখ্যাকে ধরে নিয়ে তাওয়াফ শেষ করতে হবে (যেমন ৩ না ৪ চক্কর দিয়েছেন এটা নিয়ে সন্দেহ হলে ৩ চক্কর শেষ হয়েছে ধরে নিয়ে আরো ৪ চক্কর দিয়ে মোট ৭ চক্কর পূর্ণ করতে হবে)। সায়ীর ব্যাপারেও একই নিয়ম। তাওয়াফের হিসাব রাখার জন্য ৭ দানার তসবীহ ছড়া ব্যবহার করা

যেতে পারে। এই তসবীহ কিনতে পাওয়া যায় এছাড়া চাবির রিং দিয়ে বাসার পুরানো তসবীহ দিয়ে নিজেরাই বানিয়ে নেয়া যায়।
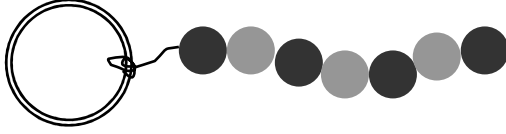
৭ দানার তসবীহ

তাওয়াফের সময় জুতা কোথায় রাখবো? যখনই মাসজিদে হারাম এবং মাসজিদে নববীতে যাবো তখন সাথে একটি ছোট স্কুল ব্যাগের মতো রাখতে পারি যা পিঠে ঝুলানো থাকবে এবং দুই হাত ফ্রি থাকবে। এই ব্যাগে জুতা, পানির বোতল এবং ফোল্ডিং ছাতা রেখে তাওয়াফ করতে পারবো।

তাওয়াফরত অবস্থায় যদি ওযূ ছুটে যায় ঃ তাওয়াফ করার সময় অবশ্যই ওযূতে থাকতে হবে। যদি কোন কারণে ওযূ ছুটে যায় তাহলে তাওয়াফ বন্ধ রেখে ওযূ করে নিতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে কত চক্কর পর্যন্ত হয়েছে। ধরি ৪র্থ চক্করের সময় মাঝামাঝি এসে আমার ওযূ ছুটে গেছে, তাহলে ওযূ করে এসে আবার ঐ ৪র্থ চক্কর প্রথম থেকে অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করতে হবে। ভিড়ের কারণে তাওয়াফের স্থান থেকে ওযূখানা পর্যন্ত যাওয়া এবং ফিরে আসা যদি কষ্টকর হয়ে যায় তবে মাসজিদের ভিতরেই কোথাও যমযমের অল্প পানি দিয়ে মুছে মুছে ওযূ করে নেয়া যেতে পারে। বাথরুমকে আরবে 'হাম্মাম' বলে। যদি আমি কোন পুলিশ বা ভলান্টিয়ারকে জিজ্ঞেস করি বাথরুম, ওয়াশরুম বা টয়লেট কোন দিকে সে হয়তো বুঝবে না। তাই বলতে হবে 'হাম্মাম' কোন দিকে? তখন সে সঠিক দিক দেখিয়ে দেবে।

তাওয়াফ বা সায়ীরত অবস্থায় যদি আযান হয় ঃ তাওয়াফ বা সায়ী করার মাঝখানে যদি সলাতের ওয়াক্ত হয় এবং আযান হয় তাহলে তাওয়াফ বা সায়ী বন্ধ রেখে জামাতের সাথে সলাত আদায় করে নিতে হবে এবং তাওয়াফের অর্ধ চক্কর বা অর্ধ সায়ী গণনায় না ধরে তাওয়াফের ঐ চক্করটি বা সায়ীটি আবার প্রথম থেকে করতে হবে। মক্কা-মদীনায় সলাতের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই আযান হয় এবং আযানের কিছুক্ষণের মধ্যেই সলাত শুরু হয়।

ইযতিবা কী ?

ইহরাম অবস্থায় পুরুষদের পরিহিত সাদা চাদরের মধ্যভাগকে ডান কাঁধের নীচ দিয়ে চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁধের উপর ধারণ করতে হবে অর্থাৎ ডান কাঁধ খোলা রেখে বাম কাঁধ আবৃত করে উক্ত চাদর পরতে হবে। এর ফলে চাদরের দুই কোণই বাম দিকে থাকবে। হাজ্জ বা উমরাহর জন্য প্রথমবার তাওয়াফে পুরো সাত চক্করই ইযতিবা সহকারে করা মুস্তাহাব (উত্তম)। এরপর যতবার তাওয়াফ করা হবে তার জন্য কোনটাতেই ইযতিবা নেই।

ইযতিবার চিত্র (ডান কাধ খোলা রাখা)

রমল কী ?

হাজ্জ বা উমরাহর জন্য প্রথমবার প্রথম ৩ চক্কর অর্থাৎ ছোট ছোট কদমে দ্রুত বীরের মতো ভান করে তাওয়াফ করতে হয়, এটাকে রমল বলে। এরপর যতবার তাওয়াফ করা হবে তার জন্য কোনটাতেই রমল নেই।

রমলের ইতিহাস ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির পর রসূল (সা.) মদীনা থেকে ২০০০ সাহাবা নিয়ে মক্কায় উমরা পালন করতে যান। কুরায়শদের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকায় মুসলিমরা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নেন। মুসলিমরা কোষবদ্ধ তলোয়ার তুলে ধরে রসূল (সা.)-কে মাঝখানে নিয়ে লাব্বায়িক ধ্বনি দিচ্ছিলেন। মক্কার মুশরিকরা এ দৃশ্য দেখে ঠাট্টা-তামাশা করছিলো। একথা শুনে রসূল (সা.) সাহাবীদের বললেন, তারা যেন তাওয়াফের সময় প্রথম তিন চক্কর খুব জোরে দৌঁড়ান (রমল ও ইযতিবা সহকারে)। আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের প্রত্যাশাই ছিলো এর কারণ। মুশরিকদের শক্তিমত্তা দেখানোই ছিলো এ আদেশদানের উদ্দেশ্য।

তাওয়াফের দিক নির্দেশনা
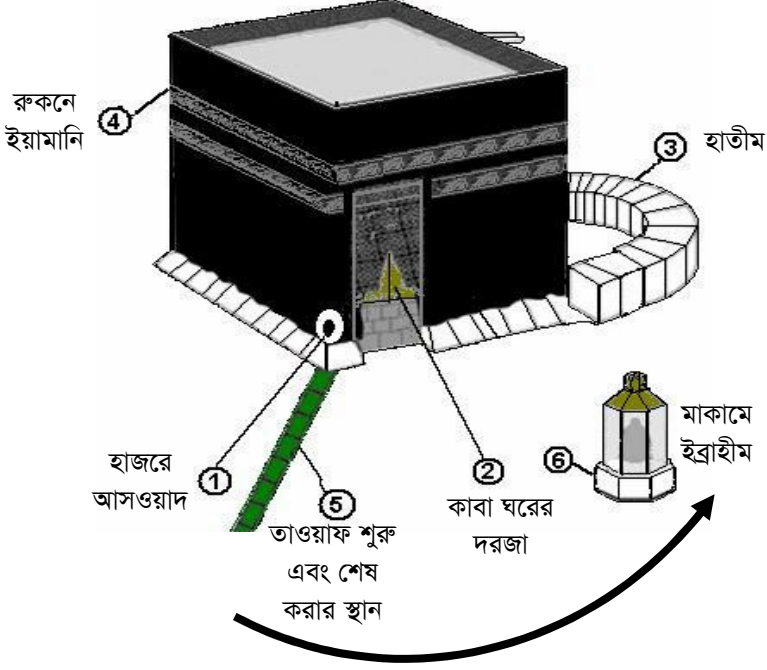
হাজরে আসওয়াদ বরাবর স্থান থেকে তাওয়াফ শুরু এবং এখানে এসেই তাওয়াফ শেষ করতে হয় । তবে অনেকে হাজরে আসওয়াদকে ইশারা করার জন্য এই স্থানে থেমে ভিড় করেন এবং সকলের তাওয়াফের গতি নষ্ট করেন, যার কারণে এই স্থানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় ।

হাজরে আসওয়াদকে ইশারা করার জন্য অতিরিক্ত সময় নিয়ে থামার প্রয়োজন নেই । আমি চলন্ত অবস্থাতেই ইশারা করতে পারি এবং একের পর এক তাওয়াফ চালিয়ে যেতে পারি । কারণ ঐ স্থানে আসলে ভিড়ের কারণে আমি এমনিতেই slow হয়ে যাবো । প্রথম তাওয়াফ শুরু করার জন্যও এই স্থানে ভিড় করার প্রয়োজন নেই ।

প্রথম তাওয়াফ শুরু করার জন্য হাজরে আসওয়াদের একটু আগে থেকেই হাঁটা শুরু করবো এবং যখন হাজরে আসওয়াদ বরাবর আসবো তখন চলন্ত অবস্থাতেই হাত ইশারা করে "বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার" বলে তাওয়াফ আরম্ভ করবো এবং পরবর্তী ৬টি তাওয়াফে শুধু "আল্লাহু আকবার" বলবো। মনে রাখতে হবে হাত ইশারা করে হাতে যেন চুমু না দেই, হাতে চুমু দেয়া বিদ'আত। ঐখানে দেখা যাবে অনেকেই না জানার কারণে হাতে চুমু দিয়ে তাওয়াফ শুরু করছে, আমি যেন তাদের দেখা দেখি এই ভুল না করি।

মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাক'আত সলাত

তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমকে সামনে রেখে দু'রাক'আত ওয়াজিব সলাত পড়তে হয়। ভিড়ের কারণে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে সলাত পড়তে না পারলে হারাম শরীফের যেকোন স্থানে সলাত পড়লেও চলবে। ঐ সময় এতো লোকের সমাগম হয় যে মাকামে ইব্রাহীমের পিছন দিক দিয়েও মানুষ তাওয়াফ করতে থাকে যার কারণে সেখানে বসে দুই রাক'আত সলাত পড়ার মতে অবস্থা থাকে না। আর জোর করে সলাত পড়লেও মনোযোগ নষ্ট হয় কারণ মানুষ সলাত আদায়কারীদের গায়ের উপর দিয়ে তাওয়াফ করতে থাকে। তাই উত্তম হচ্ছে মাসজিদের ভিতরে কোথাও মনোযোগ সহকারে দু'রাক'আত সলাত আদায় করে নেয়া।

প্রথমবার উমরা ইযতিবা সহকারে করার কারণে পুরুষদের ডান কাঁধ খোলা থাকে। মনে রাখতে হবে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দু'রাক'আত সলাত আদায় করার সময় অবশ্যই কাঁধ ঢেকে নিতে হবে। রসূল (সা.) যে কোন সলাতের সময় কাঁধ ঢেকে সলাত আদায়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। (মাজমূউস স্বালাওয়াতি ফিল-ইসলাম, ২৫১ পৃঃ)

যমযমের পানি পান

এবার মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে সলাত আদায় করার পর কিবলামুখী হয়ে ও দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান করবো এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করবো। দু'আ নিজের ভাষায়ও করা যাবে, কোন অসুবিধা নেই। জমজমের পানির কন্টেইনার মাসজিদে হারামের পিলারগুলো কাছে রয়েছে এছাড়া মাসজিদের বিভিন্ন জায়গায় হাতের কাছে রয়েছে। যখন ইচ্ছে তখনই পান করা যায়। কন্টেইনারের ডান দিক থেকে নতুন ওয়ান টাইম গ্লাসে পানি পান করে তা বাঁ দিকে ফেলতে হয়। এখান থেকে কাপ দিয়ে বোতলও ভরে নিয়ে নিজে কাছে রাখা যেতে পারে।

সাফা ও মারওয়া সায়ী করা

যমযমের পানি পান করার পর উমরাহর প্রথম ওয়াজিব সায়ী করতে হবে। সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান অতিক্রম করার নাম 'সায়ী'। সাফা থেকে মারওয়া, মারওয়া থেকে সাফা এভাবে সাতবার অতিক্রম করতে হয়। প্রতিবার সবুজ চিহ্নিত পিলারের মধ্যবর্তী স্থান একটু দ্রুত দৌঁড়ে চলতে হবে (শুধু পুরুষদের জন্য), বাকি স্থান যিকরের সাথে স্বাভাবিক গতিতে চললে ক্ষতি নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে সাথে মহিলা বা বাচ্চা থাকলে তাদের ছেড়ে আবার চলে না যাই। প্রতিবার সাফা এবং মারওয়া পর্বতে আরোহণ করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু'আ করবো। এখানেও দু'আ নিজের ভাষাও করা যাবে, কোন অসুবিধা নেই। সায়ী করার সময় ওযূ না থাকলেও চলবে, তবে ওযূতে থাকা উত্তম।

- সাফা থেকে মারওয়া = ১ সায়ী
- মারওয়া থেকে সাফা = ১ সায়ী
- ১ম সায়ী সাফা থেকে শুরু হবে এবং ৭ম সায়ী মারওয়াতে শেষ হবে।

- এই সাত সায়ীর হিসাব রাখার জন্য ঐ সাত দানার তসবীহ ছড়া ব্যবহার করা যেতে পারে ।

সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মাঝে দূরত্ব প্রায় অর্ধ কি.মি. (৪৫০ মিটার) ।
৭ সায়ী-তে মোট ৩.১৫ কি.মি.

চুল কাটা

৭ম সায়ী মারওয়াতে শেষ করে ঐ গেইট দিয়ে বের হলেই দেখা যাবে অনেক চুল কাটার সেলুন। সেখানে গিয়ে চুল ছেঁটে উমরাহর দ্বিতীয় ওয়াজিব সম্পন্ন করা হলো। প্রয়োজনে নিজের সাথে আনা কেচি বা রেজার দিয়েও এক ভাই অন্য ভাইয়ের চুল কাটা যেতে পারে। মহিলারা বাইরে লোকজনের সামনে চুল কাটবেন না, এপার্টমেন্টে বা হোটেলে গিয়ে চুলের আগা থেকে আধা ইঞ্চি পরিমাণ কাটবেন। একজন মহিলা অন্য আরেক জনের চুল কেটে দিতে পারবেন অথবা নিজের চুল নিজেও কাটা যেতে পারে। অথবা বাবা, ভাই, স্বামীও মহিলাদের চুল কেটে দিতে পারেন।

পুরুষদের উমরাহর পর মাথার চুল ছোট করে কাটা উচিত এবং হাজ্জের পর মাথার চুল একবারে ন্যাড়া করে ফেলা উত্তম। কারণ উমরাহর পর মাথা ন্যাড়া করে ফেললে হাজ্জের সময় আর মাথায় চুল থাকে না কাটার জন্যে। মাথা ন্যাড়াকারীদের জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার দু'আ করেছেন এবং চুল ছোট করে কাটার জন্য একবার দু'আ করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

ইহরামমুক্ত হওয়া

এখন পুরুষরা ইহরামের সাদা পোশাক খুলে গোসল সেরে স্বাভাবিক পোশাকে চলাফেরা করতে পারবেন। ইহরামমুক্ত অবসর সময়ে আমি মসজিদুল হারামে জামাতে সলাত আদায়, নফল সলাত, অর্থ বুঝে কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিতে সময় অতিক্রম করবো। সর্বোপরি যত বেশি সম্ভব নফল তাওয়াফ করবো।

অবসর সময়ে নফল তাওয়াফ

নফল তাওয়াফ আমি সাধারণ পোশাক পরেই করবো। প্রত্যেক তাওয়াফের পর (সাত চক্করে এক তাওয়াফ) মাকামে ইব্রাহিমের পেছনে দুই রাক'আত ওয়াজিব সলাত পড়বো। নফল তাওয়াফে ইযতিবা ও রমল নেই এবং তাওয়াফের পর সায়ীও নেই। উল্লেখ্য, এ সময় স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক। কারণ সামনে হাজ্জের দিনগুলোতে কঠিন পরিশ্রমের কাজ রয়েছে।
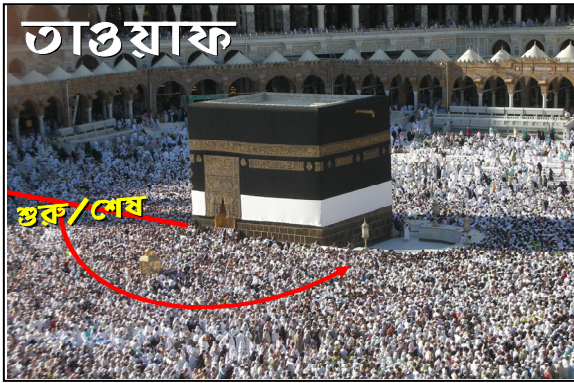
মহিলাদের বিষয়

মহিলাদের ইহরামের পোশাক

ইহরামের জন্য মহিলাদের বিশেষ কোন পোশাক নেই। এমন পোশাক পড়বেন যেন সূরা আল আহযাব এবং সূরা আন নূরে বর্ণিত আল্লাহর নির্দেশ মতো পর্দা পালন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বোরকা হচ্ছে মহিলাদের জন্য উত্তম পোশাক তবে লাল, হলুদ, কমলা এই জাতীয় রং যা সহজেই চোখে পরে তা ব্যবহার না করাই ভালো। ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের মুখ খোলা রাখতে হয়, তবে যারা নিকাব করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন নিকাবের কাপড় মুখে স্পর্শ না করে। মহিলারা যে কোন ধরণের জুতা-মোজা পড়বেন যেন পা দেখা না যায়।

মহিলাদের তাওয়াফ ও সায়ী

মহিলাদের তাওয়াফ ও সায়ীর সময় রমল এবং ইযতিবা নেই। তারা সাধারণ গতিতেই তাওয়াফ ও সায়ী করবেন। সাধারণত কয়েকজন মহিলা একসাথে এক রুমে থাকেন। মক্কায় অবসর সময়ে মাহরম ছাড়া কয়েকজন মহিলা একসাথে বা একা নফল তাওয়াফ করতে পারেন এবং জাম'আতে সলাত আদায়ও করতে যেতে পারেন। তবে মাহরম নিয়ে যাওয়াই উত্তম।

তাওয়াফের সময় মহিলাদের সতর্কতা

মহিলাদের তাওয়াফ করার সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কাউকে ধাক্কা দেয়া যাবে না এবং অন্যের ধাক্কা থেকেও নিজেকে যতটুকু সম্ভব বাঁচিয়ে চলতে হবে। এ বিষয়ে মহিলাদের আরো বেশী সতর্ক থাকতে হবে, কারণ পর্দা রক্ষা করা ফরয। এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে তাওয়াফের সময় একটু আধটু ধাক্কা লাগলে তেমন কিছু হবে না। মহিলাদের অবশ্যই পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে, পরপুরুষ যেন আমাকে স্পর্শ না করেন এবং আমিও যেন স্পর্শ না করি, কারণ পরপুরুষের স্পর্শ হারাম। প্রয়োজনে ভিড় এড়িয়ে একটু দূর দিয়ে তাওয়াফ করতে হবে। ভিড় এড়ানোর জন্য দুইতলা বা ছাদ দিয়েও তাওয়াফ করা যেতে পারে, এতে সময় একটু বেশী লাগবে। অনেকে নিজ স্ত্রীকে রক্ষা করতে গিয়ে অন্যের স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে তাওয়াফ করেন। এই ধরণের কাজ নিষিদ্ধ। আমি যেন আমার স্বামীকে এ বিষয়ে সাবধান করে দেই।

মহিলাদের চুল কাটার নিয়ম

ইহরাম থেকে বের হওয়ার জন্য মহিলারা চুলের বেনী করে এক আংঙুল পরিমাণ চুল কাটবেন। মহিলাদের মাথা ন্যাড়া করা বৈধ নয়। এই চুল মহিলারা একে অপরেরটা কেটে দিতে পারবেন অথবা স্বামী, ছেলে, ভাই বা পিতাও কেটে দিতে পারবেন।

মহিলাদের পর্দা

পর্দার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহিলাদেরকে পুরুষের অনভিপ্রেত আকর্ষণ হতে নিরাপদ দূরত্বে রাখা। মহিলাদের চেহারার সৌন্দর্য্য ও ভাবভঙ্গির মতো তাদের কণ্ঠস্বরও পুরুষদেরকে আকর্ষণ করতে পারে। তাই কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলতে বাধ্য হলে মহিলাদেরকে অনাকর্ষণীয় স্বরে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন কন্ঠস্বর শুনে কোনো পুরুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে না পারে। একজন পুরুষের জন্য কোনো পরনারীকে আগ্রহ ভরে দেখা যেমন পাপ, তেমনি একজন নারীরও আগ্রহ ভরে পরপুরুষকে দেখা পাপ। তাই পর্দার মধ্যে থেকেও পরপুরুষকে আগ্রহ ভরে দেখলে পর্দাহীনতার গুনাহ হয়ে যাবে। আর একজন নারী কোনভাবেই তার রূপ-সৌন্দর্য্য স্বামী ছাড়া অন্যের নিকট প্রকাশ করতে পারবেন না।

পর্দার শর্তসমূহ

১) মুখমন্ডল ও হাতের আংগুল ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা।
২) কোন সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হবে না।
৩) পরিহিত কাপড় পুরু হতে হবে; স্বচ্ছ, পাতলা হবে না।
৪) প্রশস্ত ঢিলা-ঢালা হতে হবে, সংকীর্ণ বা টাইট হওয়া যাবে না।
৫) সুঘ্রাণ বা সুগন্ধি যুক্ত হবে না।
৬) পুরুষের পোশাকের মতো হবে না।
৭) দৃষ্টি আকর্ষণকারী অতি ঝলমলে কোন পোশাক হবে না।

পর্দার সতর্কতা

মনে রাখতে হবে মহিলাদের প্রতিটি পদক্ষেপে পর্দার বিষয় রয়েছে। আমি (পুরুষ ও মহিলা) মিলে একটি টিমের সাথে হাজ্জে যাচ্ছি। এক সাথে দীর্ঘ ভ্রমণ, কোথাও ট্রান্‌জিট, কোথাও কোথাও একসাথে লাঞ্চ-ডিনার ইত্যাদি। তাই খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে! কোনভাবেই যেন ফ্রী-মিক্সিং হয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। স্বামী বা অন্য মাহরাম আত্মীয় ছাড়া যেসকল পরপুরুষ দলে থাকবেন তাদের সাথে সকল অবস্থায় পর্দা করতে

হবে। তাই সবসময় সকলের সাথেই একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। অকারণে গল্পগুজব করা যাবে না।

মাহরম কারা ঃ রক্ত সম্পর্কীত অর্থাৎ যাদের সাথে বিয়ে হারাম। যেমন ঃ স্বামী, বাবা, ভাই, দুধ ভাই, পুত্র, দাদা, নানা, নাতী, মামা, চাচা, বোনের ছেলে, ভাইয়ের ছেলে, শ্বশুর, জামাই, সৎ বাবা, সৎ ছেলে।

মহিলাদের বিষয়ে রসূল (সা.) বলেছেন

"আর মেয়েরা যদি উমরাহর ইহরামের পর ঋতুবতী হয়ে যায় অথবা সন্তান প্রসব করে তা হলে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবে না এবং সাফা-মারওয়াহ সায়ীও করবে না যে পর্যন্ত ঋতু বা সন্তান প্রসবের পর রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয়। যখন পবিত্রতা হাসিল হবে তখন তাওয়াফ করবে ও সায়ী করবে এবং মাথার চুল ছোট করবে। এভাবে তার উমরাহ পূর্ণ হবে। আর যে মহিলার ৮ই যিলহাজ্জ পর্যন্ত ঋতু হতে থাকে বা সন্তান প্রসবের পর রক্তক্ষরণ হতে পাক না হয়, তবে ৮ই যিলহাজ্জ তিনি যেখানে যে অবস্থায় ছিলেন সেখানেই হাজ্জের ইহরাম বাঁধবেন এবং অন্যান্য হাজীদের সাথে মীনায় চলে যাবেন। ইহরাম না ছেড়ে একসাথে হাজ্জ উমরাহ পালনকারী অর্থাৎ কিরান হাজ্জকারীর মত ঐ মহিলাও অনুরূপ হাজ্জের নিয়মাবলী পালন করবেন। আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফা ও মীনায় রাত্রি যাপন, কুরবানী করা, মাথার চুল ছোট করা ইত্যাদি সকল কাজই তিনি করবেন। তারপর যখন পবিত্র হবেন, তখন আল্লাহর ঘর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়াহ-এর সায়ী কাজ একই দফায় সম্পাদন করবেন। অর্থাৎ পূর্বে করা উমরাহ ও পরের হাজ্জ উভয় ইবাদতের জন্য একবার তাওয়াফ ও একবার সায়ী যথেষ্ট হবে। এ তাওয়াফ ও সায়ী আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা-এর হাদীস মুতাবিক পালন করা হবে। তিনি উমরাহর ইহরাম বাঁধার পর ঋতুবতী হয়ে পড়েন, ফলে তাঁকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হাজী হাজ্জের জন্য যে নিয়ম পালন করে থাকে তুমিও তাই কর, কেবল আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবে না পাক না হওয়া পর্যন্ত।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

হায়িয বা প্রসব পরবর্তী নিফাসের সময় হাজ্জের সকল কাজ সম্পন্ন করার পর ১০ই যিলহাজ্জ পাথর মেরে, কুরবানী করে ও চুল কেটে মহিলারা কিছু কাজ

যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ ছিলো তা করার সুযোগ পাবেন। তবে স্বামী সহবাস বৈধ হবে তখনই যখন তিনি হায়িয-নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে হাজ্জের বাকি থাকা সকল রুকন পূর্ণ করবেন অর্থাৎ হাজ্জের তাওয়াফ (তাওয়াফ ইফাযা) ও সায়ী সম্পন্ন করবেন।

উপরের হাদীসের সরমর্ম

ইহরামের পর মেয়েরা যদি ঋতুবতী হয়ে যায় তাহলে-

- তাওয়াফ করা যাবে না।
- সাফা-মারওয়াহ সায়ীও করা যাবে না ।
- মীনা, আরাফা, এবং মুযদালিফায় অবস্থান করতে হবে।
- জামারায় পাথর নিক্ষেপ করতে যেতে হবে।
- বিদায়ী তাওয়াফ না করে মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়া যাবে।

মক্কায় থাকা অবস্থায় হায়িয-নিফাস থেকে পবিত্র হয়ে গেলে-

- তাওয়াফ (তাওয়াফ ইফাযা) করতে হবে।
- সাফা-মারওয়াহ সায়ী করতে হবে।
- পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় শুরু করতে হবে।

দুর্বল নারী ও শিশু

নারীদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের এবং শিশুদের মুযদালিফা থেকে অর্ধ রাত্রির পর মীনায় পাঠিয়ে দেয়াই শ্রেয়। অনুরূপ নির্দেশ অন্যান্য অক্ষমদের বেলায়ও। প্রমাণ হচ্ছে আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এবং উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীস।

অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের পক্ষে তাদের অভিভাবকদের জন্য জামারায় পাথর নিক্ষেপ জায়েয হবে। একইভাবে দুর্বল নারী এবং বৃদ্ধদের পক্ষেও অন্য কেউ পাথর মেরে দিতে পারবেন। তবে যিনি পাথর মারবেন তিনি আগে নিজের পাথর মেরে নিবেন। শুধু পাথর মারা ছাড়া হাজ্জের অন্য কোন কাজ অন্যকে (প্রতিনিধি) দিয়ে করানো যাবে না, সব নিজেকেই করতে হবে।

নাবালেগ ছেলে-মেয়েদের হাজ্জ

সহীহ মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে নাবালেগ ছেলে-মেয়েরা হাজ্জ সম্পাদন করলে, সে হাজ্জ হবে এবং এর সওয়াব তার অভিভাবক পাবেন। তবে এই বয়সে তার জন্য হাজ্জ ফরয নয়। তারা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত (সাবালক) এবং আর্থিকভাবে সামর্থ্যের অধিকারী হবে তখন তার হাজ্জ আবার করতে হবে।

ছেলে-মেয়েরা যদি ভাল-মন্দ ও পবিত্র-অপবিত্র সম্পর্কে জ্ঞান না রাখে তাহলে অভিভাবক তাদের পক্ষে নিয়্যত করবেন। তাদের ইহরামের কাপড় পরাবেন। তাদের পক্ষে তালবিয়া পাঠ করবেন। এইভাবে ছেলে-মেয়েরা মুহরিম বলে গণ্য হবে। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক মুহরিমের জন্য যা নিষিদ্ধ তাদের জন্যও তা নিষিদ্ধ।

তাওয়াফের সময় তাদের কাপড় এবং দেহ পাক-সাফ রাখতে হবে। কেননা তাওয়াফ সলাতেরই অনুরূপ। সলাতের জন্য শরীর ও কাপড় পাক-সাফ হওয়া যেমন শর্ত, তাওয়াফের জন্যও তাই।

আর ছেলে-মেয়েরা যদি ভাল-মন্দ ও পবিত্র-অপবিত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, তবে তারা অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে ইহরাম বাঁধবে। এবং ইহরামের অবস্থায় ঐ নিয়মগুলি পালন করবে যা বয়স্করা করেন।

তারা মীনা, আরাফায়, মুযদালিফায় অভিভাবকের সাথেই অবস্থান করবে। জামারায় নিজে পাথর মারতে না পারলে অভিভাবক মেরে দিবেন। তাওয়াফ ও সায়ী করতে না পারলে অভিভাবক তাদের কোলে নিয়ে তা করবেন। তবে তাওয়াফ ও সায়ী-এর ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে ছেলে-মেয়েদেরটা আগে আলাদাভাবে করা এবং পরে নিজেরটা করা।

ইহরাম অবস্থায় যে সকল কাজ হারাম বা নিষিদ্ধ

১. যৌন সংগম এবং প্রাসংগিক কার্যক্রম (ঐ বিষয়ে কোন আলোচনাও করা যাবে না)।
২. আল্লাহর কোন নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা। (কোন ধরনের পাপ কাজ করা)।
৩. ঝগড়া, লড়াই ও মারামারি করা।
৪. কথায় ও কাজে কাউকে কষ্ট দেয়া।
৫. সেলাই করা বা গোটা শরীর ঢেকে ফেলে এমন কাপড় পরা (পুরুষদের জন্যে)।
৬. হাত মোজা পরা।
৭. এমন পোশাক পরা যাতে কোন সুগন্ধিযুক্ত রং লাগানো হয়েছে।
৮. সুগন্ধি ব্যবহার করা। তৈল ব্যবহার করা।
৯. মেহেদী এবং খেজাব লাগানো।
১০. ফুল বা ঐ জাতীয় কোন কিছুর ঘ্রাণ নেয়া।
১১. চুল, দাড়ি-গোঁফ ও শরীরের কোন লোম কাটা বা ছেড়া যাবে না। (তবে অনিচ্ছাকৃত কোন লোম পড়ে গেলে কাফ্ফারা দিতে হবে না)
১২. হাতে-পায়ের নখ কাটা।
১৩. মহিলাদের মুখমন্ডল আবৃত্ত করা।
১৪. পুরুষদের মাথা ঢেকে রাখা (যেমন ঃ টুপি, পাগড়ী, স্কার্ফ)।
১৫. মহিলাদের মাথায় অবশ্যই কাপড় থাকতে হবে তবে মুখমন্ডল যেন স্পর্শ না করে।
১৬. আন্ডারওয়্যার পরা (পুরুষদের জন্য)।
১৭. টাইট পোশাক পরা (মহিলা-পুরুষ উভয়ের জন্য)।
১৮. বিয়ের প্রস্তাব দেয়া বা বিয়ে করা।
১৯. শিকার করা বা শিকারের পেছনে ধাওয়া করা।
২০. এমন পশু শিকারে সাহায্য করা যার গোশত হালাল।
২১. শিকার তাড়া করা, হত্যা করা, কিংবা ক্রয়-বিক্রয় করা।
২২. বন্য শিকারের গোশত খাওয়া।
২৩. শিকারযোগ্য বন্য প্রাণীর ডিম ভাংগা, দুধ দোহন করা, দুধ ক্রয়-বিক্রয় করা।

বিশেষ নোট

- ইহরাম অবস্থায় নারী পুরুষ সকলের জন্যেই চুল আঁচড়ানো নিষেধ। কারণ চুল ছিঁড়ে যেতে পারে আর চুল ছিঁড়ে গেলে ফিদইয়া দেয়া ওয়াজিব।
- মাথায় তেল দেয়া নিষেধ কারণ এতেও চুল ছিঁড়ে যাবার আশংকা থাকে।
- আগেই গোঁফ, নখ, নাভির নীচের লোম এবং বগলের লোম ইত্যাদি পরিষ্কার করে নেয়া উচিত যাতে ইহরাম অবস্থায় করতে না হয়। এই কাজগুলো একবার করলে ৪০ দিনের মধ্যে আর করতে হবে না।
- ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ। তাই গোসলের জন্য এবং টয়লেট সারার পর সুগন্ধিমুক্ত সাবান ব্যবহার করা উচিত।
- দাত ব্রাসের সময়ও সুগন্ধিমুক্ত টুথপেষ্ট ব্যবহার করা উচিত, যেমন ঃ Sensodyne কোম্পানীর টুথপেষ্ট। এছাড়া মিসওয়াক ব্যবহার করা সুন্নাহ।

ছবিতে তাওয়াফের মাতাফের উপর দিয়ে যে গোল ফ্লাইওভার দেখা যাচ্ছে তা ২০১৩ সালে নতুন তৈরী করা হয়েছে উপর দিয়ে তাওয়াফ করার সুবিধার্থে। এটি মাসজিদে হারামের ছাদ থেকে চারদিক দিয়ে সংযুক্ত। এছাড়া মাসজিদে হারামের একতলা, দুইতলা এবং ছাদ দিয়েও তাওয়াফ করা যায়।

৩য় অধ্যায়
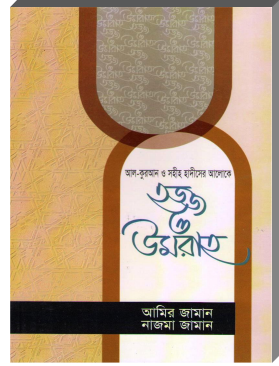
হাজ্জের নিয়ম-কানুন

হাজ্জের নিয়ম

প্রথমেই মনে রাখতে হবে ৯টি কাজ সম্পাদনের নাম হাজ্জ, যা আমি পাঁচ দিনে চার জায়গায় করবো। ফরয ও ওয়াজিব সবগুলোই কাজই করতে হবে। কোনটাই বাদ দেয়া যাবে না।

ফরয	ওয়াজিব
(১) ইহরাম বাঁধা।	(১) মুযদালিফায় অবস্থান।
(২) আরাফায় অবস্থান (সীমানার ভেতরে)।	(২) জামারায় পাথর নিক্ষেপ।
(৩) তাওয়াফে যিয়ারত।	(৩) কুরবানী করা।
	(৪) মাথা কামানো বা চুল ছাঁটা।
	(৫) সাফা-মারওয়ায় সায়ী করা।
	(৬) বিদায়ী তাওয়াফ করা (তাওয়াফ আল বিদা)।

হাজ্জের সময়সীমা হলো ৮ই যিলহাজ্জ থেকে ১২ই যিলহাজ্জ পর্যন্ত। তামাত্তু হাজ্জকারীরা মক্কায় বসে ইহরাম বাঁধলেই হাজ্জের প্রথম ফরযটি আদায় হয়ে যাবে। আমাদের হাজ্জ এজেন্সি বা প্রতিনিধি ৭ই যিলহাজ্জ রাতে আমাদেরকে মীনায় নির্দিষ্ট তাঁবুতে নিয়ে যাবেন। মনে রাখতে হবে, তাঁবুতে আমার শোয়ার

জন্য দেড় থেকে দুই হাত জায়গা বরাদ্দ থাকবে। এখানে বলে রাখা ভালো, মীনায় অবস্থানকালে চার-পাঁচ দিনের জন্য শুকনো কিছু খাবার সাথে নিয়ে যাওয়া ভাল। মীনায় কোনো খাবার হোটেল নেই। কিছু পরিমাণ ফল কেনা যেতে পারে। তবে তিন বেলা খাবার সরবরাহ করার দায়িত্ব হাজ্জ এজেন্সির। এছাড়া সৌদি সরকার তিন বেলাই প্যাকেট খাবার দিয়ে থাকে। যেমন সকালের প্যাকেটে থাকে ঃ বিস্কুট, জুস, মিল্ক, খেজুর, ব্রেড ইত্যাদি। দুপুর ও রাতের প্যাকেটে থাকে ঃ বিরিয়ানী, ফিস-রাইস ইত্যাদি। তিন বেলাই পানির বোতল ও ড্রিংস দেয়া হবে। মীনায় প্রচণ্ড ভিড় হয় তাই প্রস্রাব-পায়খানা এবং গোসলের জন্য লাইন দিয়ে যেতে হয়। বিশেষ করে সলাতের ওয়াক্তগুলোর আগে বেশী ভিড় হয়। তাই ওয়াক্ত শুরু হওয়ার অনেক আগেই কাজ সেরে নেয়া ভাল।

আমরা যদি ৭ই যিলহাজ্জের শেষ রাতে মীনায় পৌঁছাই, ৮ই যিলহাজ্জ থেকে শুরু হবে প্রকৃত হাজ্জ। মীনা, আরাফা ও মুযদালিফায় ক্বসর সলাত পড়তে হবে। মীনায় অবস্থানকালে তালবিয়া, কুরআন তিলাওয়াত, যিকর-আযকার ও অন্য ইবাদতে মশগুল থাকতে হবে।

জামারা অর্থাৎ পাথর মারার জায়গাটি মীনাতে অবস্থিত। আর মুযদালিফা, যেখানে আমরা আরাফা থেকে ফেরার পথে উন্মুক্ত প্রান্তরে এক রাত্রি যাপন করবো সেটার অবস্থান হলো মীনা ও আরাফাতের মাঝামাঝি একটি জায়গা। ম্যাপ দেখা যেতে পারে।

আরাফা মুযদালিফার অদূরে কাবা শরীফ থেকে প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই প্রান্তরে দ্বিপ্রহর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব সময় পর্যন্ত অবস্থান করা হাজ্জের দ্বিতীয় ফরয। (একে উকুফে আরাফাহ বলে)

কাবা, মীনা, আরাফা এবং মুযদালিফার মধ্যে দূরত্ব

১. কাবা এবং মীনার মধ্যে দূরত্ব ৮ কি.মি. (৪.৯ মাইল)
২. মীনা এবং আরাফার মধ্যে দূরত্ব ১৪ কি.মি. (৮.৬ মাইল)
৩. আরাফা এবং মুযদালিফার মধ্যে দূরত্ব ৯ কি.মি. (৫.৫ মাইল)
৪. একজন মানুষ গড়ে হাটতে পারে ঘন্টায় ৫ কি.মি. (৩.১ মাইল)

হাজ্জের মূল ৫ দিন

মুসলিমরা সাধারণত ২০ দিন, ২৫ দিন, ৩০ বা ৪০ দিনের প্যাকেজে হাজ্জে গিয়ে থাকেন কিন্তু হাজ্জ মূলতঃ ৫ দিন। যিলহাজ্জ মাসের ৮, ৯, ১০, ১১, ১২। নীচে এই ৫ দিনের কার্যক্রম ম্যাপসহ দেয়া হলো। আমাদের মনে রাখতে হবে মদীনা সফর হাজ্জের অংশ নয়।

Route map of the Hajj Pilgrimage

মক্কা/কাবা

মিনা

জামারা

মুজদালিফা

আরাফা

N

W E

S
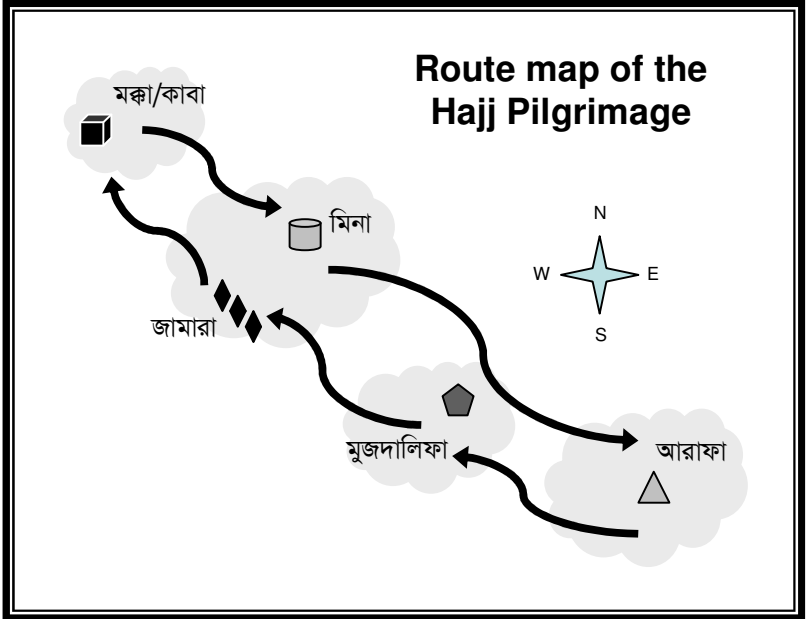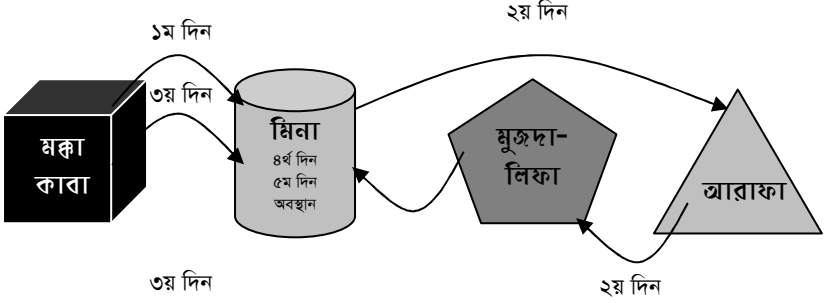
১ম দিন ঃ ৮ই যিলহাজ্জ

আজ হাজ্জের প্রথম দিন। আমরা মীনার তাঁবুতে অবস্থান করছি। আমরা ফযর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সলাত মীনায় ক্বসর হিসেবে আদায় করবো ওয়াক্তেরটা ওয়াক্তে। এখানে যোহর, আসর একত্রে বা মাগরিব, ইশা একত্রে জমা করে আদায় করা যাবে না, কারণ রসূল (সা.) করেননি।

মিনাতে স্থায়ী তাবুর দৃশ্য

মিনাতে তাবুর ভিতরের দৃশ্য

২য় দিন ঃ ৯ই যিলহাজ্জ

আরাফায় গমন ঃ আজ হাজ্জের দ্বিতীয় দিন। ফযরের সলাত মীনায় আদায় করে আরাফাতের ময়দানে রওনা হবো। সূর্য হেলার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করতে হবে। আরাফাতে মহিলাদের এবং পুরুষদের আলাদা আলাদা তাবুর ব্যবস্থা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। এখানে পর্দার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে এবং পুরুষ-মহিলা মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যদি মহিলা পুরুষ একই তাবুতে অবস্থান করতে হয় তাহলে পর্দা রক্ষার্থে চাদর দিয়ে পার্টিশন দিয়ে নেয়া যেতে পারে। এখানে সারাদিন তাবুতেই অবস্থান করতে হবে। যদি তাবুতে বসে আরাফাতের দিনের খুতবাহ শুনতে চাই তাহলে মক্কা বা মদীনায় থাকাকালিন সময়ে আগেই কম দামে একটি রেডিও ও ব্যাটারী কিনে রাখতে হবে এবং মীনায় আসার সময় সাথে নিয়ে আসতে হবে। গ্রুপের একজন/দুইজন কিনলেই হবে সবার কেনার প্রয়োজন নেই।

আরাফার দিনের দৃশ্য (পাহাড়ে উঠার কোন ফযীলত নেই)

আরাফায় সারাদিন কী করবো? যোহরের ওয়াক্তে ১ আযান ও ২ ইকামাতে ২ রাক'আত যোহর ও ২ রাক'আত আসরের সলাত আরাফায় জামাতে ক্বসর হিসেবে আদায় করতে হবে। মহিলারাও জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন তাবে শেষের কাতারে দাঁড়াতে হবে। ওয়াক্তের সলাত ছাড়া

আরাফায় আর কোন নফল বা সুন্নাহ সলাত নেই, কোন নফল বা সুন্নাহ সলাত আদায় করলে তা হবে বিদ'আত। কারণ রসূল (সা.) এই দিনে কোন নফল বা সুন্নাহ সলাত আদায় করেননি। এখানে বসে শুধু দু'আ করতে হবে আর কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে, গুনাহ মাফের জন্য অনুশোচনা করতে হবে।

আরাফার তাবুর ভিতরের দৃশ্য (অস্থায়ী তাবু)

মুযদালিফায় গমন ঃ আরাফা থেকে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সলাত না পড়ে মুযদালিফার দিকে রওনা হতে হবে। মুযদালিফা উন্মুক্ত মাঠ এবং এখানেই এক রাত ঘুমাতে হয়। এখানেও অনেক সময় পুরুষ-মহিলা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। যদিও রাত কিন্তু ফ্লাড লাইটের মাধ্যমে এলাকাটি আলোকিত করে রাখা হয়েছে। মহিলা এবং পুরুষ উভয়েরই এখানে পর্দার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে এবং পর্দা ঠিক রাখার জন্য চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমানো যেতে পারে। স্বামীরা-তাদের স্ত্রীদের পাশেই ঘুমানো উচিত এবং সতর্ক থাকতে হবে যেন পরপুরুষ এসে নিজ স্ত্রীর পাশে বিছানা না পাতেন। ফযরের আগে দিয়ে এখানেও টয়লেটে প্রচন্ড ভির হয়, তাই ভির হওয়ার আগেই কাজ সেরে নেয়া উচিত।

মুযদালিফায় সারারাত কী করবো? মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশার সলাত ১ আযান ও ২ ইকামতে আদায় করতে হবে। এখানে ঘুম ছাড়া আর কোন ইবাদত নেই। কোন নফল ইবাদত করলে তা

হবে বিদ'আত, কারণ রসূল (সা.) এখানে কোন নফল ইবাদত করেননি। মুযদালিফা থেকে রাতে ছোট ছোট ৭০টি পাথর সংগ্রহ করতে হবে জামারায় নিক্ষেপের জন্যে। ফযরের সলাতও এখানে জামাতে আদায় করতে হবে।

মুযদালিফাতে পৌঁছার পর মাগরিব এবং ইশার সলাত জামাতের সাথে এক আযানে দুই ইকামাতে আদায় করতে হবে।

মুযদালিফাতে বিশ্রাম নেয়া এবং ঘুমানো হচ্ছে সুন্নাহ অর্থাৎ রসূল (সা.) এর নির্দেশ। কারণ পরের দিন রয়েছে অনেকগুলো কঠিন কাজ।

৩য় দিন ঃ ১০ই যিলহাজ্জ

আজ হাজ্জের তৃতীয় দিন এবং সবচেয়ে কঠিন ও পরিশ্রমের দিন। আজকে আমাদেরকে নিম্নের অনেকগুলো কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এই দিনের কাজগুলোর ধারাবাহিকতার যদি ব্যতিক্রম ঘটে অর্থাৎ আগের কাজটি পরে এবং পরের কাজটি আগে সম্পাদিত হয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই।

১. মুযদালিফা থেকে মীনায় ফিরে আসা।
২. বড় জামারায় পাথর নিক্ষেপ।
৩. কুরবানী করা।
৪. চুল কাটা।
৫. মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ ও সায়ী করা।
৬. মক্কা থেকে আবার মীনায় ফিরে আসা।

মুযদালিফা থেকে মীনায় ফিরে এসে ঃ ফযরের পর মুযদালিফা থেকে মীনায় পৌঁছানোর পর তালবীয়া পাঠ বন্ধ করে দিতে হবে। মীনায় ফিরে সূর্য হেলার আগে অর্থাৎ যোহর ওয়াক্তের আগে বড় জামারায় সাতটি পাথর মারতে হবে। কুরবানী হয়ে গেলে আমাদেরকে কাবা শরিফে গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত ও সাফা-মারওয়া সায়ী করে হাজ্জের তৃতীয় ও সর্বশেষ ফরয শেষ করতে হবে। সাফা-মারওয়া সায়ীর পর সুযোগমতো মাথার চুল কামিয়ে নিতে হবে। আজকে অবশ্যই মীনায় ফিরে রাত্রিযাপন করতে হবে। যদি আজকে তাওয়াফ ও সায়ী করতে না পারা যায় তা হলে পরের দিন করলেও চলবে কিন্তু আজকে করাটাই উত্তম।

কুরবানী ঃ আজ ১০ই যিলহাজ্জ কুরবানী দিতে হবে। আমাদের হাজ্জ এজেন্সি যদি কুরবানীর জন্য আগেই টাকা নিয়ে থাকেন তাহলে তো দায়িত্ব তাদের, তারাই সময় মতো কুরবানী করবেন। এছাড়া আমি নিজেও মক্কার যে কোন ব্যাংকে গিয়ে কুরবানীর জন্য টাকা জমা দিলেই কুরবানীর দিন সময় মতো আমার কুরবানী হয়ে যাবে। পশু পছন্দ করে আমি নিজ হাতেও কুরবানী করতে পারি। কুরবানীর স্থান (slaughterhouse) মীনার সীমানার মধ্যে হলেও প্রচন্ড রোদের মধ্যে সেখানে হেঁটে যেতে হবে। তবে এই কঠিন দায়িত্ব না নেয়াই ভাল। ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে আমি অতিরিক্ত নফল কুরবানীও

দিতে পারি এবং এটা সুন্নাহ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হাজ্জে ৭০টি উট কুরবানী দিয়েছিলেন। তবে কুরবানী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে দেয়া যাবে না, কারণ এটা বিদ'আত।

পাথরের সাইজ

পাথরের হিসাব

১০ই যিলহাজ্জ	=	বড় জামারা	ঃ	১x৭	= ৭
১১ই যিলহাজ্জ	=	ছোট+মধ্যম+বড় জামারা	ঃ	৩x৭	= ২১
১২ই যিলহাজ্জ	=	ছোট+মধ্যম+বড় জামারা	ঃ	৩x৭	= ২১
১৩ই যিলহাজ্জ	=	ছোট+মধ্যম+বড় জামারা	ঃ	৩x৭	= ২১
				মোট	= ৭০

পাথর নিক্ষেপ ঃ অনেকের মনে ভুল ধারণা আছে যে পাথর শুধু মুযদালিফা থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। আসলে এটা ঠিক নয়। পাথর মীনা থেকেও সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে জামারায় নিক্ষেপিত পাথর নেয়া যাবে না। জামারায় পাথর মারতে যাওয়ার সময় নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে টিম লিডার করে ৮/৯ নয়জনের গ্রুপ ধরে এক সাথে যাওয়া উচিত, এতে হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। হেটে যাওয়ার সময় সকলেই ছাতা ব্যবহার করতে হবে। ছাতায় মার্কার দিয়ে চিহ্ন দিয়ে দেয়া যেতে পারে, এতে কেউ আগপিছ হয়ে গেলে ছাতা দেখে চেনা যাবে।

৪র্থ দিন ঃ ১১ই যিলহাজ্জ

আজ হাজ্জের চতুর্থ দিন। আমরা মীনার তাঁবুতে অবস্থান করছি। সূর্য হেলার পর (যোহর ওয়াক্তের পর) আমরা জামারায় পাথর মারতে যাবো। আজকে তিনটি জামারায় সাতটি করে মোট ২১টি পাথর মারতে হবে। প্রথমে ছোট জামারা, তারপর মধ্যম জামারা ও সর্বশেষ বড় জামারায় সাতটি করে পাথর মারতে হবে। সূর্য ডোবার আগেই পাথর মারা শেষ করে মীনায় ফিরে এসে রাত যাপন করতে হবে।

জামারাতের বাইরের দৃশ্য

মিনায় তাবুর মধ্যেও বিভিন্ন রকম কোয়ালিটি রয়েছে। যারা উন্নত দেশে থেকে হাজ্জ করতে যায় তাদের জন্য তাবুর ভেতর উন্নত ব্যবস্থা আর যারা গরীব দেশ থেকে যায় তাদের জন্য নিম্নমানের ব্যবস্থা।

৫ম দিন ঃ ১২ই যিলহাজ্জ

আজ হাজ্জের পঞ্চম দিন। আজ মীনায় সর্বশেষ অবস্থান। আজকের কাজের মধ্যে হলো সূর্য হেলার পর (যোহর ওয়াক্তের পর) তিনটি জামারায় সাতটি করে মোট ২১টি পাথর নিক্ষেপ করে সূর্যাস্তের আগে মীনা ত্যাগ করে মক্কা শরীফে রওনা হওয়া।

জামারাতে পাথর নিক্ষেপের দৃশ্য

১ম জামারায় পাথর নিক্ষেপ করার পর খানিকটা পিছনে হটে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা সুন্নাহ। একইভাবে ২য় জামারায় পাথর নিক্ষেপ করে দু'আ করা। এবার ৩য় জামারায় পাথর নিক্ষেপের পর দু'আ না করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসেন। তাই উত্তম হবে শেষ জামারায় দু'আ না করা। (সহীহ বুখারী)

৬ষ্ঠ দিন ঃ ১৩ই যিলহাজ্জ

যদি ১২ই যিলহাজ্জ (৫ম দিন) সূর্যাস্তের আগে মীনা ত্যাগ করতে না পারা যায় তাহলে ঐ রাত্রি মীনায় থাকতে হবে এবং ১৩ই যিলহাজ্জে ১২ই যিলহাজ্জের মতো আবার পাথর মারতে হবে। অর্থাৎ সূর্য হেলার পর (যোহর ওয়াক্তের পর) তিনটি জামারায় সাতটি করে মোট ২১টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে।

জামারায় যাওয়ার টানেল

১১, ১২ ও ১৩ তারিখের এ দিনগুলোতে বিশেষ করে ফরয সলাতসমূহের পর তাকবীরের কালিমাগুলো পড়া।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আর যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। (সহীহ বুখারী)

বিদায়ী তাওয়াফ (তাওয়াফ আল বিদা)

যেদিন দেশে ফিরবো বা মদিনায় চলে যাবো সেদিন আমাকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। বিদায়ী তাওয়াফ সাধারণ পোশাক পরেই করতে হয়। এতে ইযতিবা, রমল এবং সায়ী নেই। তবে মাকামে ইব্রাহিমের পিছনে দু'রাক'আত সলাত এবং যমযমের পানি পান করতে হবে।

বিদায়ী তাওয়াফ বেশী আগে করা যাবে না, আবার শেষ মুহূর্তের জন্যও রেখে দেয়া যাবে না। যেমন আমার বাস ছাড়বে যখন তার এক বা দুই ঘণ্টা আগে বিদায়ী তাওয়াফ করতে গিয়ে ঝুকি নেয়া ঠিক না। তাই বাস ছাড়ার পাঁচ/ছয় ঘণ্টা আগেই বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করে শান্তি মতো হোটেলে বা বাসায় বসে বিশ্রাম নেয়া এবং বই পত্র পড়া।

ফেরার দিন ঃ যেদিন দেশে ফিরবো সেদিনটিও খুবই কষ্টের। কারণ প্লেন ছাড়ার ১০/১২ ঘণ্টা আগে আমাদের মুয়াল্লেম আমাদেরকে জিদ্দা এয়ারপোর্টে বা মদীনা এয়ারপোর্টে নিয়ে বসিয়ে রাখবেন। এর কারণ হচ্ছে রাস্তায় চেক পোষ্টে দেরী হতে পারে অথবা অন্য কোন সমস্যা হতে পারে তাই তারা কোন প্রকার ঝুঁকি নেন না। এই দিন আমার পাসপোর্ট বুঝে নেয়া।

মদীনা এয়ারপোর্ট থেকে প্রতি সপ্তাহে ঢাকায় একটি ফ্লাইট রয়েছে। আমার হাজ্জ প্যাকেজ যদি আগে মক্কা এবং শেষে মদীনা হয় তাহলে আমি মদীনা থেকেও ঢাকায় ফিরতে পারি, মদীনা থেকে আবার জিদ্দা আসার প্রয়োজন

নেই। এতে অনেক কস্ট কমে যাবে। তাই টিকেট কাটার সময় এভাবে কাটতে হবে।

এয়ারপোর্টে আমাদের করণীয়

- দেশে নেয়ার জন্য জমজমের পানির গ্যালন এয়ারপোর্টে ওয়াটারপ্রুফ র‌্যাপিং করে নেয়া, এজন্য সামান্য ফী লাগবে।
- ধীরেসুস্থে লাইনে দাড়িয়ে বডিং পাস বুঝে নেয়া। যদি রাস্তায় ট্রান্‌জিট থাকে তাহলে সেই বডিং পাসের বিষয়েও পরিষ্কার হয়ে নেয়া।
- চেকিং লাগেজগুলো বেল্টে দেয়ার আগে কনফার্ম হওয়া যে এগুলো ফাইনাল ডেস্টিনেশন পর্যন্ত যাবে, ট্রান্‌জিট পর্যন্ত নয়।
- হ্যান্ড লাগেজে দুই একটা বই রাখা যাতে এয়ারপোর্টে এবং প্লেনে বসে পড়াশোনা করে সময় কাটাতে পারি।
- এয়ারপোর্টে কয়েকটা ফাস্ট ফুডের দোকান আছে কিন্তু দাম খুবই বেশী। তাই সম্ভব হলে মক্কা থেকে কিছু খাবার সাথে নিয়ে আসা।
- এয়ারপোর্টের পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখা।
- অন্যের সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখা।
- এয়ারপোর্টে ধৈর্য ধরে বসে থাকা।

যাতায়াতের ব্যবস্থা (সাধারণ বাস, ভিআইপি বাস, কার, ট্রেন)

হাজ্জের জন্য কিছু জরুরী দু'আ

দু'আ পাঠ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা

দু'আ-দরূদের ব্যাপারে আমাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। বাজারে দু'আ-দরূদের প্রচুর বই পাওয়া যায় যার মধ্যে অনেক কিছুই আছে যা সঠিক বা authentic নয় অর্থাৎ যার কোন কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিল নেই। মনে রাখা দরকার, যা কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই তা আমল করা যাবে না। কেউ আমাকে কোন দু'আ-দরূদ দিলে তা অবশ্যই কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে যাচাই করে নিতে হবে, তার সম্পর্কে যত বড় ফযীলতই বর্ণনা করা হোক না কেন। নীচে কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী কিছু দু'আ দেয়া হলো যা আমরা আমল করতে পারি। নিম্নের এই দু'আগুলো সৌদিআরবের জ্ঞান গবেষণা, ফাতওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল এবং কাবা ঘরের ইমাম শায়খ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) দ্বারা প্রণীত। সম্পাদনা ও প্রকাশনায় ঃ আল্-সুলাই ইসলামি দা'ওয়া সেন্টার, সাউদী আরব।

উমরাহর নিয়্যত

আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি উমরাহর জন্য তোমার দরবারে হাযির হয়েছি।

হাজ্জের নিয়্যত

اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا

আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি হাজ্জের জন্য তোমার দরবারে হাযির হয়েছি।

কিন্তু যারা পথিমধ্যে অসুখের বা অন্য কোন কারণে হাজ্জ আদায় করতে পারবো না বলে আশংকা করবো, তারা *"লাব্বাইকা উমরাতান"* অথবা *"লাব্বাইকা হাজ্জান"* বলার পর নিম্নোক্ত শর্তাধীন দু'আ পড়তে হবে -

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَا حَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ.

'ফাইন হাবাসানী হা-সিবনু, ফামা-হাল্লী হায়ছু হাসাবতানী'।

অর্থ ঃ যদি (আমার হাজ্জ বা উমরাহ পালনে) কোন কিছু বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে যেখানে তুমি আমাকে বাঁধা দেবে (হে আল্লাহ), সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান।

যারা কারো পক্ষ হতে বদলী হাজ্জ করবো, তারা পুরুষ হলে নিয়্যতে বলতে হবে, *'লাব্বায়িক আন ফুলান'* আর মহিলা হলে বলতে হবে, *'লাব্বায়িক আন ফুলা-নাহ'*।

لَبَّيْكَ عَنْ فُلاَنٍ – لَبَّيْكَ عَنْ فُلاَنَه

অর্থ ঃ অমুকের পক্ষ হ'তে আমি হাযির।

তালবিয়াহ বা লাব্বাইকা দু'আ

لَبَّيْكَ أَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ

لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ

লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক,
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক,
ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়ালমুলক
লা-শারীকা লাক।

অর্থ ঃ আমি আপনার দরবারে হাযির হয়েছি, হে আল্লাহ! আমি হাযির হয়েছি। আমি আপনার দরবারে হাযির হয়েছি। আপনার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা এবং অনুগ্রহ আপনারই জন্য, রাজত্ব আপনারই, আপনার শরীক কেউই নেই। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

তাওয়াফ শুরুর দু'আ

হাজরে আসওয়াদে চুম্বন বা ইশারার সময় দু'আ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ করলাম, আর আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাওয়াফের দু'আ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ব্যতীত কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই। (ইবনে মাজাহ)

তারপর সুন্নাহ মুতাবিক দু'আ ইচ্ছেমত নিজের ভাষায় করতে পারবো। এছাড়া কুরআন তিলাওয়াতও করতে পারবো।

রুকনে ইয়ামানীর বিশেষ দু'আ

রুকনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদের দিকে যেতে যেতে অনবরত নিম্নের দু'আটি পড়তে হয়।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

রব্বানা আ-তিনা ফিদ্‌দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরতি হাসানতাওঁ ওয়াক্বিনা-'আযা-বান্না-র।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালের মঙ্গল ও পরকালের কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন। (সূরা আল বাকারা ঃ ২০১)

তাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইব্রাহীম এর দিকে আসার সময় দু'আ

وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

ওয়াত্তাখিযু মিমমাক্ব-মি ইব্রা-হীমা মুসল্লা।

অর্থ ঃ এবং মাক্কামে ইব্রাহীমকে সলাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।

যমযমের পানি পান করার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা 'ইলমান নাফিয়ান ওয়া রিযক্বন ওয়াসি'আও ওয়াশিফা মিন্ কুল্লি দা'আ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান, গ্রহণযোগ্য আমল, সুপ্রশস্ত উপজীবিকা এবং যাবতীয় রোগ হতে মুক্তি কামনা করছি।

সাফা পাহাড়ের দিকে যাওয়ার সময় দু'আ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّٰهِ

ইন্নাস সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ-ইরিল্লা-হ।

অর্থ ঃ বস্তুতঃ সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৮)

সাফা পাহাড়ে চড়ে দু'আ

সাফা পাহাড়ে চড়ে কাবা শরীফকে সামনে রেখে প্রার্থনাকারীর ন্যায় দু'হাত উর্ধে তুলে তিনবার নিম্নোক্ত দু'আ করতে হবে।

اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা 'আব্‌দাহু ওয়া-হাযামাল আহ্‌যা-বা ওয়াহ্‌দাহু।

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনও শরীক নেই। তারই জন্য সমগ্র রাজত্ব এবং যাবতীয় প্রশংসা তারই প্রাপ্য, আর তিনি সমস্ত বস্তুর উপর শক্তিমান। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনও মাবুদ নেই, তিনি একক, তিনি তদীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। তাঁরই বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সমগ্র বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

আরাফাত-এ তাকবীর

৯ই যিলহাজ্জ তারিখে ফযরের সলাতের পর আরাফাতের দিকে রওয়ানা হতে হবে এবং উচু আওয়াজে লাব্বাইকা ধ্বনির সাথে সাথে নিম্নোক্ত তাকবীর পড়তে হবে।

اللهُ أَكبرُ اللهُ أَكبرُ اللهُ أَكبر , لا إله إلا الله والله أكبر الله

أكبر ولِلّٰهِ الحَمْد

لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ

هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লহিল হামদ্, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর।

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতীত কোনও মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোনও শরীক নেই। সমগ্র রাজত্ব তারই জন্য, যাবতীয় প্রশংসা তারই প্রাপ্য এবং তিনিই সকল বস্তুর উপর শক্তিমান। (জামে আত তিরমিযী)

আরাফাতের ময়দানে বিশেষ দু'আ

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর।

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনও মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোনও শরীক নেই। সমগ্র রাজত্ব তারই জন্য, যাবতীয় প্রশংসা তারই প্রাপ্য এবং তিনিই সকল বস্তুর উপর শক্তিমান। (জামে আত তিরমিযী)

আরাফা দিবসের আরো কিছু জরুরী দু'আ পড়া যেতে পারে

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট চারটি কালাম সর্বাধিক প্রিয় তা হচ্ছে সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ মহান এবং পবিত্র), আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই), আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)। খুব নম্রতার সাথে মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে হবে।

سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহা-নাল্লা-হিল 'আযীম।

অর্থ ঃ পাক-পবিত্র আল্লাহ, তাঁরই প্রশংসা বর্ণনা করছি, যিনি সর্বদোষমুক্ত মহান ও মহীয়ান। (সহীহ মুসলিম)

لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ ঃ কারও শক্তি নেই দুঃখ কষ্ট দূর করার আর কারও ক্ষমতা নেই সুখ শান্তি প্রদানের একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

রব্বানা আ-তিনা ফিদ্‌দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা-'আযা-বান্না-র।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালের মঙ্গল ও পরকালের কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন। (সূরা আল বাকারা ঃ ২০১)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَ دُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ.

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফী দীনি ওয়া দুনইয়া-ইয়া ওয়া আহলী ওয়া মা-লী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই মার্জনার, আর কামনা করি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের নিরাপত্তার। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَاطِئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَاِسْرَافِيْ فِيْ اَمْرِيْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ.

আল্লাহুম্মাগফিরলী খত্বিয়াতী ওয়া জাহলী ওয়া ইসরাফী ফী আমরী ওয়া মা-আন্‌তা আ'লামু বিহী মিন্‌নী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি মাফ করে দাও গুনাহ, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অজ্ঞতা, আমার কাজকর্মে আমার সীমালজ্ঘন এবং আমার তরফ হতে সংঘটিত সেই

সব অপরাধ যা তুমি আমা অপেক্ষা অধিক জান। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ جِدِّيْ وَهٰذَا لِيْ وَخَطَاءِ وَعَمَدِيْ وَكُلَّ ذَالِكَ عَنْدِيْ.

আল্লাহুম্মাগফিরলী জিদ্দী ওয়া হাযালী ওয়া খত্ব-য়ী ওয়া আমাদী ওয়া কুল্লা যা-লিকা ইন্‌দী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দাও তুমি আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রকৃত অপরাধ, আমার হাসি-তামাশাকৃত পাপ, আমার ছোট-খাট ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমার সংকল্পিত কিন্তু অকৃত অনাচার এবং আমার তরফ হতে কৃত সমস্ত পাপাচার। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ

وَالْحَرَامِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

আল্লাহুম্মা ইন্নী আ’উযুবিকা মীনাল ’আজযি ওয়াল কাসালি ওয়া আউযুবিকা মীনাল জুবনি ওয়াল হারামি ওয়াল বুখলি ওয়া আউযুবিকা মিন আযা-বিল ক্বরি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি অক্ষমতা ও অলসতা হতে, তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি ভীরুতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্যের অপারগতা এবং কৃপণতার লানত হতে আর তোমারই আশ্রয় চাই কবরের আযাব হতে। (আবু দাউদ, নাসাঈ)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ. وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ

اِلاَّ بِاللّٰهِ.

সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই প্রাপ্য। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ব্যতীত কোন শক্তি সামর্থ্য হতে পারে না। (ইবনে মাজাহ)

আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দু'আ

❑ যে কোন যান-বাহনে উঁঠে দু'আ

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ، سُبْحانَ الّذي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنّا لَهُ مُقْرِنين، وَإِنّا إِلى رَبِّنا لَمُنقَلِبون، الحَمْدُ للهِ، الحَمْدُ للهِ، الحَمْدُ للهِ، اللهُ أكْبَر، اللهُ أكْبَر، اللهُ أكْبَر، سُبْحانَكَ اللّهُمَّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسي فَاغْفِرْ لي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاّ أَنْتَ

বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লাহ। সুব্‌হা-নাল্লাযী-সাখ্‌খারা লানা হা-যা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুন ক্বলিবুন। আলহামদু লিল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী ফাগফিরলী, ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নামে আরোহণ করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি উহাকে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা উহাকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব আমাদের প্রতিপালকের দিকে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ! তুমি পাক পবিত্র, আমি আমার

সত্তার উপর যুলুম করেছি, সুতরাং তুমি আমাকে মাফ করে দাও, কেননা, তুমি ভিন্ন গুনাহ মাফ করার আর কেহই নেই। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

❑ মদীনার কবরস্থানের যিয়ারত

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيارِ مِنَ المؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِين، وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُون، نَسْأَلُ اللهَ لنا وَلَكُمُ العافِيَة.

আস্‌সালামু আলাইকুম আহলাদদিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়ালমুসলিমিনা ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুনা আসআলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আফিয়াহ।

অর্থ ঃ হে মুমিন মুসলিমদের গৃহবাসীগণ! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে অচিরেই মিলিত হব, আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের নিজেদের জন্য এবং আপনাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করি। (সহীহ মুসলিম)

বিশেষ নোট ঃ 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আহলাল কবুর'। আমাদের দেশে সাধারণত কবরের জন্য এই যে দু'আটি পড়া হয় তা সহীহ নয়।

❑ রসূল (সা.), আবু বকর (রা.) এবং ওমর (রা.)-এর প্রতি সালাম

প্রথমে মাসজিদে নববীতে প্রবেশ করে তাহ্যিয়াতুল মাসজিদের দু'রাক'আত সুন্নাহ সলাত পড়তে হবে। সলাতের মধ্যে অথবা সলাতের পর আল্লাহর কাছে যা চাওয়ার তা চাইতে হবে। এবার সলাত শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার দুই সাহাবার কবরদ্বয় যিয়ারত করতে পারি। মনে রাখতে হবে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কোন সাহাবা (রা.)-এর কররে গিয়ে কিছু চাওয়া যাবে না। নিম্নের নিয়মে আমরা তাদেরকে সালাম দিতে পারি ঃ

السَلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه.

السَلاَمُ عَلى اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

السَلاَمُ عَلى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

- *আসসালামু 'আলাইকা আইয়ূহাননাবিইয়্ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহু।*
- *আসসালামু 'আলা আবী বাকরিন রাদিআল্লাহু আনহু।*
- *আসসালামু 'আলা ওমারা রাদিআল্লাহু আনহু।*

❑ পিতা-মাতার জন্য দু'আ

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

রব্বির হামহুমা-কামা-রব্বাইয়া-নী সগী-রা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তাদের দু'জনের প্রতি রহম করুন যেমনিভাবে তারা আমাকে ছোটকালে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

রব্বানাগ্‌ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইইয়া ওয়ালিলমু'মিনী-না ইয়াওমা ইয়াকু-মুল হিসা-ব।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা-মাতা ও সকল মু'মিন মুসলিমকে কিয়ামতের দিবসে ক্ষমা কর। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪১)

❑ জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ.

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি চাই। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

❑ মাসজিদে প্রবেশকালে দু'আ

أَعُوذُ بِاللهِ العَظِيمِ, وَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ, وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

بِسْمِ اللهِ, وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

আউযুবিল্লাহিল আযীম ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম ওয়া সুলতানিহিল ক্বদীম মীনাশ শায়তনির রজীম- বিসমিল্লাহি ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু আলা রসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাফ্‌তাহলী আবওয়াবা রহমাতিক।

অর্থ ঃ মহান ও মহীয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মর্যাদাশীল সত্ত্বা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হতে। আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি), দরূদ ও সালাম রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি। হে দয়াময় আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজা আমার জন্য খুলে দাও। (সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ)

❑ মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَّامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ اعصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

বিসমিল্লাহি ওয়াসসলাতু ওয়াসসালামু আলা রসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন্ ফাদ্‌লিক, আল্লাহুম্মা সিমনী মিনাশ শায়তনির রজীম।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি দরূদ ও সালাম রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি। মহান ও মহীয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মর্যাদাশীল সত্ত্বা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হতে। হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (আবূ দাউদ)

দু'আ কবুলের স্থানসমূহ

- মাতাফ - (তাওয়াফের স্থান)
- মুলতাযাম - (হাজরে আসওয়াদ থেকে কাবার দরজা পর্যন্ত স্থান)
- হাতীমের মধ্যে
- কাবা ঘরের ভেতরে
- যমযম কূপের কাছে
- মাকামে ইব্রাহিমের কাছে
- সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে
- বায়তুল্লাহর দিকে যখন নজর পড়ে
- রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে
- আরাফাতের ময়দানে
- মুযদালিফার ময়দানে
- মীনার ময়দানে ও মীনার মাসজিদে খায়েফে
- জামারায় পাথর মারার স্থানে
- মাসজিদে নববীতে 'রিয়াদুল জান্নাতে' (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল মাসজিদে - [রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর থেকে মিম্বর পর্যন্ত অংশ] সাদা কার্পেটে ঢাকা অংশ)

ভুল সংশোধন

- অনেকে দু'রাক'আত সলাত পরে হাজ্জের নিয়্যত করেন যা বিদ'আত। মনে রাখতে হবে হাজ্জের নিয়্যতের জন্য কোন প্রকার সলাত নেই। হাজ্জের নিয়্যত মুখে উচ্চারণ করে করতে হয়।

- ইহরাম বাঁধার আগ পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করা যাবে না। অর্থাৎ লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক ...... পাঠ শুরু করার কোন নিয়ম নেই।

- আমাদের মাঝে একটা ধারণা আছে যে, হাজ্জের উদ্দেশ্যে পুরুষরা সেলাই বিহীন যে সাদা দুই টুকরা কাপড় পরিধান করেন তাকে 'ইহরাম' বলে, অর্থাৎ সাদা কাপড়কে ইহরাম বলে, এটা ভুল। আসলে ঐ কাপড়কে ইহরাম বলে না। ইহরাম হচ্ছে হাজ্জের জন্য নিয়্যত করে হাজ্জ পালনের যে শর্তগুলো রয়েছে তার মধ্যে ঢুকে যাওয়া এবং হাজ্জের সকল কাজ সমাধা না করা পর্যন্ত সময়টাকে বলে ইহরাম অবস্থা। সেলাই বিহীন সাদা দুই টুকরা কাপড় পরিধান করাও ইহরামের অংশ (ইহরাম অবস্থায় অনেক হালাল কাজও হারাম)।

- অনেকে মনে করেন একবার হাজ্জের সাদা দুই টুকরা কাপড় পরে ফেললে অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় আর কাপড় বদলানো যাবে না, হাজ্জ বা উমরা শেষ না করে কাপড় বদলানো যাবে না, আসলে এটা ঠিক না। অবশ্যই এক সেট বদলে অন্য এক সেট সাদা কাপড় পরতে পারবো।

- মিনার তাবুতে অবস্থান ঃ মিনার সীমানার মধ্যে অনেক প্রাইভেট এপার্টমেন্ট তৈরী হয়েছে যা আজিযিয়া শিশা এপার্টমেন্ট বা শিষা বিল্ডিং বা শিশা হোটেল নামে পরিচিত। অনেক হাজ্জ এজেন্সি এই শিশা বিল্ডিং ভাড়া করে থাকে হাজীদের থাকার সুবিদার্থে। কারণ এখান থেকে মিনার তাবু, পাথর নিক্ষেপের স্থান ইত্যাদি কাছে এবং এটা সকলের জন্যই পজিটিভ। আমরা জানি সুন্নাহ অনুযায়ী হাজ্জের মূল ৫ দিন মুজদালিফা ছাড়া বাকি ৪ রাত মিনার তাবুতে রাত্রি যাপন করার কথা কিন্তু অনেক এজেন্সি হাজিদেরকে মিনার তাবুতে না রেখে শিশা বিল্ডিংয়ে রাত্রি যাপন করায়। এই কাজটি সুন্নাহ পরিপন্থি। মিনায় তাবুতে রাত্রিযাপন না করে যদি এপার্টমেন্টে থাকলে হতো তাহলে এতো খরচ এবং ঝামেলা করে সৌদি সরকার মিনাতে স্থায়ী তাবু তৈরী করতেন না।

- আজিযিয়া শিশা বিল্ডিংয়ে অবস্থান করলে অনেক সুবিধা রয়েছে। শিশা বিল্ডিংয়ে আমরা লাগেজগুলো রেখে মিনার তাবুতে আসতে পারি এবং তাবুতে রাত্রি যাপন করে দিনের বেলা প্রয়োজনে শিশা বিল্ডিংয়ে আসতে পারি, গোসল করতে পারি, দিনের বেলা রেষ্ট নিতে পারি, খাওয়া-দাওয়া করতে পারি। শিশা বিল্ডিং থেকে হেটে গিয়ে জামারায় পাথর নিক্ষেপ করতে পারি। শিশা বিল্ডিং থেকে সহজেই মক্কা যেতে পারি।

- তিনদিন যে পাথর মারতে হয়, অনেকে সেটাকে মনে করেন যে, বড়, মধ্যম এবং ছোট শয়তানকে পাথর মারতে হয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, পাথর কোন শয়তানকে মারা হয় না। আসলে পাথর মারা হয় নির্দিষ্ট তিনটি জায়গায় যেখানে শয়তান ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিল। যাকে লক্ষ্য করে পাথর মারতে হয় তাকে আরবীতে জামারাহ বলে অর্থাৎ কোন লক্ষ্যস্থলকে জামারা বলে। যেমন ঃ জামারাতুল আকাবা (বড়), জামারাতুল উস্তা (মধ্যম), জামারাতুল সোগ্‌রা (ছোট)।

- বদলি হাজ্জ আমি তখনি করতে পারবো যখন আমার নিজের হাজ্জ আগে পালন করা হয়ে থাকবে। আমার নিজের ফরয হাজ্জ যদি আমি আগে পালন করে না থাকি তাহলে কারো বদলি হাজ্জ করতে পারবো না।

- তাওয়াফের সময় এবং পাথর মারার সময় অন্যকে ধাক্কা মেরে অবশ্যই আগে যাওয়া ঠিক না। পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই খুবই সতর্ক থাকতে হবে। তা নাহলে পর্দা ছুটে যেতে পারে এবং প্রচন্ড গুনাহগার হতে হবে।

- ১০ই যিলহাজ্জ এর দিন অর্থাৎ কুরবানীর দিন মীনা থেকে মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত করতে হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা ভুল প্রচলিত আছে যে হাজ্জের আগের দিন মক্কা থেকে মীনায় যাওয়ার আগে (in advance) এই তাওয়াফে যিয়ারত করে রাখেন এবং কুরবানীর দিন আর তা করেন না। এই কাজ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নাই এবং এটা বিদ'আত। অর্থাৎ কোন অগ্রিম তাওয়াফ জায়েয নেই।

- অনেকে "হেরেম শরীফ" বলে থাকেন, আসলে এটা হবে "হারাম শরীফ" বা মসজিদুল হারাম। কাবার একটা নির্দিষ্ট এলাকাকে "হারাম" বলা হয়, মীনা এবং মুযদালিফাও হারামের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ নিষিদ্ধ এলাকা, এই

এলাকার মধ্যে অনেক হালাল কাজও হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ। আবার হারাম বলতে আরবীতে 'অতি পবিত্র'-ও বোঝায়।

- যদি আমার হাজ্জে কোন ভুল হয়ে যায় তাহলে আমাকে কাফ্ফারা (দম) দিতে হবে অর্থাৎ অতিরিক্ত একটা কুরবানী দিতে হবে। কাফ্ফারার ব্যাপারে একটি ভুল প্রচলিত আছে যে আমার জানামতে কোন ভুল হয় নাই তারপরও যদি অজান্তে কোন ভুল হয়ে থাকে এই মনে করে অনেকে কাফ্ফারার নিয়্যতে আরো একটা অতিরিক্ত কুরবানী দিয়ে থাকেন। মনে রাখতে হবে, এটা বিদ'আত। আমি যদি নিশ্চিত হই যে আমার ভুল হয়েছে তাহলেই শুধু কাফ্ফারা দিতে হবে। যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সে বিষয়ে ভাল কোন ইসলামিক স্কলার থেকে পরিষ্কার হয়ে নিতে হবে, তবে বিদ'আতি আলিমদের থেকে সাবধান।

- কোন কোন আলিম বলতে পারেন যে, হাজ্জে গিয়ে দুইটি কুরবানী দিতে হবে। একটি হাজ্জের জন্য অপরটি দেশে থাকলে যে কুরবানী দেয়া হতো সেটি। এখানে যদি বলা হয় যে দুটি কুরবানী অবশ্যই দিতে হবে তাহলে তা হবে বিদ'আত, কারণ এটি শরীয়ার মধ্যে নতুন সংযোজন এবং দুটি কুরবানী ওয়াজিব করে দেয়া হচ্ছে, এই কাজটি রসূল (সা.) এর নিয়ম নয় এবং সহীহ হাদীসে এর কোন দলিল নেই। হ্যাঁ, যদি কেউ অতিরিক্ত নফল কুরবানী দিতে চায় তা উত্তম, এর নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই, সামর্থ অনুযায়ী যে যতোগুলো কুরবানী দিবে তার সওয়াব পাবে। তবে মনে রাখতে হবে কাজটি নফল। হাজ্জের কুরবানীকে বলে 'হাদী' এবং ঈদের কুরবানীকে বলে 'উদইয়া'। তবে যিনি হাজ্জে গেছেন তার নিজ দেশে অবস্থানরত আত্মীয়স্বজনরা যদি তার জন্য দেশে ঈদের দিন কুরবানী দিতে চান তাতে কোন আপত্তি নেই, তবে সেটিও হয়ে যাবে নফল। অনেকে ক্বসরের সময়ের সাথে কুরবানীর একটি সংযোগ ঘটানোর চেষ্টা করেন। তাদের যুক্তি হলো ১৫ দিন পর্যন্ত মুসাফির এবং ১৫ দিনের বেশী মক্কায় থাকলে সে মুকিম হয়ে যায় তখন তাকে তার সাধারণ ঈদের যে কুরবানী সেটা করতে হবে। এই ধরণের যুক্তির সহীহ হাদীসের কোন দলিল নেই। ১৫ দিন পর্যন্ত মুসাফির বা ক্বসর এরও কোন দলিল নেই।

- শুধু সতর্ক করার জন্য বলা হচ্ছে। আমরা কাবা ঘরের সিজদা করি না, আমরা সিজদা করি মহান আল্লাহকে। আমরা কাবা ঘরের ইবাদত করি না, আমরা ইবাদত করি এক আল্লাহর। কাবা হচ্ছে আমাদের কিবলা

অর্থাৎ আল্লাহকে সিজদা দেয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট দিক নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

- 'যেই কাবা সেই আল্লাহ' এই ধরনের কথা ভুল এবং শিরক। তারপর আবার কোন কোন 'ওলি বা পীর বাবার ক্বলবের মধ্যে কাবা' এই ধরনের কথাও ভুল এবং শিরক। এমন আকীদা গুনাহের কাজ।

- কাবা ঘরের গিলাফকে অলৌকিক কিছু মনে করা বা এই গিলাফের অনেক ফযীলত আছে এই ধরনের মনে করা ভুল এবং শিরক। অনেকে কাবা ঘরের গিলাফ ধরে ঘসাঘসি করেন, চুমু দেন, মাথা ঠুকান, গিলাফের সুতা ছিড়ে ফযিলতের জন্য বাড়ি নিয়ে আসেন। এসবই বিদ'আত এবং শিরক।

- আমাদের মধ্যে আর একটি ভুল প্রচলিত আছে যে, হাজ্জ করতে গিয়ে মারা গেলে অথবা মক্কায় বা মদীনার বাকী কবরস্থানে কারো দাফন হলে সে জান্নাতী। মনে রাখতে হবে যে জান্নাত নির্ভর করছে আমলের উপর, কোথায় দাফন হলো বা কোথায় মৃত্যু হলো এর সাথে জান্নাতের কোন সম্পর্ক নেই। কাউকে যদি কাবা ঘরের ভিতরে বা রসূল (সা.)-এর পাশেও কবর দেয়া হয় তাতে কোন কিছু যায় আসে না।

- অনেকে জামারায় পাথর মারার সময় উত্তেজিত হয়ে যান এবং এতোই উত্তেজিত হন যে স্যান্ডেল বা ছাতাও ছুড়ে মারেন। এগুলো ঠিক নয়। অনেকে জামারার তিনটি পিলারকে শয়তান মনে করেন এটাও ঠিক নয়। ঐ পিলারগুলো হচ্ছে এক একটি চিহ্ন।

- আমাদের মধ্যে ভুল প্রচলিত আছে যে ইহরাম অবস্থায় অন্যের চুল কাটা যায় না এমনকি নিজের চুলও। এটাও ভুল। হাজ্জ শেষে ইহরাম থেকে বের হওয়ার জন্য চাইলে আমি আমার নিজের চুল কাটতে পারবো এবং ইহরাম অবস্থায় আমি অন্যের চুলও কেটে দিতে পারবো। একইভাবে মহিলারাও ইহরাম অবস্থায় একজন আরেকজনের চুল কেটে দিতে পারবেন।

- জামারায় নিক্ষেপের জন্য যে পাথর সংগ্রহ করা হয়েছে তা পানি দিয়ে ধোয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ এই কাজ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নাই।

- আমাদের দেশে একটি ভুল প্রচলিত আছে যে, হাজ্জ থেকে ফিরে ৪০দিন পর্যন্ত বাড়ীর বাইরে যাওয়া যায় না বা কোন দুনিয়াদারি কাজ-ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি করা যায় না। ইসলামে এই ধরণের কোন নিয়ম নেই। এগুলো ভুল কথা। হাজ্জ শেষে রিযকের সন্ধানে বের হয়ে পরতে হবে, ঘরে বসে থাকা মোটেও ঠিক নয়।
- মক্কায় যে কোন ইবাদত যেমন নফল সলাত, রোযা, কুরবানী বা যে কোন ভাল কাজ করলে এক লক্ষ গুণ হয়ে যাবে এবং মদীনায় ৫০ হাজার গুণ হবে। এই ধরনের আকীদা ভুল। শুধু সলাতের ফজিলত মক্কায় এক লক্ষ এবং মদীনায় এক হাজার গুণ। এই বিষয়ে পরিষ্কার হওয়ার জন্য নীচের হাদীস দুটি দেখি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

- আমার এই মাসজিদে এক (রাক'আত) সলাত মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য মাসজিদে এক হাজার (রাক'আত) সলাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (সহীহ মুসলিম)
- আমার এই মাসজিদে এক (রাক'আত) সলাত মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য মাসজিদে এক হাজার (রাক'আত) সলাত অপেক্ষা শ্রেয়, আর মাসজিদে হারামে এক (রাক'আত) সলাত অন্য মাসজিদে এক লক্ষ (রাক'আত) সলাত অপেক্ষা শ্রেয়। (আহমদ ও ইবনে মাজাহ)

মাসজিদে নববীর রিয়াদুল জান্নাতে সলাত পড়ার ব্যাপারে সতর্কতা-

এই স্থানটুকু উপস্থিত মুসল্লিদের সংখ্যার তুলনায় খুবই ছোট যার জন্য এই স্থানে সলাত পড়ার জন্য মানুষ লাইন দিয়ে থাকেন। তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে অনেকেই একবার সলাত পড়ার সুযোগ পেলে আর উঠেন না, সলাত পড়তেই থাকেন এবং অনেকে বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত এবং দু'আ দরূদ পড়তে থাকেন, যার কারণে অন্যেরা ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে কষ্ট পান। তবে আমাদের উচিত দু'রাক'আত নফল সলাত আদায় করেই উঠে পড়া এবং স্থানটা অন্যের জন্য ছেড়ে দেয়া। রিয়াদুল জান্নাতে সলাতের উত্তম সময় হচ্ছে রাত দুইটার দিকে, যখন তাহাজ্জুদের জন্য মাসজিদের দরজা প্রথম খোলা হয়। কারণ তখন ভিড় কম থাকে।

৪র্থ অধ্যায়
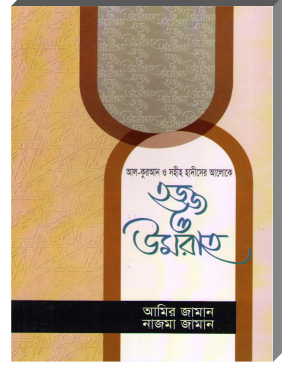
হাজ্জের আগে প্রস্তুতি

স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া

হাজ্জ আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি একটি শারীরিক পরিশ্রমেরও ইবাদত। হাজ্জে যাওয়ার আগে ও পরে শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখা খুবই প্রয়োজন। যেমন ঃ প্রতিদিন নিয়মিত কিছুক্ষণ ব্যয়াম করা। হাঁটার অভ্যাস করা। সম্ভব হলে জগিং করা। ফরয সলাতের পাশাপাশি আরো অনেক নফল সলাতও আদায় করা এবং মাসজিদে গিয়ে ফরয সলাত আদায়ের অভ্যাস করা। তাহাজ্জুদ সলাত পড়ার অভ্যাস না থাকলে আগে থেকেই পড়া শুরু করে অভ্যাস গড়ে তোলা। যারা নিয়মিত সলাতী নন, তারাও পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়া শুরু করে দেয়া উচিত এবং তা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলা। তা না হলে ওখানে গিয়ে কষ্ট হবে, ইবাদতে মন বসবে না।

আমার ট্রাভেল এজেন্ট বা হাজ্জ এজেন্সি

আমার ট্রাভেল এজেন্ট বা হাজ্জ এজেন্সি থেকে আগেই কিছু বিষয়ে পরিষ্কার হয়ে নিতে হবে। যেমন ঃ

১. আমার ভিসা এবং এয়ার টিকিট ঠিক মতো হলো কিনা?
২. কেমন কোয়ালিটির হোটেল বা বাসা দিচ্ছে?

৩. বাসা দিলে তা আবার পাহাড়ের উপরে কিনা?
৪. মক্কা এবং মদীনায় (মূল মসজিদ থেকে) আমার হোটেল বা বাসা কত দূরে?
৫. মক্কা এবং মদীনায় তিন বেলা খাওয়ার কী ব্যবস্থা?
৬. মীনায় থাকা এবং খাওয়ার কী ব্যবস্থা?
৭. মীনা থেকে মক্কা (কাবা) আসা-যাওয়ার ট্রান্সপোর্টের কী ব্যবস্থা?
৮. জিদ্দা, মক্কা, মদীনা আসা-যাওয়ার ট্রান্সপোর্টের কী ব্যবস্থা?
৯. মক্কা মদীনার ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঘুরে দেখার ক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্টের দায়িত্ব কাদের?
১০. রাস্তায় কোন ট্রানজিট আছে কিনা, থাকলে মোট কয়টি ট্রানজিট এবং প্রতিটি ট্রানজিট কতক্ষণের?
১১. যদি ট্রানজিটে ইমিগ্রেশন পার হতে হয় তাহলে হোটেলের ব্যবস্থা কী?
১২. অনেক দেশে ট্রানজিট ভিসা লাগে এবং ভিসা ফিও রয়েছে, আমাদের ট্রানজিট ফি লাগবে কিনা, যদি লাগে তবে এই ফি কে দেবে?
১৩. কুরবানীর কী ব্যবস্থা এবং কত টাকা?
১৪. উল্লেখিত বিষয়গুলো হাজ্জ প্যাকেজের অন্তর্ভূক্ত কিনা?

বিশেষ নোট ঃ অনেক হাজ্জ এজেন্সিই তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কথা ঠিক রাখতে পারে না। এখানে দু'টি দিক রয়েছে। কোন কোন হাজ্জ এজেন্সি সরাসরি প্রতারণা করে থাকে। অর্থাৎ বলে এক রকম কিন্তু করে আরেক রকম। আবার কোন কোন হাজ্জ এজেন্সি চেষ্টা করে তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ঠিক রাখার জন্য, কিন্তু ঐখানে গিয়ে নানা রকম জটিলতার কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কথা রাখতে পারে না, কিছুটা এদিক সেদিক হয়ে যায়।

টিকিট করার সময় ট্রাভেল এজেন্সি আমার নামের বানানে ভুল করতে পারে। তাই এই ব্যাপারে যেন আমি নিজে সকল কাগজ পত্র ঠিক মতো দেখে নেই। পুরোপুরি ট্রাভেল এজেন্সির উপর নির্ভর করা ঠিক না।

ভেক্সিনেশন (Vaccination) কখন নেবো?

সৌদি সরকারের নির্দেশিত ভেক্সিনেশন (টিকা) অবশ্যই নিতে হবে এবং তার সার্টিফিকেটও আমার সাথে থাকতে হবে। বাংলাদেশ থেকে যারা যাচ্ছি তাদের ভেক্সিনেশন নেয়ার ব্যবস্থা হয়তো ট্রাভেল এজেন্ট বা হাজ্জ এজেন্সি

করে দিবে। অনেক সময় ট্রাভেল এজেন্ট বা হাজ্জ এজেন্সি প্রার্থিকে ভেক্সিনেশন (টিকা) না দিয়েই দুই নম্বর সার্টিফিকেট জোগার করে দেয়। মনে রাখতে হবে একটি ফরয ইবাদত করতে যাচ্ছি, দুই নাম্বারী করাটা মোটেও ঠিক হবে না। ভেক্সিনেশন (টিকা) প্রয়োজন বলেই সৌদি সরকার নিয়ম করেছে, একবার ভাইরাসে আক্রান্ত হলে কিন্তু আর বাঁচার উপায় নেই।

যারা বিদেশে থাকি তাদের নিজ দায়িত্বে ভিসা এপ্লিকেশনের আগেই ভেক্সিনেশন নিতে হবে এবং ভিসা পাওয়ার জন্য সার্টিফিকেটও সাবমিট করতে হবে। বিদেশেও অনেকে ভেক্সিনেশন না নিয়ে শুধু ডাক্তারের ফী দিয়ে ভেক্সিনেশন এর সার্টিফিকেট নিয়ে নেয়, এটা ঠিক না। আমি যাচ্ছি একটা ভাল কাজে সেটার প্রস্তুতিতে অসৎ পথ অবলম্বন কেন করবো? এটা কি করে হয়? আর ভেক্সিনেশন তো আমার নিজের শারীরিক সুস্থতার জন্যই প্রয়োজন।

আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লিষ্ট

জামা-কাপড়

১. পুরুষদের জন্য দুই টুকরা সেলাইবিহীন সাদা কাপড় (১০০% সুতির টাউয়াল হলে ভাল)।
২. সলাতের জন্য পায়জামা ও পাঞ্জাবী।
৩. সলাতের জন্য মক্কা-মদীনা থেকে লম্বা জুব্বাও কিনে নেয়া যেতে পারে।
৪. সলাতের টুপি বা এরাবিয়ান স্কার্ফ।
৫. সাধারণ সার্ট ও প্যান্ট (for travel)।
৬. আন্ডারওয়ার (পুরুষরা ইহরাম অবস্থায় আন্ডারওয়ার পরতে পারবেন না)।
৭. সাধারণ জুতা (for travel) মহিলা এবং পুরুষ দুজনের জন্যই।
৮. মোজা (for travel) মহিলা এবং পুরুষ দুজনের জন্যই।
৯. কোমড়ের বেল্ট (প্যান্টের সাথে এবং ইহরামের কাপড়ের সাথে পড়ার জন্য)।
১০. অযূ করার সুবিধার্থে নন-চামড়ার স্যান্ডেল (ইহরাম অবস্থায়ও পরা যাবে)।
১১. ঘুমানোর জন্য লুঙ্গি বা পায়জামা এবং গেঞ্জি বা স্লিপিং ড্রেস।
১২. গোসলের জন্য টাউয়াল (ছোট এবং বড় সাইজ)।
১৩. খুবই হালকা একটি জ্যাকেট (মদীনায় ফযরের সময় একটু একটু শীত লাগে)
১৪. বোরকা (মহিলাদের জন্য)।
১৫. সালওয়ার - কামিজ - ওড়না (মহিলাদের জন্য)।

১৬. হিজাব (মহিলাদের জন্য)।
১৭. বিছানার চাদর এবং গায়ে দিয়ে ঘুমানোর জন্য চাদর।
১৮. বালিশের কাভার (যদি নিজেরটা ব্যবহার করতে চাই তাহলেই লাগবে)।

প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র

১৯. পিঠে নেয়ার জন্য ব্যাকপ্যাক (বড় সাইজ এবং ছোট সাইজ)
২০. স্লিপিং ব্যাগ (আরাফা এবং মুযদালিফার জন্য)।
২১. এয়ার পিলো (আরাফা এবং মুযদালিফাতে কাজে লাগবে)।
২২. সলাত পড়ার জন্য জায়নামায (মক্কা-মদীনা থেকেও কিনে নেয়া যেতে পারে)।
২৩. সানগ্লাস (রোদের জন্য যদি প্রয়োজন মনে করি)।
২৪. মাথার ক্যাপ (রোদের জন্য যদি প্রয়োজন মনে করি)।
২৫. টাকা রাখার জন্য গলায় ঝুলানোর ব্যাগ (যা বুকের কাপড়ের নিচে থাকবে)।
২৬. ফোল্ডিং ছাতা (যা অতি সহজেই ব্যাগে ঢুকিয়ে নেয়া যায়)।
২৭. জামারায় নিক্ষেপের জন্য পাথর সংগ্রহ করার জন্য ছোট থলে বা ব্যাগ।
২৮. হাত ঘড়ি।
২৯. এলার্মের জন্য টেবিল ক্লক (ঘড়ি)। এলার্মের জন্য সেলফোন বা মোবাইল ফোনও ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩০. খাবার প্লেট ও গ্লাস।
৩১. নেইল কাটার।
৩২. কাপড় ধোয়ার গুড়া সাবান (ডিটারজেন্ট)।
৩৩. বদনা বা জগ (মীনা, আরাফা এবং মুযদালিফাতে কাজে লাগবে)।
৩৪. ওয়ান টাইম প্লাস্টিক চামচ।
৩৫. টুথ পিক।
৩৬. টিসু পেপার এবং টয়লেট পেপার রোল।
৩৭. সেল ফোন বা মোবাইল ফোন এবং তার চার্জার।
৩৮. আরাফায় খুতবা শোনার জন্য রেডিও (মক্কা-মদীনা থেকেও কেনা যাবে, রেডিও টিমের এক দুই জনের কাছে থাকলেই সবাই উপকৃত হবে)।

প্রসাধনী

৩৯. গোসলের জন্য সুগন্ধিমুক্ত সাবান এবং সাবানদানী (ইহরাম অবস্থায় লাগবে)।
৪০. শরীরে মাখার জন্য তেল বা লোশন (যদি আমি প্রয়োজন মনে করি)।
৪১. মুখে মাখার ক্রিম।
৪২. পাউডার (যদি গরমের জন্য প্রয়োজন বোধ করি)।
৪৩. মহিলাদের চুল কাটার জন্য কেচি।
৪৪. মাথা আঁচড়ানোর চিরুনী (ইহরাম অবস্থায় মাথা আঁচড়ানো যাবে না)।
৪৫. শেভিং রেজার এবং শেভিং ক্রিম।
৪৬. ডিউডোরান্ট।

৪৭. আতর (ইহরাম অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না)।

৪৮. টুথ ব্রাশ এবং পেষ্ট।

ঔষধ-পত্র

৪৯. নিজের নিয়মিত ঔষধ-পত্র যা ডাক্তার দিয়েছেন।

৫০. টাইলেনল বা প্যারাসিটামল বা নাপা (যে কোন ব্যথার জন্য)।

৫১. মাথা ব্যাথার জন্য ভিক্স।

৫২. এন্টাসিড বা ম্যালক্স বা গ্যাসের জন্য অন্য কোন ঔষধ।

৫৩. আমাশার ট্যাবলেট।

৫৪. কফের সিরাপ।

৫৫. ওর স্যালাইন (ডাইরিয়ার জন্য)।

৫৬. ডাইরিয়া বন্ধের জন্য ঔষধ (নর্থ আমেরিকা থেকে পেপটো বিসমল টেবলেট অথবা লিকুইড বোতল)।

৫৭. মহিলাদের জন্য স্যানিটারী প্যাড।

৫৮. ব্যান্ড এইড (কোথাও কেটে গেলে লাগানোর জন্য)।

বই-পত্র

৫৯. হাজ্জের এই বইটা সবসময় সাথে রাখা। পরিবারের সবার জন্য একটা করে।

৬০. অর্থসহ কুরআন।

৬১. রসূল (সা.) এর জীবনী।

৬২. কলম এবং নোট বুক।

জরুরী কাগজ-পত্র

৬৩. পাসপোর্ট।

৬৪. ভেক্সিনেশন সার্টিফিকেট।

৬৫. এয়ার টিকেট এবং আইটেনারী।

৬৬. হাজ্জ ড্রাফ্‌ট।

৬৭. ইমিগ্রেশন পেপার/পি.আর. কার্ড/সোসাল সিকিউরিটি কার্ড (প্রবাসীদের জন্য)

৬৮. ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি (বাংলাদেশীদের জন্য)।

৬৯. অতিরিক্ত ৪-৫ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

৭০. সমস্ত অরিজিনাল কাগজ-পত্রের দুই সেট ফটোকপি।

এই লিষ্টের বাইরে আরো কিছু জিনিস প্রয়োজন হলে যোগ করে নেয়া যেতে পারে। বিশেষ করে মহিলা এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আরো কিছু জিনিস প্রয়োজন হতে পারে যেমন, বেবী স্ট্রলার, বেবী ফুড ইত্যাদি। ‘ডব’ কোম্পানীর সুগন্ধিমুক্ত সাবান পাওয়া যায় যা ইহরাম অবস্থায় গোসলের জন্য এবং টয়লেট সারার পর হাত ধুতে কাজে লাগবে।

বিশেষ নোট ঃ মক্কা এবং মদীনায় প্রচুর দোকান আছে, চিন্তার কারণ নেই । এই লিষ্টের বাইরে যদি কিছু প্রয়োজন হয় অতি সহজেই কেনা যাবে। মক্কা এবং মদীনায় খাওয়ার ব্যাপারেও কোন চিন্তার কারণ নেই, অনেক বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে ভাত, মাছ, মাংস, ডাল, রুটি সবই পাওয়া যায় । ফাষ্ট ফুডেরও অনেক দোকান আছে। এছাড়া চা-কফি সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। জিনিসপত্রের দাম খুব বেশী নয়, এগুলো সস্তায় পাওয়া যায়। ইহরামের জন্য এক সেট সাদা কাপড় দেশ থেকেই নিয়ে যাওয়া এবং আরো একটা সেট (টাওয়াল জাতীয়) মক্কা বা মদীনা থেকে কেনা যেতে পারে, দামও সস্তা ।

হারাম শরীফ, মাসজিদে নববী, মিনা, আরাফা, মুজদালিফার টয়লেট/ওয়াশরুমে কোন টয়লেট পেপার থাকে না। তাই যারা টয়লেট পেপার ব্যবহারে অভ্যস্ত তাদের উচিত ব্যাগে সবসময় একটি টয়লেট পেপার রোল রাখা এবং নাক-মুখ মোছার জন্য টিসু পেপার রাখা ।

পুরুষদের স্যান্ডেল কেমন হবে? ইহরাম অবস্থায় কী ধরনের স্যান্ডেল পায়ে দেবো সে বিষয়ে একটু পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে স্যান্ডেল হতে হবে একেবারে খোলা এবং যা সাধারণত দুই ফিতাওলাকেই বুঝায়। এটা ভুল। আমি যা পরে প্রচুর হাঁটতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, (comfortable feel করি) এমন স্যান্ডেল পড়বো। উদাহরণ স্বরূপ ছবি দেখি, পিছনে বেল্ট এবং পায়ের উপরে অনেকটাই কাভার করা এই জাতীয় স্যান্ডেলও ব্যবহার করা যাবে কোন অসুবিধা নেই ।

ইহরাম অবস্থায় এই জাতীয় স্যান্ডেল পড়া যাবে

মীনার জন্য কী কী নেবো ? উপরের লিষ্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সফরের জন্য। কিন্তু মূল হাজ্জের যে পাঁচ দিন আমি মীনায় থাকবো তার জন্য একটা ব্যাগ নিবো এবং পাঁচ দিনের জন্য যা যা প্রয়োজন শুধু তাই নিবো। আমি যখন মক্কায় থাকবো তখনই মীনার জন্য আমার এই ব্যাগ গুছিয়ে রাখবো, আগের দিন তাড়াহুড়ো করে যেন ব্যাগ না গুছাই। নিম্নের ব্যাকপ্যাকের ছবি দুটি দেখি। পিঠে নেয়ার জন্য এই ধরণের ব্যাগ নিতে পারি যাতে প্রচুর হাটা যায় এবং দু'হাত ফ্রী থাকে। স্বামী এবং স্ত্রীর আলাদা আলাদা ব্যাগ হতে হবে। কারণ দু'জন দুই তাবুতে থাকবেন। বাচ্চারা বাবা অথবা মার সাথে থাকতে পারবে।

১. ইহরামের কাপড়।
২. ইহরামমুক্ত অবস্থায় পড়ার জন্য কাপড়।
৩. গোসলের জন্য টাউয়াল।
৪. বিছানার চাদর।
৫. পিঠে নেয়ার জন্য ব্যাকপ্যাক (বড় সাইজ এবং ছোট সাইজ)
৬. স্লিপিং ব্যাগ (আরাফা এবং মুযদালিফার জন্য)।
৭. এয়ার পিলো (আরাফা এবং মুযদালিফাতে কাজে লাগবে)।
৮. টাকা রাখার জন্য গলায় ঝুলানোর ব্যাগ (যা বুকের কাপড়ের নিচে থাকবে)।
৯. ফোল্ডিং ছাতা।
১০. জামারায় নিক্ষেপের জন্য পাথর সংগ্রহ করার জন্য ছোট থলে বা ব্যাগ।
১১. হাত ঘড়ি। (সেলফোন বা মোবাইলেও সময় দেখা যেতে পারে)
১২. এলার্মের জন্য টেবিল ক্লক (ঘড়ি)। এলার্মের জন্য সেলফোন বা মোবাইল ফোনও ব্যবহার করা যেতে পারে।
১৩. বদনা বা জগ (মীনা, আরাফা এবং মুযদালিফাতে কাজে লাগবে)।
১৪. ওয়ান টাইম প্লাস্টিক চামচ। টুথ পিক।
১৫. টিসু পেপার এবং টয়লেট পেপার রোল।
১৬. সেল ফোন বা মোবাইল ফোন এবং তার চার্জার।
১৭. আরাফায় খুতবা শোনার জন্য রেডিও (মক্কা-মদীনা থেকেও কেনা যাবে)।
১৮. গোসলের জন্য সুগন্ধিমুক্ত সাবান এবং সাবানদানী (ইহরাম অবস্থায় লাগবে)। এছাড়া টয়লেটের পর হাত ধোয়ার জন্যও লাগবে।
১৯. শরীরে মাখার জন্য তেল বা লোশন (যদি আমি প্রয়োজন মনে করি)।
২০. মুখে মাখার ক্রিম। (ইহরাম অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না)।
২১. মাথা আঁচড়ানোর চিরুনী (ইহরাম অবস্থায় মাথা আঁচড়ানো যাবে না)।
২২. আতর (ইহরাম অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না)।

২৩. টুথ ব্রাশ এবং পেষ্ট ।
২৪. নিজের নিয়মিত ঔষধ-পত্র যা ডাক্তার দিয়েছেন ।
২৫. টাইলেনল বা প্যারাসিটামল বা নাপা (যে কোন ব্যথার জন্য) ।
২৬. মাথা ব্যাথার জন্য ভিক্স ।
২৭. এন্টাসিড বা ম্যালক্স বা গ্যাসের জন্য অন্য কোন ঔষধ ।
২৮. আমাশার ট্যাবলেট ।
২৯. কফের সিরাপ ।
৩০. ওর স্যালাইন (ডাইরিয়ার জন্য) ।
৩১. ডাইরিয়া বন্ধের জন্য ঔষধ (নর্থ আমেরিকা থেকে পেপটো ভিজমল টেবলেট অথবা লিকুইড বোতল) ।
৩২. ব্যান্ড এইড (কোথাও কেটে গেলে লাগানোর জন্য) ।
৩৩. অবসর সময়ে পড়ার জন্য বই ।

মিনায় নেয়ার জন্য ব্যাকপ্যাক (স্কুল ব্যাগ জাতীয়)

আরাফা এবং মুযদালিফার জন্য কী কী নেবো ? এই ব্যাগটি হবে উপরের ব্যগের চেয়ে আর একটু ছোট, এক দিন এবং এক রাতের জন্য যা প্রয়োজন তাই থাকবে এই ব্যাগে । মীনা থেকে আমাকে আরাফা যেতে হবে, সেখানে তাবুর মধ্যে সারা দিন ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতে হবে । তারপর ঐ রাত কাটাতে হবে মুযদালিফায় । তাই এক দিন এবং এক রাতের জন্য যা প্রয়োজন শুধু তাই নিয়ে যেতে হবে, অতিরিক্ত কিছু যেন না নেই । এই জন্য হালকা ব্যাকপ্যাক হলে ভাল যা আমি পিঠে ঝুলিয়ে প্রয়োজনে অনেক হাঁটতে পারি । উদাহরণসরূপ নিম্মের ছবি দেখি । এছাড়া আমি যখন মক্কা এবং

মদীনায় থাকবো তখন এই ব্যাগ প্রতিদিন ব্যবহার করতে পারবো। যেমন যখন তাওয়াফ করবো তখন এতে আমার স্যান্ডেল, পানির বোতল, ছাতা ইত্যাদি ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে পিঠে রাখতে পারবো। যখন মাসজিদে নববীতে এবং হারাম শরীফে সলাতে যাব তখনও এতে স্যান্ডেল, পানির বোতল, ফোল্ডিং ছাতা, টয়লেট পেপার ইত্যাদি বহন করতে পারবো। ছাতাটা আন-কমোন হওয়া উচিত যেন অন্যের সাথে মিলে না যায় এবং দূর থেকে যেন অতি সহজেই আমাকে সনাক্ত করা যায়।

আরাফা-মুজদালিফায় নেয়ার জন্য ছোট ব্যাকপ্যাক
(স্কুল ব্যাগ জাতীয় হলে ভাল)

১. গোসলের জন্য টাউয়াল
২. বিছানার চাদর
৩. স্লিপিং ব্যাগ
৪. এয়ার পিলো
৫. টাকা রাখার জন্য গলায় ঝুলানোর ব্যাগ
৬. ফোল্ডিং ছাতা
৭. পাথর সংগ্রহের জন্য থলে
৮. টয়লেট পেপার রোল
৯. সেল ফোন বা মোবাইল ফোন
১০. আরাফায় খুতবা শোনার জন্য রেডিও
১১. সুগন্ধিমুক্ত সাবান
১২. টুথ ব্রাশ এবং পেষ্ট
১৩. নিজের নিয়মিত ঔষধ-পত্র
১৪. ডাইরিয়া বন্ধের ঔষধ
১৫. ব্যান্ড এইড
১৬. আরাফায় পড়ার জন্য হাজ্জের এই বইটি।

ছোট সাইজের স্লিপিং ব্যাগ যা সহজেই বহন করা যায়

নোট ঃ মীনার তাবুতে ব্যাগ রেখে গেলে তা হারিয়েও যেতে পারে। ফিরে এসে নাও পেতে পারি। আরাফা মুযদালিফা থেকে ফেরার পর অনেক সময় আমার তাবুতে থাকার স্থানও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। যখন মুযদালিফা থেকে ফিরে এসে জামারায় যাবো পাথর নিক্ষেপ করতে তখন সাথে যদি কোন ব্যাগ থাকে সেটি অবশ্যই ছোট এবং হালকা হতে হবে। নিরাপত্তার কারণে হ্যান্ড লাগেজ বা ভারী বড় সাইজের ব্যাগ নিয়ে পুলিশ জামারার দিকে যেতে দিবেন না। পুলিশ তার হিফাযতে নিয়ে নিবেন। তখন এই ব্যাগ নিয়ে হয়তো আমি পড়বো আরেক ঝামেলায়। বড় বড় বিলবোর্ডে দেখা যাবে এই বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে।

কিভাবে ফোন করবো ?

দেশে আমার নিজের ব্যবহৃত মোবাইল বা সেল ফোনটা আন-লক করে নিয়ে গেলেই হবে এবং মক্কা বা মদীনায় গিয়েই একটা 'সিম' কার্ড কিনে নিতে হবে (যা খুবই সস্তা)। আমি যতো দিন মক্কা এবং মদীনায় থাকবো আমার নিজের এই ফোনই ব্যবহার করতে পারবো। এই ফোন থেকে আমি লোকাল এবং যে কোন দেশেই ফোন করতে পারবো। আমার পরিচিতদের এই নাম্বার দিয়ে দেবো যেন তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

সিটি কোড : মক্কা = ০২ এবং মদীনা = ০৪

ধরি বাংলাদেশ থেকে কেউ আমাকে মক্কায় ৫৪২৬৯২৩ নাম্বারে ফোন করতে চান তাহলে নিম্মের উদাহরণ দেখি ঃ

কান্ট্রি কোড	সিটি কোড	ফোন নাম্বার
০০৯৬৬	০২	৫৪২৬৯২৩

আবার ধরি আমি মক্কা/মদীনা থেকে বাংলাদেশে কাউকে মোবাইলে ০১৭১৮৮৩৪৪৭৬ নাম্বারে ফোন করতে চাই তাহলে নিম্মের উদাহরণ দেখি ঃ

কান্ট্রি কোড	ফোন নাম্বার
০১১৮৮	০১৭১৮৮৩৪৪৭৬

টাকা-পয়সা কী পরিমাণ নেবো?

কুরবানীর টাকা এবং হাজ্জ ড্রাফ্ট (মুয়াল্লেম ফি) আগেই আমাদের ট্রাভেল এজেন্ট বা হাজ্জ এজেন্সি নিয়ে নেবে। এখন শুধু আমার নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য কিছু অতিরিক্ত টাকা (US $) নিবো। কত নিবো তা নির্ভর করছে আমি কেমন কেনাকাটা করবো তার উপর। তবে অতিরিক্ত তেমন কেনাকাটা না থাকলে ৩০০ থেকে ৪০০ ডলার নেয়া যেতে পারে। যদি আমার হাজ্জে কোন ভুল হয়ে যায় তাহলে আমাকে কাফ্ফারা দিতে হবে অর্থাৎ অতিরিক্ত একটা কুরবানী দিতে হবে। তাই কিছু অতিরিক্ত টাকা হাতে থাকা ভাল। US$ নিতে হবে এমন কোন কথা নেই, যে কোন দেশের টাকাই সেখানে ভাঙ্গানো যায়।

এই ধরণের গলায় ঝুলানো টাকার ব্যাগ নেয়াটাই নিরাপদ
যা বুকের উপর কাপড়ের নিচে থাকবে

টয়লেটে হোস পাইপ ব্যবহারে সতর্কতা

মক্কা-মদীনায় সর্বত্রই টয়লেটে বদনার পরিবর্তে হোস পাইপ ব্যবহৃত হয়। অনেক জায়গায়ই এই হোস পাইপের পানির খুব স্পিড থাকে। টয়লেট করার পর এটি ব্যবহার করতে গিয়ে অনেকে পড়নের কাপড় ভিজিয়ে ফেলেন এবং পানি ছিটিয়ে নিজেই অপবিত্র হয়ে যান। তাই আমাদেরকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ ইহরাম অবস্থায় হয়তো অনেকবার টয়লেটে যাওয়া হবে এবং অপবিত্র অবস্থায় কোন সলাত-ই আদায় হবে না এবং তাওয়াফও করা যাবে না। অনেকে হোসপাইপ ব্যবহারের পর মাটিতে ফেলে রাখে, অনেক সময় কমোডের মধ্যেও পরে থাকে। তাই টয়লেট থেকে বের হয়ে খুব ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে, তা না হলে ডাইরিয়া হতে পারে। সতর্কতার অভাবে মিনাতে অনেকেরই ডাইরিয়া হয়।

আমার টিম লীডার কেমন হবেন?

আমি নিজে ভুক্তভোগী, যার কারণে বিষয়টি শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরা জরুরী মনে করছি। আমরা সাধারণত কোন না কোন টিমের সাথে হাজ্জে যাই এবং সেই টিমের একজন টিম লীডার থাকেন। হতে পারে তিনি মাসজিদের ইমাম বা মাদ্রাসার কোন আলেম বা ট্রাভেল এজেন্সির মালিক। এজন্য বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমি যদি এই টিম লীডারের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হই তাহলে তার গাইডেন্সের উপরও আমার হাজ্জের কাজ-কর্ম অনেকটা নির্ভর করছে।

একটু বুঝিয়ে বলা যাক ঃ আমার টিম লীডার যদি authentic Islamic education-এ knowledgeable না হন তাহলে তিনি তার মতো করেই আমাদেরকে গাইড করবেন। আবার তিনি যদি administration-এ ভাল না হন এবং আরবী না জানেন তাহলেও আমরা পদে পদে হোঁচট খাবো। তাই সব বিষয়ে টিম লীডারের উপর নির্ভরশীল হওয়া ঠিক না। আগে থাকতেই নিজে authentic source থেকে পড়া-শোনা করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এই বিষয়ে আমি নিজেকে অসহায় বা অজ্ঞ যেন না ভাবি, কারণ আমি হয়তো ঐ টিম লীডারের চাইতে বেশী শিক্ষিত, আমি হয়তো কোন

কোম্পানির কোন দায়িত্বশীল পদে আছি। আমি জীবনে এতো বড় বড় দায়িত্ব পালন করছি আর এই হাজ্জ বিষয়ে এসে এতো নির্ভরশীল হচ্ছি কেন?

কেউ কাউকে ভুল না বুঝি। এখানে কোন আলেমকে বা কোন টিম লীডারকে ছোট করে দেখা হচ্ছে না। সবাইকে শুধু সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে। কারণ দশ বছর আগে আমি যে টিম লীডারের সাথে হাজ্জ করেছি তাতে ছিল প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি, তখন তা বুঝিনি। ইসলামে যা নেই তা খুব পুণ্যের কাজ মনে করে পালন করেছি টিম লীডারের উপদেশে। আর একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, আমি যে টিম লীডারের তত্ত্বাবধানেই যাই না কেন তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং তার আনুগত্য করতে হবে এবং এটা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ। তবে টিম লীডার যদি কোন বিদ'আতি কাজ করতে বলেন অর্থাৎ ইসলামে যা নেই তা করতে বলেন তাহলে তা অবশ্যই পালন করা যাবে না। ঐ কাজের জন্য টিম লিডারের কাছে সহীহ হাদীস থেকে দলিল চাইতে হবে যে আল্লাহর রসূল (সা.) কাজটি করেছেন কিনা। অনেকে বলেন হাদীসে আছে কিন্তু কোন দলিল দেখাতে পারেন না। তাই হাদীসে আছে এতোটুকুই যথেষ্ট নয়।

আমার রুমমেট কেমন হবেন?

মক্কা-মদীনায় সাধারণত পুরুষরা ৪/৫জন করে এক রুমে থাকে এবং মহিলারা ৪/৫জন করে আলাদা রুমে থাকেন। আমি যে গ্রুপের সাথে হাজ্জে যাচ্ছি তাদের সাথে নিজ দেশে থাকতেই পারিবারিকভাবে পরিচিত হয়ে নেয়া ভাল। ফ্লাইটের আগে আমার এজেন্সি হয়তো হাজ্জ সেমিনার বা ওয়ার্কশপ করবে তখনও তাদের সাথে পরিচয় হয়ে যাবে। তবে বেশীদিন আগে পরিচয় থাকলে ভাল। আমি তাদের মধ্য থেকে বেছে নিবো যে কাদের সাথে আমি রুমমেট হবো। চেষ্টা করবো সহীহ জ্ঞানী এবং পরহেজগার লোকদের সাথে রুমমেট হওয়ার জন্য। কারণ নানা চরিত্রের লোক হাজ্জে যান। যদি আমার রুমমেটরা আমার সমমনা না হন তাহলে তাদের আচার-আচরণ, রুমের আড্ডা, গল্পগুজব আমার ঈমান-আমলের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, আমি ইবাদতে গাফেল হয়ে যেতে পারি।

যারা ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছি যেমন, বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন তারা হাজ্জের বুকিং দেয়ার সময় বলে দিতে পারি যে, আমাদের নিজেদেরকে একটা আলাদা ফ্যামিলি রুম দিবেন যাতে আমরা নিজেরা একসাথে থাকতে পারি (মক্কা এবং মদীনা দুই জায়গাতেই)। তাহলে আর অন্যদের সাথে রুম শেয়ার করতে হবে না।

যাওয়ার পথে প্লেনে কিভাবে সময় কাটাবো?

- যাত্রার সময় থেকেই ক্বসর সলাত আদায় করবো। ফযর দু'রাক'আত, যোহর দু'রাক'আত, আসর দু'রাক'আত, মাগরিব তিন রাক'আত, ইশা দুই রাক'আত এবং বিতর ১ বা ৩ রাক'আত। (যোহর বা আসরের সময় যোহর-আসর এক সাথে এবং মাগরিব বা ইশার সময় মাগরিব-ইশা এক সাথে পড়বো)। মুসাফির অবস্থায় কোন সুন্নাহ বা নফল সলাত নেই।
- প্লেনে পানির সমস্যা থাকলে তায়াম্মুম করে নিতে হবে। বাসা থেকে ওযূ করার পর পায়ে মোজা পরে থাকলে পা ধোয়ার আর প্রয়োজন নেই। পানি দিয়ে ওযূর সবই করবো শুধু মোজার উপর মাসেহ করলেই চলবে। ট্রাভেল বা মুসাফির অবস্থায় তিন দিন পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করতে পারবো এবং ভ্রমণ ছাড়া অন্য সময় (মুকীম অবস্থায়) ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত। মোজা চামড়ার হতে হবে এমন কোন কথা নেই।
- প্লেনের ওয়াশরুমের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা খেয়াল রাখবো। পানি এবং টিসু পেপার/টয়লেট পেপার ফেলে যেন ম্যাস করে না ফেলি।
- বেশী বেশী ইস্তিগফার পড়বো। তবে ইহরাম বাঁধার আগ পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করবো না।
- সারাক্ষণ authentic দু'আ এবং যিকরে মশগুল থাকবো। সাথে পকেট কুরআন রাখতে পারি এবং সেখান থেকে তিলাওয়াত করতে পারি।
- অন্যান্যদের সাথে হাসি-ঠাট্টা বা গল্পগুজবে সময় কাটাবো না এবং পথে কোথাও ঝগড়া-ঝাটি করবো না। ধৈর্যধারণ করবো।

- হাজ্জের এই বইটি হাতের কাছেই রাখবো যাতে প্লেনে বসে আগাগোড়া আবার পড়তে পারি ।

- ফ্লাইটে সময় কাটানোর জন্য যেসব নিউজপেপার ও ম্যাগাজিন থাকে তা এবার পড়ার প্রয়োজন নেই । হাজ্জ বিষয় নিয়েই মশগুল থাকি ।

- আল কুরআনের অর্থ পড়তে পারি এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী পড়তে পারি ।

- হাজ্জের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিয়ে স্বামী-স্ত্রী আলোচনা করতে পারি । যারা একা যাচ্ছি তারা তার পাশের সিটের ভাইয়ের সাথে শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি ।

- সম্ভব হলে কিছুটা ঘুমানোর চেষ্টা করি এবং শরীরকে সতেজ রাখি । মহিলাদের সবসময় আল্লাহর ফরয হুকুম পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে । স্বামীর বন্ধু-বান্ধবদের সাথে প্রয়োজন ছাড়া গল্পগুজব করা যাবে না ।

- যদি আমি নন-মুসলিম এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করে থাকি তাহলে অবশ্যই হালাল খাবার পরিবেশন করতে বলবো এবং এই বিষয়ে আমি যথেষ্ট সতর্ক থাকবো । কারণ ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হালাল খাবার । টিকিট কাটার সময়ই হালাল খাবারের কথা এয়ারলাইন্সকে বলে দিতে হবে ।

- প্লেনে ভ্রমণের সময় আমার প্রয়োজনে এয়ারপোর্টে বিনা খরচে হুইল চেয়ার সুবিধা নিতে পারি । এই বিষয়েও টিকিট কাটার সময়ই এয়ারলাইন্সকে আগেই বলে দিতে হবে । তবে যাদের হাটার সমস্যা আছে অর্থাৎ বেশী হাটতে পারি না তাদের উচিত নিজ দেশ থেকেই একটা হুইল চেয়ার সাথে নিয়ে নেয়া যা মক্কা এবং মদিনায় সারাক্ষণ কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ ।

আমার মানসিক প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত?

হাজ্জে যাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণ সবর বা ধৈর্যধারণের প্রস্তুতি নেয়া এবং নীচের কয়েকটি জিনিস বাড়িতে রেখে রওনা দেয়া ঃ

- রাগ, ঘৃণা এবং ভয়;
- বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়া, এবং আরাম-আয়েশ;

- সবসময় নিজেকে হাসি-খুশি রাখা ।
- কারো সাথে তর্ক-বিতর্ক এবং ঝগড়ায় জড়িয়ে না যাওয়া ।
- কখনো উত্তেজিত না হওয়া ।
- সারাটা সময় নিজেকে গীবত থেকে দূরে রাখা। কোন গীবতের আলোচনায় না বসা ।
- বেহুদা লোকজনদেরকে এড়িয়ে চলা ।
- মক্কা এবং মদীনায় সারাক্ষণ অযূতে থাকার চেষ্টা করা ।
- সবার সাথে সম্মানের সাথে কথা বলা ।
- মক্কা-মদীনার সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই যদিও administrative দিক থেকে অনেক অভিযোগ বা shortcomings থাকতে পারে ।
- সবার জন্য সবসময় হৃদয় থেকে দু'আ করা এবং ভাল মন্তব্য করা ।
- সবসময় নিজের জন্য দু'আ করা ঃ 'হে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করো, আমার ভুলত্রুটি দূর করে দাও, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো' ।
- আমার সাথীদের এবং অন্যান্য হাজীদের সাহায্য, সহযোগিতা এবং খিদমতে এগিয়ে যাওয়া ।
- ছবি তোলা বা ভিডিও করা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখি, ঐদিকে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই। নিজের সেলফোন বা মোবাইল ফোন দিয়েও কাবা ঘরের ছবি নেয়ার প্রয়োজন নেই। আমার যদি কোন ছবি বা ভিডিও প্রয়োজন হয় তাহলে ইন্টানেটে হাজার-হাজার ছবি আছে, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবো ।
- সারাদিন কী কী করবো প্রতিদিন সকালেই তার একটা প্ল্যান করে ফেলি ।
- হাসি-ঠাট্টা কম করবো এবং আখিরাতের কথা বেশী বেশী স্মরণ করবো ।
- মৃত্যুর কথা স্মরণ করি, কবরের কথা স্মরণ করি, কবরের আযাবের কথা স্মরণ করি ।
- নিজের পূর্বের গুনাহের কথা বেশী বেশী স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাই। যতো বেশী পারি চোখের পানি ফেলি ।
- দেশে ফেরার আগে বেশী বেশী তওবা এবং ইস্তেগফার করি ।

৩য় অধ্যায়
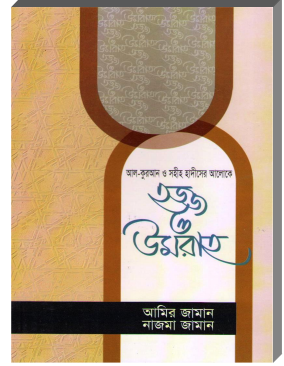
শিরক ও বিদ'আত মুক্ত হাজ্জ পালন

আমরা হয়ত অনেকেই দ্বীন ইসলাম না বুঝে হাজ্জ পালন করে থাকি। সঠিক জ্ঞানের অভাবে এবং সঠিক information-এর অভাবে আমরা নানা রকম শিরক-বিদ'আত ও ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে হাজ্জ পালন করে আসি। যার কারণে হাজ্জের প্রকৃত কল্যাণ বুঝতেও পারি না এবং তা থেকে বঞ্চিত হই।

আমি (আমির জামান) ২০০০ সালে বাংলাদেশ থেকে হাজ্জ আদায় করি। এর দশ বছর পরে ২০১০ সালে ক্যানাডা থেকে আবার সপরিবারে হাজ্জ পালন করি একটি ক্যানাডিয়ান টিমের সাথে যার টিম লীডার ছিলেন একজন নর্থ আমেরিকান সহীহ ইসলামিক স্কলার (জন্মসূত্রে এরাবিয়ান) শেখ আব্দুল মুনায়েম, ইমাম, কুরআন-সুন্নাহ সোসাইটি, টরন্টো। কিন্তু এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে প্রথমবার হাজ্জ এবং দ্বিতীয়বার হাজ্জের মধ্যে ছিল একটা বড় ধরনের ব্যবধান। প্রথমবার হাজ্জ করেছিলাম ইসলাম না বুঝে, কুরআন না বুঝে। মহা পূণ্যের আমল মনে করে আলিম টিম লিডারের সাথে থেকে মক্কা-মদীনায় গিয়ে শিরক ও বিদ'আতী কাজ করেছি। আর দ্বিতীয়বার হাজ্জ করেছি কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর পড়াশোনা করার পরে। এর ফলে আমরা অনুধাবন করতে পেরেছি যে হাজ্জের প্রকৃত কল্যাণ নির্ভর করছে ইসলামকে বুঝে এবং সেই অনুযায়ী আমল করার মধ্য দিয়ে।

শিরক কী?

শিরক হলো অংশীদারিত্ব

শরীয়তের পরিভাষায় শিরক হচ্ছে আল্লাহর নামের সাথে, আল্লাহর গুণের সাথে, আল্লাহর কাজের সাথে, আল্লাহর সত্ত্বার সাথে অথবা আল্লাহর ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার করা, তুলনা করা অথবা আল্লাহর সমকক্ষ বানানো। এক কথায় ঃ স্রষ্টার কোন পাওয়ার বা ক্ষমতা তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দেয়াই হচ্ছে শিরক। আল্লাহ বলেন ঃ

ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু শারীকুন ফিল মুল্‌ক
অর্থাৎ সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। (সূরা আল ফুরকান ঃ ২)

শিরক-এর পরিণাম জাহান্নাম

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

- ❑ *"আল্লাহর সাথে শিরক করলে তিনি তা কখনও ক্ষমা করবেন না। শিরক ছাড়া অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন। যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।" (সূরা নিসা ঃ ১১৬)*

- ❑ *"কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম (সূরা আল মায়িদা ঃ ৭২)*

কাবা ঘরকে নিয়ে নানা রকম শিরক থেকে সাবধাণতা

অনেকে অধিক নেকী ও দু'আ কবুলের আশায় হাজরে আসওয়াদ, রুকনে ইয়ামানী, কাবার দরজা, কাবার গিলাফ প্রভৃতির মধ্যে মুখ-বুক লাগিয়ে ঘসা-ঘসি করেন। কিছু পাওয়ার আশায় কাবার গিলাফের সুতা ছিড়ে নিয়ে আসেন। উচ্চঃস্বরে কান্নাকাটি করেন ও প্রচণ্ড ভিড় করে অন্যদের ইবাদতে

বিঘ্ন ঘটান ও কষ্ট দেন। মনে রাখতে হবে এতে দু'আ কবুলতো দুরের কথা বরং গুনাহ হবে। আর এধরণের কাজ ইসলাম বিরোধী এবং বিদ'আত। কারো দেখাদেখি এই ধরণের বিদ'আতী কাজ করা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। মনে রাখতে হবে ঃ

- আমরা কাবা ঘরকে সিজদা করি না বা কাবা ঘরের ইবাদত করি না।
- কাবা ঘরের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবা ঘরের দেয়ালের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবার গিলাফের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবার দরজার কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবার হাতীমের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- হাজরে আসওয়াদের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবা ঘরের কোন কর্ণারের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- মাকামে ইব্রাহিমের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- জমজমের কুপের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- সাফা-মারওয়া পাহাড়ের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- কাবার ইমাম সাহেবের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- মক্কা বা মদীনার মাটির কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।
- বাকী কবরস্থানের কোন ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই।

আমরা যদি মনে করি উপরের এই লিষ্টের কারো কোন বিন্দু পরিমাণও ক্ষমতা বা পাওয়ার আছে তাহলে তা হবে শিরক। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা ইবাদত করি একমাত্র মহান আল্লাহর এবং সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর। যা কিছু চাওয়ার আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। কাবা হচ্ছে আল্লাহকে সিজদা করার দিক নির্দেশনা অর্থাৎ কিবলা। মক্কার কাবার আগে কিবলা ছিল জেরুজালেমের মাসজিদে আকসা।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে নানা রকম শিরক

যদি কেউ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে অথবা প্রার্থনাকারীর পক্ষ হয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য করতে অনুরোধ করে তাহলে তারাও শিরক করে। তাওহীদ আল-ইবাদাহর মূল কথা হলো শুধু আল্লাহ ইবাদত পাবার যোগ্য, অন্য সকলের ইবাদত হারাম, আল্লাহর ইবাদত করতে গিয়ে কোন মধ্যস্থতাকারী বা উসিলা ধরাও জায়েয না। যদি কেউ জীবিত বা মৃত ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করে (সে যেই হোক না কেন), সেটা হবে পরিষ্কার শিরক। এই ধরনের প্রার্থনা আল্লাহর পাশাপাশি অন্যের উপাসনা করার মত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ *“দু’আ-ই ইবাদত” (আবু দাউদ)*। অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু’আ চাওয়া মানে হলো তার ইবাদত করা, যা শিরক এবং হারাম।

মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

“আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করো না যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না”। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৬৬)

“আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহবান কর তারা তো তোমাদের মতোই বান্দা”। (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৯৪)

অতিরিক্ত সতর্কতা

- অনেকে মনে করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নূরে তৈরী। অর্থাৎ তিনি আল্লাহরই একটা অংশ। (নাউযুবিল্লাহ) এই ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং শিরক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহর নূরে তৈরী এই ধরনের দলিল কেউ কুরআন এবং সহীহ হাদীসের কোথাও দেখাতে পারবে না। তিনি ছিলেন মাটির তৈরী মানুষ।

- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ট হবার সময় বিবি হাওয়া, বিবি আছিয়া ও মরিয়ম উপস্থিত ছিলেন এই ধারণা ভুল এবং এই তথ্যের কোন কুরআন-হাদীসের দলিল নেই।

- আবার অনেকে মনে করেন যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ এই পৃথিবী বা এই বিশ্বজাহান সৃষ্টি করতেন না। এই বিশ্বাস সম্পুর্ণরূপে ভুল এবং এর কোন কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিল নেই।

- সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর তৈরী করা হয়েছে। আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করার আগে এবং সকলকে সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ তা'আলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে প্রথমে ময়ূর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এই ধরনের কথা-বার্তা সম্পূর্ণ ভুল। এরও কোন কুরআন-হাদীসের দলিল নেই।

- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত না অর্থাৎ মারা যাননি, এই ধরনের আকীদা ভুল এবং শিরক।

- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে আল্লাহর সাথে যেন কোন বিষয়ে conflict হয়ে না যায়। নাতে রসূল (গান) পরিবেশনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন গানের কথার মধ্যে শিরক চলে না আসে। বাজারে এমন অনেক

নাতে রসূল আছে যেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহর সাথে শিরক করে ফেলা হয়েছে। যেমন ঃ 'মুহাম্মাদের নাম জপেছি..... বা ফুল ফুটে হেসে বলে ইয়া রসূলুল্লাহ........' ইত্যাদি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে যিকর করা যাবে না, যিকর হবে শুধু আল্লাহর নামে। এছাড়া বাংলা, উর্দু ও হিন্দিতে এমন অনেক শিরক মিশ্রিত কাউয়ালী রয়েছে যা সুস্পষ্ট হারাম।

- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শাফা'আত চাওয়া কারো জন্য জায়িয নয়। তবে এভাবে আল্লাহর কাছে শাফা'আত চাওয়া যেতে পারে ঃ "হে আল্লাহ! তোমার নবীকে আমার জন্য শাফা'আতকারী বানিয়ে দাও"। এখানে আসলে আল্লাহর কাছে চাওয়া হচ্ছে।

- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তি সত্ত্বার উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া শিরক।

পরামর্শ

সঠিক জ্ঞানের অভাবে আমরা অনেক সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে গুরুতর গুনাহর কাজ করে ফেলছি। তাই একটা ফরমুলা সবসময় মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যেখানেই অতিরিক্ত বা অতিরঞ্জন কিছু দেখবো সেখানেই একটু চিন্তা করবো এবং authentic দলিলের সাথে মিলিয়ে দেখবো যে এই ধরনের কিছু কুরআন-সুন্নাহতে আদৌ আছে কিনা। এই ব্যাপারটা শুধু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে নয়, যে কোন ওলির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কিছু শুনলে অবশ্যই এর source জানার চেষ্টা করবো এবং সবাইকে সতর্ক করে দিবো। ইতিহাস এবং তাফসীর পড়লে দেখবো যে ঈসা আলাইহিস সালামকে এই পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়ার ৩২৫ বছর পর তৎকালীন খৃষ্টান ধর্মের নেতাগণ ঈসা আলাইহিস সালামের অতিরিক্ত প্রশংসা করতে গিয়ে আস্তে আস্তে তাকে আল্লাহর পুত্র বলে ঘোষণা দিয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ)। [Doctrine of Trinity of God]

এটি মুহাম্মাদ (সা.) এর কবর। একে ‘রওজা মুবারক’ বলা যাবে না, বললে হবে বিদ’আত। মুহাম্মাদ (সা.) এর কবরের নিকট বা মুহাম্মাদ (সা.)-এর নিকট কোন কিছু চাওয়া যাবে না, চাইলে হবে শিরক।

আমাদের সমাজে প্রচলিত শিরক

১. **দু’আর শিরক ঃ** নবী, আওলিয়া, পীর বা মাজারের কাছে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, প্রমোশন, রোগমুক্তি, সন্তান লাভ ইত্যাদির জন্য দু’আ (প্রার্থনা) করা শিরক।

২. **মহব্বতের শিরক ঃ** কোন পীর দরবেশ বা অলীকে আল্লাহর মত ভালবাসা শিরক।

৩. **আনুগত্যের শিরক ঃ** কুরআন-হাদীসের পরিপন্থী কাজে পীর, ইমাম বা আলিমদের আনুগত্য করা শিরক।

৪. **সম্পর্কের শিরক ঃ** আল্লাহপাক তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিলীন হয়ে আছেন এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এইরূপ ধারণা করা শিরক।

৫. **ব্যবস্থাপনা শিরক ঃ** আওলিয়া ও কুতুবগণ সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন এই বিশ্বাস করা শিরক।

৬. **ক্ষমতার শিরক ঃ** বিপদে পড়লে স্বীয় পীরকে স্মরণ করা শিরক। খাজা বাবা বা আব্দুল কাদের জীলানী বা অন্যান্যদেরকে স্মরণ করা শিরক।

৭. **গুণের (সিফত) শিরক ঃ** আল্লাহর কোন কোন সৃষ্টিকে ঐ সমস্ত গুণের অধিকারী মনে করা যা শুধু একমাত্র আল্লাহর। যেমন নবী, রসূল, পীর, আওলিয়া, জ্বীন গায়েবের খবর জানে বলে ধারণা করা শিরক।

৮. **আমলের শিরক ঃ** আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য কুরবানী করা, মানত করা, নজর-নেয়াজ দেয়া ইত্যাদি শিরক।

৯. **তাওয়াফের শিরক ঃ** কাবাঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাওয়াফ করা শিরক (অর্থাৎ পীর আওলিয়াদের মাজার তাওয়াফ করা শিরক)।

১০. **হিফাজতের শিরক ঃ** বিদায়ের আগে কারো নিরাপত্তা কামনায় পীর আওলিয়াদের নাম করে তাদের হিফাজতে দিয়ে দেয়া শিরক।

১১. **মর্যাদার শিরক ঃ** আল্লাহ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একই মর্যাদার অধিকারী মনে করা কিংবা কোথাও লিখে রাখা শিরক।

১২. **রিসালাতের শিরক ঃ** মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত জীবন বিধানকে লংঘন করে কারো কোন ফতওয়াকে যদি কেউ কবুল করে এবং মনেপ্রাণে তা মেনে নেয় তাও রিসালাতের শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১৩. **ইবাদতের শিরক ঃ** আল্লাহ ছাড়া অন্যকে দেখানোর জন্যে ইবাদত করা। নবী, রসূল, ফিরিশতা, পীর, দরবেশ, ফকির, আউলিয়া, জ্বীন, গণক, যাদুকর, তাবিজকারী অথবা অন্য কারো ইবাদত করা অথবা আল্লাহর ইবাদতের সময় তাদেরকে অংশীদার বানানো শিরক।

১৪. **নির্ভরতার শিরক ঃ** শরীরে তাবিজ লটকানো, আকিক বা এ ধরণের অন্যান্য পাথর ব্যবহার করলে ভাগ্য পরিবর্তন হবে এমন আক্বিদা (বিশ্বাস) থাকা শিরক ।

১৫. **অন্যান্য শিরক ঃ** আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর কসম খাওয়া, অন্যের যিকর করা, অন্যের নিকট তওবা করা, কাউকে ক্ষতি ও উপকারের মালিক মনে করা এবং কাউকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা শিরক । এছাড়া মঙ্গল শোভাযাত্রা, দই মঙ্গল, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো, শিখা অর্নিবান, কোন উপলক্ষে মোমবাতী প্রজ্জলন ইত্যাদি মুসলিদের পালন করা শিরক ।

কবর/মাজারকে ঘিরে নানা রকম শিরক

ইসলামের কবর যিয়ারত করা জায়েয ও সুন্নত-সমর্থিত । কিন্তু বর্তমানে কবর, বিশেষ করে পীর-অলী বলে কথিত লোকদের কবরকে কেন্দ্র করে মাজার নাম দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে যা কিছু করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ বিদ'আত, ইসলাম বিরোধী এবং সুস্পষ্ট শিরক, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না ।

যেমন ঃ মাজার বা কবরকে চুমু খাওয়া, কবরে হাত লাগানো, কবরে পশু জবেহ করা, কবরে উরস করা, কবরে মানত করা, কবরে গিয়ে কান্না-কাটি করা, কবরে শায়িত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া, কবরে টাকা-পয়সা দেয়া, কবরে সিন্নি দেয়া, কবরে মোমবাতি জ্বালানো, কবরে আগরবাতি জ্বালানো, কবরে আতর-গোলাপ দেয়া, কবরে ফল-ফুল দেয়া, কবর বা মাজার থেকে ফেরার পথে উল্টো হয়ে বের হওয়া ইত্যাদি সুস্পষ্ট শিরক ।

কবর পাকা করা নিষেধ

কবরকে পাকা ও শক্ত করে বানাতে, তার ওপর কোনোরূপ নির্মাণ কাজ করতে, তার ওপর বসতে এবং তার ওপর কোনো কিছু লিখতে, কবরকে মাটি থেকে উচু করতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট নিষেধ করেছেন । এবং কবরের উপরে নির্মিত যেকোন কাঠামো ভেঙ্গে ফেলতে হবে

এবং কবর মাটির সাথে মিলিয়ে ফেলতে হবে। (সহীহ মুসলিম, আবু-দাউদ, আন-নাসাঈ)

আমরা যদি মদীনার মাসজিদে নববীর পাশে বাকী নামক কবরস্থানে যাই তাহলে দেখবো সেখানে ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু, ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহা, মা আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহাসহ শত শত সাহাবীর কবর রয়েছে এবং একটা কবরও মাটি থেকে উচু বা বাঁধানো নয়, কোন সাইনবোর্ড নেই, শুধু মরুভুমি; তবে চিহ্ন স্বরূপ কোন কোন কবরে এক টুকরা পাথর রয়েছে।

কবরে মসজিদ নির্মান নিষেধ

আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেছিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের ওপর এ জন্যে যে, তারা তাদের পয়গম্বরদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু-দাউদ, দারীমি)

তাই যে সকল মাসজিদের পাশে কবর বা মাজার আছে সেখানে সলাত পড়ার সময় খুব সাবধান থাকতে হবে যে, কোন কারণে যেন কবরে শায়িত ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ বা প্রার্থনা না হয়ে যায়, যদি হয় তাহলে সরাসরি শিরক হয়ে যাবে। মদীনায় গিয়ে আমরা যেন ভুল না বুঝি যে, রসূল (সা.)-এর কবরতো মাসজিদে নববীর ভিতরে! আসলে রসূল (সা.)-এর কবর হয়েছিল মা আয়িশার ঘরের মধ্যে এবং মাসজিদে নববীর ভিতরে নয় এক পাশে। এই কবরটি নিরাপত্তার কারণে এবং মানুষের অতিভক্তির কারণে শিরক থেকে দূরে রাখার জন্য এভাবে দেয়াল দিয়ে প্রটেক্ট করে দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়েছে। সতর্কতা ঃ মাসজিদে নববীতে সলাত আদায়ের সময় সতর্ক থাকতে হবে যে সলাতের মধ্যে যেন মনোযোগ রসূল (সা.) দিকে না চলে যায়।

কবরে সলাত পড়া এবং ইবাদতের স্থান বানানো নিষেধ

নিয়্যত যাই থাকুক না কেন কবরস্থানে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা দেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কবরস্থান এবং শৌচাগার ব্যতীত জমীনের সকল স্থানই মসজিদ (ইবাদতের স্থান)। (আত-তিরমিযী, আবু-দাউদ, ইবনে মাজাহ)

উমর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের বাড়িতে (নফল/সুন্নত) সলাত আদায় কর, তাকে কবরস্থান বানাইও না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

কবরস্থানে কুরআন পড়া নিষেধ

কবরস্থানে কুরআন পড়ার অনুমতি নেই। কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁর সাহাবীগণ পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। বিশেষ করে মা আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো কবরে গিয়ে কী পড়তে হবে? তিনি সালাম (শান্তির সম্ভাষণ) এবং দু'আ করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে সূরা আল-ফাতিহা পড়তে বলেননি। (Ahkaam al-Janaaz)

কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মুনাজাত করা নিষেধ

ইচ্ছাকৃতভাবে কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রার্থনা (মুনাজাত) করতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। কারণ পরবর্তিতে অজ্ঞ লোকেরা এই ধরনের কাজকে স্বয়ং মৃতদের প্রতি উদ্দেশ্য করে প্রার্থনা করা বলে ধরে নিতে পারে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কবরের দিকে লক্ষ্য করে সলাত আদায় করিও না অথবা ঐগুলির উপর বসিও না। (সহীহ মুসলিম, আবু-দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

সতর্কতা ঃ মাসজিদে নববীতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের কাছে গিয়ে যখন কেউ সালাম দেয় তখন দেখা যায় সৌদি পুলিশ কাউকে কবরের দিকে মুখ করে মুনাজাত করতে দিচ্ছে না, কারণ এটা শিরক

হয়ে যেতে পারে। তাই কেউ যদি দু'আ বা মুনাজাত করতেই চায় তাহলে কিবলামুখি হয়ে করতে হবে।

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বিদেশ সফর নিষেধ

কোন নবী বা ওলী বা কোনো নেককার লোকের কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে নিজের দেশে বা বিদেশে সফর করাও জায়েয নয়। মনে রাখতে হবে যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যেও মদীনায় যাওয়া যাবে না, যেতে হবে মাসজিদে নববী পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম দলীল হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তীব্র ও জোরদার নিষেধ বাণী। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

আল্লাহর নৈকট্য লাভমূলক সফর কেবল তিনটি মসজিদ যিয়ারতের জন্য করা যাবে, তা হলো ঃ মাসজিদে হারাম (কাবা ঘর), মাসজিদে নববী, এবং মাসজিদে আকসা। এ ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অপর কোনো স্থানের জন্যে সফর করবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবু-দাউদ, তিরমিযী, আন-নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

কবর যিয়ারতের সঠিক নিয়ম

কবর যিয়ারত করা জায়েয কিন্তু তা করতে হবে শরীয়ত সম্মতভাবে। কবরস্থানে গিয়ে শরীয়ত বিরোধী কোনো কাজ করা যাবে না, কোনো অবাঞ্ছিত কথাও বলা যাবে না। ইমাম নববী লিখেছেন ঃ 'যিয়ারতকারীর কর্তব্য কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে প্রথমে সালাম করবে এবং কবরস্থ সকলের রূহের প্রতি মাগফিরাত, রহমত নাযিল হওয়ার জন্যে আল্লাহর নিকট দু'আ করবে।' এই সালাম ও দু'আ তাই হওয়া উচিত, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে (দু'আর অধ্যায়ে কবরের দু'আ রয়েছে)। কবর ধরা, স্পর্শ করা এবং তাকে চুমু খাওয়া – যা বর্তমান কালের সাধারণ মানুষ করছে– নিঃসন্দেহে শিরক ও বিদ'আত, শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং ঘৃণিত। তাই পরিত্যাজ্য।

বিদ'আত কী?

বিদ'আতের সংজ্ঞা

যে সব ধরনের কাজ বা অনুষ্ঠান ইবাদত বা সওয়াবের কাজ বলে কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যা কখনো করেননি বা কাউকে কখনো করতে বলেননি, তাঁর সাহাবাদের সময়ও তা ইবাদত হিসাবে প্রচলিত ছিলোনা, এমন সব কাজ বা অনুষ্ঠানাদি সওয়াবের উদ্দেশে পালন করার নামই বিদ'আত।

বিদ'আত বলতে বুঝায় দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনা, নতুন কিছু ঢুকিয়ে দেয়া। যেমন একটি উদাহরণ দেয়া যাক ঃ খাওয়ার সময় বলতে হয় 'বিসমিল্লাহ' কিন্তু আমরা যদি ভাল মনে করে আর একটু বাড়িয়ে বলি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' তাহলেই সেটা হবে বিদ'আত। আবার যেমন, প্রত্যেক ফরয সলাতের পর ৩৩বার করে 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবর' পড়তে হয় কিন্তু আমি ভাল মনে করে ৩৩বারের জায়গায় যদি ৪০বার করে নিয়মিত পড়ার প্রচলন করি তাহলেই সেটা হবে বিদ'আত।

আর এভাবে যদি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ভাল মনে করে যে যার মতো পরিবর্তন আনতে থাকে তাহলে আল্লাহ তাঁর রসূল (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদের জন্য যে ইসলাম পাঠিয়েছেন একসময় এর অরিজিনাল অস্তিত্ব আর থাকবে না। তাই নিম্মের সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতে যে কোন ধরণের পরিবর্তনকে ব্যান্ড করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোন প্রকার পরিবর্তন চলবে না, ইসলাম পরিপূর্ণ।

বিদ'আতের বিপক্ষে কুরআনের দলিল

দশম হিজরীতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হাজ্জের ভাষণের পর আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

"আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্যকভাবে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে

ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম--[মনোনীত করলাম]।" (সূরা আল মায়িদা ঃ ৩)

এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ, তাতে নেই কোন কিছুর অভাব। অতএব তা মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সকল দ্বীনি প্রয়োজন পূরণে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। এই দ্বীনে বিশ্বাসীদের দিক নির্দেশনা বা গাইডেন্সের জন্য এই দ্বীন ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাবার প্রয়োজন অতীতেও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবেনা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

- দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন আবিস্কৃত বিষয় বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী এবং প্রত্যেক গুমরাহীর পরিণাম হল জাহান্নাম। (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

- আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত ঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে কোন নতুন পদ্ধতি আনলো যা আমাদের দ্বীনে নেই তা গ্রহণ করা হবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

- যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে লানত করেন। (সহীহ মুসলিম)

বিদ'আতীর পরিণাম

মহান আল্লাহ বলেন ঃ "(হে মুহাম্মাদ), আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দেব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে? অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে।" (সূরা আল কাহ্‌ফ ঃ ১০৩-১০৪)

হাজ্জ ও উমরাহ সংক্রান্ত বিদ'আত

১) প্রত্যেক তাওয়াফে বা সায়ীতে নির্দিষ্ট দু'আ পড়া।

২) মক্কা-মদীনা, আরাফা, মুযদালিফা, ওহুদের ময়দান, বদরের ময়দান- এ ধরনের জায়গার মাটি, গাছ, পাথর ইত্যাদি সংগ্রহ করে বরকতস্বরূপ দেশে নিয়ে যাওয়া।

৩) হাজ্জ বা উমরাহর সময় ছাড়া অন্য সময়ে মাথা কামানো সুন্নাত মনে করা।

৪) হাজ্জ করে নিজের নামের সাথে আলহাজ্জ উপাধি লাগানো।

৫) হাজ্জ করতে হবে ঘরে বসেই আর তা হবে রূহানী জগতের মাধ্যমে, এই ধরনের বিশ্বাস থাকা।

৬) পীরের কলবের ভিতরেই আছে কাবা। তাই পীরের সেবা করলেই হাজ্জ হয়ে যাবে, এসব কথায় বিশ্বাস করা।

৭) ঢাকার টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমাকে দ্বিতীয় হাজ্জ বলা বা মনে করা এবং ইহরামের কাপড় পরে সেখানে উপস্থিত হওয়া।

৮) ঢাকার টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমাকে গরিবের হাজ্জ মনে করা। (বিদ'আত এবং শিরক)

৯) ওহুদ পাহাড়ের মাটি এনে তা শিফা হিসাবে ব্যবহার করা বিদ'আত ও শিরক।

১০) যমযম কূপের পানি এনে তা আবার পীরসাহেব বা হুজুর কেবলা দ্বারা পানির মধ্যে ফুঁ দিয়ে তা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে দেয়া।

১১) পীর কেবলার অনুমতি না পেলে ফরয হাজ্জে যাওয়া যাবে না এই ধরনের আকীদা শিরক। এখানে হাজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হাজ্জ পালন না করে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হচ্ছে এবং পীর বাবার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করে সরাসরি শিরক করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহর কোন ফরয হুকুম পালন করার জন্য পীর-আওলিয়ার কোন অনুমতির তো প্রশ্নই উঠে না। এমনকি যে কোন ফরয হুকুম পালন করার জন্য কোন নবী-রসূলেরও অনুমতির প্রয়োজন নেই, কারণ আদেশটা তার বান্দার জন্য সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে।

১২) সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে (ক) কাবা শরীফ (খ) মাসজিদে নববী এবং (গ) মাসজিদে আকসা ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা বিদ'আত।

মদীনার সাত মাসজিদের যিয়ারত করা বিদ'আত

ভারত উপমহাদেশের মুসলিমগণ মদীনার সাত মাসজিদে ঘুরে ঘুরে সওয়াবের কাজ মনে করে যিয়ারত করেন, কিন্তু এটা সুস্পষ্ট বিদ'আত। এই সাতটি মসজিদ টুরিষ্ট স্পট হিসেবে আমরা দেখতে যেতে পারি কিন্তু কিছুতেই মনে করা যাবে না যে এগুলো যিয়ারত করলে বা সেখানে গিয়ে দু'রাক'আত নফল সলাত আদায় করলে কোন অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যাবে, কারণ এটা সহীহ হাদীস সমর্থিত নয়।

তবে মাসজিদে কুবাতে গিয়ে সলাত আদায় করা সুন্নাহ যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাড়িতে ওযূ করে কুবা মাসজিদে গমণ পূর্বক দু'রাক'আত সলাত পড়বে সে উমরাহর সওয়াব লাভ করবে। (ইবনু মাজাহ)

মক্কার কিছু কিছু স্থান যিয়ারতে সওয়াব মনে করাও বিদ'আত

একইভাবে মক্কায়ও কিছু কিছু স্থান আছে আমরা হয়তো সেগুলো পরিদর্শনে যাবো। যেমন ঃ জাবালে নূর বা হিরা গুহা, ছুর পাহাড়, মক্কার কবরস্থান, মাসজিদে জিন, আব্দুল মুত্তালিবের বাড়ি ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, এগুলো আমি দেখতে যাবো শুধু টুরিষ্ট স্পট হিসেবে, কোন সওয়াবের উদ্দেশ্যে নয়। এখানে গিয়ে নফল সলাত আদায় করা বিদ'আত।

সতর্কতা ঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার ময়দানে যে পাহাড়ের পাদদেশে (জাবালে রহমাত) দাঁড়িয়ে বিদায় হাজ্জের ভাষণ দিয়েছিলেন, চিহ্ন হিসেবে সৌদি সরকার সেই স্থানে সিমেন্টের একটি পিলার বানিয়ে রেখেছেন। হাজীরা যখন সেখানে যান তখন অনেকেই এই পিলারকে ঘিরে নানারকম শিরক এবং বিদ'আতী কাজ করে থাকেন। যেমন ঃ অনেকে নিয়্যত করে ঐ পিলারের গায়ে কিছু লিখেন, কেউ পিলারে চুমু খান, কেউ এই

স্থানে দু'রাক'আত নফল সলাত আদায় করেন, কেউ মুনাজাত করেন, কেউ কান্না-কাটি করেন, কেউ পিলারের গায়ে মাথা ঠুকেন ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে, এই সিমেন্টের পিলারের কোন স্পেশাল ফযিলত নেই। তাই এই ধরনের সকল কাজই সুস্পষ্ট শিরক এবং বিদ'আত।

তসবীহ ছড়ার ব্যবহার ঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ হচ্ছে হাতের আংঙুলকে গণনার কাজে ব্যবহার করা। সওয়াবের উদ্দেশ্যে তসবীহ ছড়া ব্যবহার করা বা সর্বদা সওয়াবের উদ্দেশ্যে হাতে তসবীহ ছড়া রাখা বিদ'আত। আমরা যদি ইতিহাস পড়ি তাহলে দেখবো যে এই তসবীহ ছড়ার ব্যবহার এসেছে খ্রীষ্টানদের থেকে। তবে ক্যালকুলেটর হিসেবে (গণনা কাজের সুবিধার্থে) তসবীহ ছড়া ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে বৃদ্ধরা বা অসুস্থরা হাতের আঙুলে যদি হিসাব রাখতে না পারেন তাহলে তসবীহ ছড়া ব্যবহার দূষণীয় নয়।

কুরবানীকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত

১) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কুরবানী করা।
২) হাজ্জে গিয়ে দুইটি কুরবানী অবশ্যই দিতে হবে এটি বিদ'আত।
৩) একই পশুতে কুরবানী ও আকিকার নিয়্যত করা।
৪) কুরবানীর সময় মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত করে পশু কুরবানী করা।
৫) কুরবানীর পশুর সামনে কার কার নামে কুরবানী করছে তাদের নামের তালিকা পাঠ করা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে সেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম বসিয়ে দেয়া।
৬) কুরবানীর মাংস শুকিয়ে বা ফ্রিজে রেখে দিয়ে সওয়াবের কাজ মনে করে তা মহররম মাসে খাওয়া।

বিশেষ নোট ঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কুরবানী করা বিদ'আত এই জন্য যে এই কাজ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কোন মেয়ে, কোন স্ত্রী, কোন আত্মীয়-স্বজন বা চার খলিফার কোন একজন বা কোন সাহাবী বা কোন তাবীঈ বা কোন তাবে-তাবীঈ করেননি। যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কুরবানী করা যেত বা কোন সওয়াবের কাজ হতো,

তাহলে তাঁরা অবশ্যই তা করতেন। যেহেতু তাঁরা কেউ সওয়াবের কাজ বা দ্বীন ইসলামের কাজ মনে করে করেননি, তাই এটা সুস্পষ্ট বিদ'আত।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদ'আত

১) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি না করলে দুনিয়াতে কোন কিছু সৃষ্টি হতো না এমন আক্বীদাহ পোষণ করে সওয়াবের আশা করা।

২) মাসজিদে নববীতে গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মুনাজাত করা।

৩) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে হাজ্জ অথবা উমরাহ করা।

৪) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের নিকটে না গিয়ে দূর হতে কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়া।

৫) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে বার বার গিয়ে যিয়ারত করা অভ্যাসে পরিণত করা।

৬) অন্য কারো মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে সালাম পাঠানো।

৭) সর্বদা কোন নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট দিনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত করা।

৮) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে গিয়ে উচ্চস্বরে সালাম দেয়া।

৯) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করাকে সওয়াব মনে করা।

১০) ওয়াজ মাহফিলের সময় নারায়ে রিসালাত বলে উচ্চস্বরে ইয়া রসূলুল্লাহ বলা।

১১) আজানের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আসলে দুই বৃদ্ধাঙুলি দিয়ে দুই চোখের উপর লাগিয়ে চুমু খাওয়া।

১২) মাসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ দেখা মাত্রই দুরুদ ও সালাম পাঠ করা।

১৩) কোন ইসলামি মাহফিলের দু'আ, দরূদ ও যিকরের সওয়াব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মদীনায়, সকল ওলিদের রুহে ও সকল মৃতদের কবরের দিকে পাঠিয়ে দেয়া।

১৪) সুন্নতী পোশাকের নামে বিশেষ ধরনের পোশাক পরা।

১৫) নতুন নতুন দরূদের আবিস্কার করা এবং তা পড়া।

১৬) জস্‌নে জুলুস পালন করা। নিজেকে আশেকে রসূল বলে প্রচার করা।

১৭) বালাগাল উলা বি কামালিহি, কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি..... ইত্যাদি বলা শিরক এবং বিদ'আত। এটি ইরানের কবি শেখ সাদীর একটি কবিতা, এই কবিতায় কামালিহি অর্থাৎ কামালিয়াত আপত্তিকর শব্দ। এটা শুধু আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে হতে পারে না।

- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরকে "রওজা" বলা বিদ'আত। 'রওজা বা রাওদা' হচ্ছে বাগান, রাওদা শব্দ থেকে রিয়াদ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল মসজিদকে বলা হয় 'রিয়াদুল জান্নাত' অর্থাৎ জান্নাতের বাগানসমুহের একটি বাগান।

- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত করা ওয়াজিব নয় এবং হাজ্জেরও কোন শর্ত নয়। তবে মাসজিদে নববী যিয়ারত করা সুন্নাহ, এবং এটা শুধু হাজ্জের সময় নয় সবসময়ই সুন্নাহ।

- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের সামনে গিয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে সলাতের মতো দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং সালাম পেশ করা ঠিক নয়। ঐভাবে শুধু মহান আল্লাহর সামনেই দাঁড়াতে হয়।

অন্যান্য বিদ'আত

১) উমরী কাযা সলাত পড়া বিদ'আত। (কাযা সলাত বলতে কুরআন-হাদীসে কিছুই নেই)

২) সফরে ক্বসর না পড়ে নিয়মমত সলাত পড়া। (তবে জামাতে হলে জামাতকেই অনুসরণ করতে হবে)

৩) সফরে দুই ওয়াক্ত সলাত একত্রে না পড়া।

৪) কবরকে ‘মাজার’ বলা। যেমন ঃ শাহ্‌জালালের মাজার, শাহ্‌পরাণের মাজার ইত্যাদি।

৫) মদীনার বাকী কবরস্থানকে ‘জান্নাতুল বাকী’ বলা বিদ’আত। এটা ইরানের সিয়াদের দেয়া নাম।

৬) মদীনার বাকী কবরস্থানে যাদেরই কবর হবে তারা তারা জান্নাতে যাবে, এধারণাও বিদ’আত।

৭) যমযমের পানি শিফা হিসাবে কোন রোগের জন্য পানি পড়া হিসাবে পড়ে দেয়া বিদ’আত।

৮) হাজ্জের সাদা কাপড়গুলো যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে রেখে দেয়া এবং কবরের আজাব লাঘবের উদ্দেশ্যে কাফনের কাপড় হিসেবে ব্যবহার করা বিদ’আত।

৯) অনেকে তাওয়াফ শেষের দুই রাক’আত সলাত দীর্ঘ করেন। অতঃপর সলাত শেষে বসে দীর্ঘ মুনাজাতে লিপ্ত হন। এটি একেবারেই সুন্নত বিরোধী কাজ।

১০) অনেকে মনে করেন মসজিদুল হারামে প্রবেশের পর প্রথমে দুই রাক’আত তাহ্‌ইয়াতুল মসজিদ পড়ে তারপর তাওয়াফ করতে হবে। এটা ভুল। আগে তাওয়াফ করে তারপর দুই রাক’আত নফল সলাত আদায় করতে হয়। এটাই তাহ্‌ইয়াতুল মাসজিদের জন্য যথেষ্ট হবে।

১১) অনেকে বিদায়ী তাওয়াফ শেষ করে ফেরার সময় কাবা ঘরের দিকে মুখ করে কবর পূজারীদের মত পিছন দিকে হেঁটে বের হন, এটা বিদ’আত।

১২) বিভিন্ন নামে নামে তাওয়াফ করা। যেমন- মায়ের নামে, ছেলের নামে ইত্যাদি বিদ’আত।

১৩) মাসজিদে নববীর খুঁটিকে ‘হানড়বা খুঁটি’ ‘আয়িশা খুঁটি’ ইত্যাদি মনে করে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করা ও এসব এর উসীলায় দু’আ করা বিদ’আত।

১৪) আলী মসজিদ, আবুবকর মসজিদ ইত্যাদিতে বরকত মনে করে সলাত আদায় করা বিদ’আত।

১৫) ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহার কবুতর মনে করে গম ছিটানো বিদ‘আত।

এ রকম যত নতুন নতুন পন্থা ও আকীদা দ্বীনের মধ্যে যোগ করা হয়েছে এবং সওয়াবের কাজ মনে করা হচ্ছে তার সবই বিদ'আতের অন্তর্গত। কেননা এগুলোর স্বপক্ষে কুরআন এবং হাদীসের নির্দেশ নেই। একটু পরিষ্কার করে বললে বলা যায় যে দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ, এখানে কোন কিছু বাড়ানো বা কমানোর সুযোগ নেই। কেউ যদি এহেন কাজ করেন তাহলে সেটা আপাতদৃষ্টিতে যত ভাল বা সওয়াবের কাজ বলেই মনে হোক না কেন তা হবে বিদ'আতের আওতাভুক্ত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার আগেই দ্বীন ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ বলেছেন ঃ

"আজ আমি দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম।"
(সূরা আল মায়িদা ঃ ৩)

অন্য কারো মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে সালাম পাঠানো বিদ'আত

হাজ্জে যাওয়ার আগে একটা common চিত্র আমরা সকলের নিকট থেকে পাবো আর তা হচ্ছে যখন-ই কেউ শুনবে যে আমি হাজ্জে যাচ্ছি তখন সে আমাকে বলবে "ভাই আমার সালাম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে দিবেন।" মনে রাখতে হবে, অন্য কারো মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরে সালাম পাঠানো সুস্পষ্ট বিদ'আত। কারণ কোন সাহাবী এটা করেননি। কেউ যখন দূর থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দেন বা দরূদ পাঠ করেন তখন তা ফিরিশতাদের মাধ্যমে পৌঁছানো হয়। (আবু দাউদ, নাসাঈ) তাই কোন ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর কাছে সালাম পাঠানোর প্রয়োজন নেই। তাই আমার দায়িত্ব হবে যখন কেউ আমাকে সালাম পৌঁছানোর কথা বলবেন তখন আমি খুব সুন্দর করে তাকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিবো যেন সে মনে কষ্ট না পান বা ভুল না বুঝেন।

হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে সতর্কতা

আবেস ইবনে রাবীআ রাদিআল্লাহু আনহু উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উমর) হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তাতে চুমু দিয়ে বললেন, আমি জানি তুমি একটি পাথর বৈ কিছু নও। তুমি কারো অনিষ্ট

করতেও পার না, আবার উপকার করতেও সক্ষম নও। যদি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমায় চুমু দিতাম না (সহীহ বুখারী)

তাই মনে রাখতে হবে হাজরে আসওয়াদের কোন ক্ষমতা নেই। হাজরে আসওয়াদের নিকট কিছু চাওয়া যাবে না, চাইলে হবে শিরক। হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া সুন্নাহ। হাজরে আসওয়াদে মুখ লাগিয়ে চুমু দিতে পারলেই উত্তম। তবে প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে, অন্যকে কষ্ট দিয়ে, যুদ্ধ করে ধাক্কাধাক্কি করে হাজরে আসওয়াদে গিয়ে চুমু দেয়ার কোন মানে নেই। এতে সওয়াব তো দূরের কথা বরং গুনাহগার হতে হবে। আর মহিলাদের তো প্রশ্নই উঠেনা। তাই এই ভিড়ের মধ্যে দূর থেকে হাত দ্বারা ইশারা করবো কিন্তু ইশারাকৃত হাতে চুমু দেবো না।

মদীনায় ৪০ ওয়াক্ত সলাত পড়া ওয়াজিব মনে করা বিদ'আত

মদীনা যাওয়া বা যিয়ারত করা হাজ্জের কোন অংশ নয়। এটা আমার ইচ্ছা, আমি হাজ্জ করতে এসে মদীনায় চাইলে যেতে পারি অথবা নাও যেতে পারি। হাজ্জ, উমরাহ অথবা যিয়ারতে এসে মদীনা শরীফে ৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত সলাত পড়া ওয়াজিব মনে করা বিদ'আত। কোন সহীহ হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। তবে সওয়াবের উদ্দেশ্যে শুধু পৃথিবীর তিন জায়গা যিয়ারত করা যাবে, যথা ঃ মক্কার মাসজিদে হারাম, মদীনার মাসজিদে নববী এবং জেরুজালেমের মাসজিদে আকসা এবং সেই সূত্র ধরে আমি মদীনার মাসজিদে নববী যিয়ারত করতে পারি। কারণ অনেকে অনেক দূর দেশ থেকে মক্কায় হাজ্জ করতে আসেন এবং সেই সাথে মদীনাও যিয়ারত করে যান। তবে

পরিষ্কার মনে রাখতে হবে, আমি মদীনায় না গেলে আমার হাজ্জের কোন প্রকার ক্ষতি হবে না এবং হাজ্জের সাথে মদীনার কোন সম্পর্ক নেই ।

কেউ আবার ভুল না বুঝি । এই আলোচনায় মাসজিদে নববীর কোন মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হচ্ছে না । শুধু বিষয়টা সকল হাজ্জ যাত্রি ভাই ও বোনের নিকট পরিষ্কার করা হচ্ছে । কারণ আমাদের ভারত উপমহাদেশে এই বিষয়ে অর্থাৎ মদীনায় ৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত সলাতের উপর প্রচন্ড গুরুত্ব দেয়া হয় এবং ওয়াজিব মনে করা হয় । মদীনায় ৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত কেন আমি আরো বেশী দিন অবস্থান করে ১৬ দিনে ৮০ ওয়াক্ত সলাতও আদায় করতে পারি তাতে সওয়াবও বেশী হবে । সেখানে সলাত পড়ার ব্যাপারে কোন দিন বা ওয়াক্ত নির্দিষ্ট নেই । আমি যতো ইচ্ছে তত পড়তে পারি । তবে সেটা ওয়াজিব বলে বিশ্বাস করাটা বিদ'আত ।

আরাফা নিয়ে আজগুবি গল্প!!

আরাফা নিয়ে বাজারে কিছু গল্প প্রচলিত রয়েছে, যার সহীহ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই । অনেক হুজুররা সেই গল্প হাজীদেরকে আরাফায় গিয়ে খুব গুরুত্বসহকারে শুনিয়ে থাকেন । যেমন ঃ 'আল্লাহ আদম (আ.)-কে এই আরাফায় ক্ষমা করে দিয়েছিলেন । কারণ আদম (আ.) জান্নাত থেকে বিতারিত হওয়ার পর দীর্ঘ দিন ধরে ক্ষমার জন্য আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করছিলেন কিন্তু আল্লাহ ক্ষমা করছিলেন না । একদিন তিনি মুহাম্মাদ (সা.)-এর নাম উচ্চারণ করছিলেন, তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি এই নাম কিভাবে জানলে? তখন আদম (আ.) উত্তরে বলেছিলেন আমি যখন জান্নাতে ছিলাম তখন সেখানে লিখা দেখেছি । তখন নাকি আল্লাহ সেই নামের উছিলায় আদম (আ.)-কে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন ।' এই ধরণের বানোয়াট গল্পের কোন ভিত্তি নেই । কে যে এই গল্প বানিয়েছে আল্লাহই ভাল জানেন! এই ধরণের আকীদা (বিশ্বাস) শিরক এবং বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত ।

গ্রুপের সাথে তাওয়াফ

তাওয়াফের সময় দেখা যায় বিভিন্ন গ্রুপ দল বেঁধে তাওয়াফ করছেন । তাদের টিম লীডার মিছিলের স্লোগানের মতো এক লাইন এক লাইন করে কোন দু'আ

উচ্চস্বরে বলছেন, আর তার সাথে সাথে সুর মিলিয়ে গ্রুপের অন্যেরাও এক সাথে তা বলছেন, এই ধরনের কাজ বিদ'আত। এভাবেই তারা সাতটি তাওয়াফে দু'আর ক্ষেত্রে টিম লীডারের উপর নির্ভরশীল। গ্রুপের লোকেরা হয়তো এই সকল দু'আর অর্থও ঠিক মতো জানেন না, অর্থাৎ নিজেরা আল্লাহর কাছে কী চাচ্ছেন তা নিজেরাই জানেন না। হ্যাঁ, যারা লেখা-পড়া জানেন না অথবা বৃদ্ধ/বৃদ্ধা অথবা মনে রাখতে পারেন না অথবা স্মরণশক্তি কম তারা হয়তো এভাবে অন্যের উপর নির্ভর করতে পারেন। নিজের দু'আ নিজেরই করা উত্তম, অর্থটা জেনে নিয়ে দু'আ করাটা আরো উত্তম।

ইবলিস (শয়তান)-এর পলিসি থেকে সাবধান

ইবলিস (শয়তান)-এর পলিসি হচ্ছে মুসলিমদেরকে কুরআনের সঠিক শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে না দেয়া। কারণ আমি যদি কুরআন বুঝে সেই অনুযায়ী আমার জীবন পরিচালনা করতে থাকি তাহলে সেখানেই ইবলিস (শয়তান)-এর ব্যর্থতা। তাই শয়তান সুকৌশলে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য বেছে নিয়েছে কুরআনকেই কিন্তু ভিন্ন উপায়ে। যেমন ঃ খুব সহজে কিভাবে কিছু দু'আ-দরূদ পড়ে জান্নাত লাভ করা যাবে, কোন দু'আ কত হাজার বার পড়লে কী হবে, কোন দরূদ কাগজে লিখে পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেলে রোগ মুক্তি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের আমলের কোন সহীহ দলিল কুরআন বা সহীহ হাদীসে নেই। বাজারে এই ধরনের অনেক বই-ই পাওয়া যায়, যেমন ঃ মক্বছুদুল মোমিনীন, বেহেশতের পথ, নেয়ামুল কুরআন, আমলে নাজাত, আমালে কুরআন, সোলেমানী খাবনামা, নূরানী মজমুয়ায়ে পাঞ্জেগানা অজিফা, ফাজায়েলে আমল, বেহেস্তী জেওর, বার চান্দের ফজিলত ইত্যাদি। তাই এই ধরনের ভিত্তিহীন বই-পত্র, অজিফা এবং মানুষের বানানো দরূদ হতে খুব সাবধান।

ইবলিস (শয়তান) আমাদের অনেক প্রকার সওয়াবের লোভ দেখায়, জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ দেখায়। সে বলে এই দু'আ ৪০ বার পড়লে ৮০ বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, ঐ দরূদ এতোবার পড়লে ১ লক্ষ ফিরিশতা কিয়ামত পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে। এসব কথা শুনে আমরা বলি 'সুবহানাল্লাহ', এর ফযীলত এতো! এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে গুনাহের প্রতি মানুষের ভয় কমিয়ে দেয়া হচ্ছে, অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। তখন মানুষ মনে করে ২-৫টা

গুনাহ্ করলে কী আর ক্ষতি হবে? অমুক দু'আ পড়লে তো ৮০ বছরের গুনাহ মাফ হয়েই যাবে। এভাবে শয়তান অসচেতন লোকদেরকে লক্ষ লক্ষ সওয়াবের লোভ দেখিয়ে ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

Authenticity:

মনে রাখতে হবে আমি আমার জীবনে ইবাদত মনে করে যা কিছু করবো তা অবশ্যই কুরআন অথবা সহীহ্ হাদীসে থাকতে হবে। কেউ যদি আমাকে কোন স্পেশাল দু'আ-দরূদ বা কোন মহা পূণ্যের আমলও শিখিয়ে দেয় তাহলে অবশ্যই তার authentic দলিল চাইতে হবে অথবা আমাকে নিজে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস ঘেঁটে তা অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে। বাজারে অনেক দু'আ-দরূদের বই পত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে বেশীর ভাগই authentic না।

তৃতীয় অধ্যায়ে কুরআন হাদীস থেকে কিছু authentic দু'আ এখানে উল্লেখ করা হলো যা আমি হাজ্জ পালনের সময় আমল করতে পারি, ইনশাআল্লাহ। তবে হাজ্জের নিয়্যত এবং তালবিয়া অর্থসহ মুখস্ত করে নেয়া উচিত। এই দু'আগুলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন এবং এগুলো সুন্নাহ, করতে পারলে খুবই ভাল কিন্তু না পারলেও হাজ্জ ঠিকই হবে। কারণ দু'আ-দরূদ হাজ্জের কোন ফরয অংশ নয়। এই সকল দু'আ ছাড়া আমি আমার মনের ইচ্ছামতো আল্লাহর কাছে বিভিন্ন সময় মন যা চায় তা চাইতে পারি। কারণ অনেক সময় বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে এইসমস্ত দু'আ মুখস্ত করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

আর একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে আমি যখন যা আরবীতে পড়ছি বা বলছি তার অর্থটা যেন আমার মনের মধ্যে থাকে, অবশ্যই অর্থটা এখানে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অর্থই যদি না বুঝি তাহলে আল্লাহর কাছে কী চাইছি তা তো নিজেই জানি না এবং তার প্রতি অন্তর থেকে ভাবও প্রকাশ পাবে না। যদি কোন দু'আ আরবীতে নাও বলতে পারি তাহলে শুধু অর্থটা বাংলায় নিজের ভাষায় নিজের মতো করে মহান আল্লাহর কাছে বলতে পারি। উচ্চারণের ব্যাপারে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যে কোন দু'আসমূহ আরবী টেক্সট দেখে পড়তে পারলে উচ্চারণও শুদ্ধ হবে।

অবাক হবার কথা যে, বাজারে হাজ্জের উপর প্রচুর বই-পত্র পাওয়া যায় যার বেশীরভাগই authentic না। অর্থাৎ এগুলো ১০০% কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে লিখা নয়। ঐসব বইয়ে অনেক কাজ কর্মকে হাজ্জের অংশ হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে যা আদৌ হাজ্জের অংশ নয়। হাজ্জের ব্যাপারে আমাদের দেশের বই পত্রে অনেক নিয়ম-কানুন বা কথা প্রচলিত আছে যা জাল এবং দুর্বল হাদীসের উপর ভিত্তি করে লিখা হয়েছে। বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন ইমাম বা আলিমগণ হাজ্জের গ্রুপ নিয়ে মক্কা-মদীনায় যান কিন্তু দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব থাকার কারণে তারা সহীহভাবে হাজ্জের সমস্ত কাজ-কর্ম সম্পন্ন করেন না। তারা তাদের টিম নিয়ে গতানুগতিকভাবে হাজ্জ করে চলে আসেন এবং হাজ্জের সাথে অনেক শিরক এবং বিদ'আতী কাজও করে ফেলেন। তাই এই বিষয়ে খুব সাবধান থাকতে হবে।

হাজ্জ সংক্রান্ত প্রচলিত জাল ও দুর্বল (যঈফ) হাদীস থেকে সাবধানতা

হাদীস শাস্ত্রের বিস্তীর্ণ ভুবনে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মিথ্যাবাদী ইসলাম-বিদ্বেষী লোকদের চক্রান্তের ফলে জাল হাদীসের অনুপ্রবেশ ঘটে। জাল হাদীসগুলোকে চিহ্নিত করে হাদীস শাস্ত্রকে নির্ভেজাল ও নিখুঁত রাখতে ইসলামিক স্কলারগণ যুগযুগ ধরে গবেষণা করে যাচ্ছেন। যেমন ঃ যিনদীক ও মুনাফিক সম্প্রদায় ১৪ হাজার হাদীস জাল করেছিল। তাদের মধ্যে আবদুল করিম ইবনে আবুল আওযা নিজে স্বীকার করেছে যে সে ৪ হাজার হাদীস জাল করেছে। এদের মধ্যে আরো একজন মুহাম্মাদ বিন সাঈদ ইবনে হাসান আল আসাদী আরো ৪ হাজার হাদীস জাল করেছে। ইমাম নাসাঈ বলেন ঃ মিথ্যা হাদীস রচনায় খ্যাত ছিল চার জন। তারা হলো- মদীনায় ইবনে আবি ইয়াহইয়া, বাগদাদে ওয়াকেদী, খোরাসানে মাকাতেল বিন সুলাইমান এবং সিরিয়ায় মুহাম্মাদ বিন সাঈদ মাছলুব।

সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম ছাড়া বাকি অন্যান্য যে হাদীস গ্রন্থগুলো আছে যেমন ঃ জামে আত তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে আন নাসাঈ, আহমদ, বাইহাকী ইত্যাদি সবগুলোর মধ্যেই কিছু জাল ও যঈফ হাদীস রয়েছে। সেই সাথে আরো

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে 'মিশকাত শরীফ' নামে সংকলিত যে হাদীসগ্রন্থটি মাদ্রাসার সিলেবাসভুক্ত পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হয় তার মধ্যে শত শত হাদীস রয়েছে যা জাল এবং যঈফ ।

নিম্নে হাজ্জ সংক্রান্ত কিছু প্রচলিত জাল ও দুর্বল (যঈফ) হাদীস তুলে ধরা হলো যা আমরা এবং আমাদের দেশের অনেক আলিমগণ খুব পূণ্যের কাজ মনে করে হাজ্জের সময় পালন করে থাকি । এই তালিকার বাইরেও হাজ্জ সংক্রান্ত আরো অনেক জাল ও যঈফ হাদীস রয়েছে ।

১. মাসজিদে নববীতে এক রাক'আত সলাত মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য মাসজিদের পঞ্চাশ হাজার রাক'আত সলাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । (দুর্বল/যঈফ হাদীস)

২. প্রত্যেক দুর্বলের জন্যে হাজ্জ হলো জিহাদ । (দুর্বল/যঈফ হাদীস)

৩. যে ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে এবং মাকামে ইব্রাহিমে দু'রাক'আত সলাত পড়তঃ যমযমের পানি পান করে তার যতো গুনাহ থাক আল্লাহ তা মাফ করে দিবেন । (হাদীসটি জাল/মওজু)

৪. যে ব্যক্তি বৃষ্টির দিনে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে, প্রত্যেক ফোঁটার বিনিময়ে তার একটি নেকী লেখা হয় এবং অন্য একটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয় । (হাদীসটি জাল/মওজু)

৫. প্রতি বৎসর ৬ লাখ লোক হাজ্জ করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা এই ঘরের সাথে ওয়াদা করেছেন । কম হলে আল্লাহ ফিরিশতা দ্বারা তা পূর্ণ করেন । (হাদীসটির কোন উৎস নেই)

৬. হাজী সাহেব তার ঘর থেকে বের হলেই সে আল্লাহর হিফাযতে চলে যায় । সে তার হাজ্জ সম্পন্ন করার আগে মারা গেলে আল্লাহ তা'আলা তার আগে পরের সব গুনাহ মাফ করে দেন । এ রাস্তায় একটি দিরহাম ব্যয় করা ৪ কোটি দিরহাম ব্যয় করার সমান । (হাদীসটি বানোয়াট/জাল)

৭. যখন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম হাজ্জের জন্যে আহবান করলেন তখন সৃষ্টজীব তার আহবানে সাড়া দেয়। যে একবার সাড়া দিয়েছে সে একবার আর যে দু'বার সাড়া দিয়েছে সে দুবার হাজ্জ করবে। (হাদীসটি মুনকার/পরিত্যাজ্য/বাতিল)

৮. হাজীদের ফযীলত সম্পর্কে যদি লোকেরা জানতো তাহলে তারা হাজীদের পা পর্যন্ত ধুয়ে দিত। (হাদীসটি মওজু/বানোয়াট/জাল)

৯. যে হাজ্জ অথবা উমরাহ আদায় করতে গিয়ে মারা যায়, তার কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না এবং হিসাব নিকাশও হবে না। তাকে বলা হবে জান্নাতে প্রবেশ কর। (হাদীসটি জাল/মওজু)

১০. যে ব্যক্তি একজন হাজী সাহেবকে ৪০ কদম পর্যন্ত আগাইয়া দিল তারপর তার সাথে মুয়ানাকা করে বিদায় দান করলো, উভয়ের পৃথক হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। (হাদীসটির সনদে জালকারী রাবী [বর্ণনাকারী] আছে)

১১. যে ব্যক্তি ভালো করে ওযূ করে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌঁড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে ৭০ হাজার মর্যাদা দান করেন। (হাদীসটির সনদে মিথ্যাবাদী ও দু'জন মাজরূহ রাবী [বর্ণনাকারী] রয়েছে)

১২. একজন বান্দার উদরে যমযমের পানি ও জাহান্নামের অগ্নি কখনো একত্রিত হতে পারে না। কোন বান্দা বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে এক লাখ সওয়াব দান করেন। (হাদীসটির সনদে মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে)

১৩. যে ব্যক্তি মক্কা ও মদীনার কোন এক জায়গায় মারা যাবে তার জন্যে আমার সুপারিশ করা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন শান্তিতে হাযির হবে। (হাদীসটি জাল/বানোয়াট/মওজু)

১৪. যে আমার কবর যিয়ারত করলো তার জন্যে আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়। (হাদীসটি যঈফ)

১৫. যে আমার কবর যিয়ারত করবে আমি তার জন্যে শাফায়াতকারী হয়ে যাবো। আর যে আমার ও ইব্রাহিমের একই বৎসরে যিয়ারত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (হাদীসটি জাল/মওজু)

১৬. যে আমার কবর যিয়ারত করলো সে যেন আমার জীবিতাবস্থায়ই যিয়ারত করলো। (হাদীসটি যঈফ)

১৭. যমযমের পানি ভোগের আহার এবং রোগীর শিফা। (হাদীসটির সনদে যঈফ রাবী [বর্ণনাকারী] রয়েছে)

১৮. যে হাজ্জ করলো অথচ আমার যিয়ারত করলো না সে আমাকে খামুশ করে দিল। (হাদীসটি মওজু/জাল)

১৯. যে আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করবে সে যেন আমার জীবদ্দশায়ই যিয়ারত করলো। আর যে ব্যক্তি মক্কা কিংবা মদীনায় মৃত্যু বরণ করলো সে কিয়ামত দিবসে নিশ্চিন্তে উত্থিত হবে। (হাদীসটি মিথ্যা/জাল/বানোয়াট)

২০. যে ব্যক্তি মদীনায় গিয়ে আমার যিয়ারত করবে সে কিয়ামত দিবসে আমার পাশে থাকবে। (হাদীসটি মিথ্যা/জাল/বানোয়াট)

২১. যে ব্যক্তি মক্কা ও মদীনার মাঝপথে হাজ্জ কিংবা ওমরা করা অবস্থায় মারা যাবে হাশরের মাঠে তার কোন হিসাব দিতে হবে না এবং তার কোন আযাবও হবে না। (হাদীসটি যঈফ)

২২. উমরাহ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন এবং বলেন ঃ "হে আমার ভাই! তোমার দু'আতে আমাদেরও শরীক করবে, আমাদের কথা ভুলে যেও না।" (যঈফ; আবু দাউদ)

২৩. যখন আরাফার দিনের বিকাল হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম আসমানে অবতরণ করে আরাফায় অবস্থানকারীদের দেখে বলেন ঃ আমাকে যিয়ারতকারী এবং আমার ঘরের দিকে দলে দলে আগমনকারীদেরকে আমার অভিনন্দন। আমার ইজ্জতের কসম অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট অবতরণ করব আর তোমাদের মজলিসে আমি নিজে সমবেত হব। (আল্লাহ্) আরাফায় অবতরণ করবেন অতঃপর তাদেরকে তাঁর ক্ষমার দ্বারা ছেয়ে ফেলবেন আর তারা অত্যাচার করা ছাড়া যা চাইবে তাদেরকে তিনি তাই দান করবেন। (আল্লাহ্) বলবেন ঃ হে আমার ফিরিশতারা, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি ঃ অবশ্যই আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। এরূপ অবস্থা বিরাজ করতে থাকবে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। আর আল্লাহ মুযদালিফায় তাদের ইমাম হবেন। তিনি সেই রাতে আসমানে উঠে যাবেন না। যখন সকাল অনুভূত হবে তখন সবাই মাশ'আরুল হারামের নিকট দাঁড়িয়ে যাবে, তখন (আল্লাহ্) তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, এমনকি তাদের যুলুমগুলোও। অতঃপর তিনি আসমানে উঠে যাবেন আর লোকেরা মীনার দিকে চলা শুরু করবেন। (হাদীসটি জাল/মওজু)

২৪. হাজ্জ ও উমরাহর যাত্রীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি দল। তারা তাঁর নিকট দু'আ করলে তিনি তাদের দু'আ কবূল করেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলে, তিনি তাদের ক্ষমা করেন। (হাদীসটি যঈফ/দুর্বল)

২৫. তোমরা হাজ্জ কর, কারণ হাজ্জ গুনাহগুলোকে ধুয়ে ফেলে যেরূপ পানি ময়লাগুলোকে ধুয়ে ফেলে। (হাদীসটি জাল/মওজু)

২৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীগণ হারাম এলাকায় পায়ে হেটে ও নগ্ন পায়ে প্রবেশ করতেন আর বাইতুল্লাহ তাওয়াফসহ হাজ্জেও যাবতীয় অনুষ্ঠান খালি পায়ে ও পায়ে হেটে সম্পন্ন করতেন। (হাদীসটি যঈফ/দুর্বল)

২৭. ইবনে উমার রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিবিহীন যাইতূনের তেল মাথায় মাখতেন। (সনদ দুর্বল)

২৮. আইয়্যাশ ইবনে আবী রাবীআহ মাখযূমী রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই উম্মাত যতদিন পর্যন্ত এই হারাম শরীফের যথাযোগ্য মর্যাদা দিবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। কিন্তু যখন তারা এর মর্যাদা বিনষ্ট করবে, তখন তারা ধ্বংস হবে। (হাদীসটি যঈফ/দুর্বল)

২৯. আনাস ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ওহূদ একটি পাহাড়, সে আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও তাকে ভালবাসি। এটি জান্নাতের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত। আর আইর পাহাড় জাহান্নামের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত। (হাদীসটি যঈফ/দুর্বল)

৩০. ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মক্কায় রমাদান পেল এবং সিয়াম পালন করলো এবং যথাসাধ্য 'ইবাদাত করলো- মহান আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে একলক্ষ রমদান মাসের নেকি প্রদান করবেন, অন্যস্থানের তুলনায়। আর তাকে প্রতি দিনের জন্য একটি গোলাম এবং প্রতি রাতের জন্য একটি গোলাম মুক্ত করার নেকি লিখে দিবেন, প্রতি দিনের পরিবর্তে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য একটি ঘোড়া দানের সমপরিমাণ নেকি, প্রতি দিনের জন্য একটি নেকি এবং প্রতিটি দিনের জন্য একটি পুণ্য প্রদান করবেন। (যঈফ/দুর্বল)

৩১. আবূ সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনা হতে মক্কায় পায়ে হেঁটে হাজ্জ করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ "নিজেদের কোমরে পরিধেয় বস্ত্র বেঁধে নাও। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা দ্রুত গতিতে পথ চলেছেন। (হাদীসটি যঈফ/দুর্বল)

বিশেষ অনুরোধ ঃ শিরক ও বিদ'আত নিয়ে আমরা যেন কোন প্রকার তর্কে জড়িয়ে না যাই এবং একে অপরে তর্ক করে সম্পর্ক নষ্ট না করি। কারণ ইসলামে ভ্রাতৃিতবোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে কোন কথাই নিজের মনগড়া বলা হয়নি। যারা এই সকল কাজকর্ম না জানার কারণে সওয়াবের

কাজ মনে করে দীর্ঘদিন যাবত আমল করে আসছি তাদের জন্য হয়তো এগুলো ত্যাগ করা খুবই কষ্টকর। কিন্তু হতাস হওয়ার কিছু নেই। কারণ এই কাজগুলো না করলে তো আমি গুনাহগার হচ্ছি না। কিন্তু করলে গুনাহগার হতে পারি। তাই যা ইসলামে নেই সেই আমল করে কেনইবা এই রিস্ক নিতে যাবো? দ্বীন-ইসলাম হচ্ছে Mathemetics এর মতো পরিষ্কার। Mathemetics এ যেমন 10+10 = 20 হয় অথবা $a^2+2ab+b^2 = (a+b)^2$ হয় তেমনি ইসলামেও গোজামিল দেয়ার কোন অবকাশ নেই। জীবন পরিচালনার জন্য যা যা প্রয়োজন তা সরাসরি কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে রয়েছে। আর যা প্রয়োজন নেই তা সেখানে নেই। কোন কাজ যতোই পূণ্যের বা সওয়াবের কাজ বলে মনে হোক না কেন যদি তা কুরআন ও সুন্নাহে না থাকে আর সেই কাজ যতো বড় বুজুর্গ বা অলি'র দ্বারাই সংগঠিত হোক না কেন, তা ইসলামের অংশ নয়।

Spiritual Alertness

আমরা মানুষ, আমাদের নানা রকম দুর্বলতা থাকে, যা আমাদের রক্তের সাথে মিশে আছে। রিয়া এমন এক কবীরা গুনাহ যা সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। রিয়া আমাদের অনেক ভাল আমল বা ফরয ইবাদতকে নষ্ট করে দিতে পারে। ইবাদতের ক্ষেত্রে যদি কোন প্রকার রিয়া হয়ে যায় তাহলে সেটা শিরকে পরিণত হয়ে যাবে। যারা হাজ্জে যান তাদের মধ্যে বেশীরভাগই প্রকৃতরূপে হাজ্জ করতে যান কিন্তু সতর্কতার অভাবে নিজের অজান্তেই কিছু ভুল হয়ে যায়। নীচে কিছু বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা হলো। তবে কেউ যেন ভুল না বুঝি, এই উদাহরণগুলো হয়তো সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তবে একটু খেয়াল করলেই দেখবো যারা হাজ্জে যাচ্ছি বা হাজ্জ থেকে ফিরে এসেছি তাদের কারো কারো কাজকর্মের সাথে এখানে বর্ণিত এই বাস্তব চিত্রের অনেক মিল রয়েছে। অবশ্য আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সকলের purification বা আত্মশুদ্ধি সেই সাথে তাকওয়ার মান বৃদ্ধি করা, কাউকে ছোট বা হেয় করা নয়।

মনে রাখতে হবে যে, হাজ্জ সলাত-সিয়ামের মতোই একটি ফরয ইবাদত। আমরা যারা নিয়মিত সলাত পড়ি সেটা যেমন কারো নিকট প্রকাশ করি না বা আমরা যারা রমাদান মাসে সিয়াম পালন করি সেটাও যেমন প্রকাশ করি না বা

প্রচার করি না, তেমনি হাজ্জের বিষয়টাও তাই, হাজ্জে যাওয়ার আগে বা হাজ্জ থেকে ফিরে আসার পরও এটা প্রচারের কোন বিষয় নয়। হাজ্জের পূর্ণ ফায়দা হাসিল করার ইচ্ছা থাকলে নিম্নে বর্ণিত কাজ বা ব্যবহার থেকে দূরে থাকাটা খুবই জরুরী।

সতর্কতা ১ ঃ আমি এবার হাজ্জে যাচ্ছি এটা মানুষের নিকট কোন না কোনভাবে সরাসরি হোক আর আকার ইংগিতে হোক তা প্রকাশ করা।

সতর্কতা ২ ঃ যিনি একবার হাজ্জ করেছেন তিনি কোন না কোনভাবে প্রকাশ করেন যে তিনি দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার হাজ্জে যাচ্ছেন।

সতর্কতা ৩ ঃ আমি এবার হাজ্জে যাচ্ছি এটা প্রকাশের মাধ্যমে অন্যের নিকট থেকে এক প্রকার সম্মান বা ভালোবাসা আশা করা।

সতর্কতা ৪ ঃ একই ঘটনা হাজ্জ থেকে ফিরে এসেও। যেমন কোন আলোচনায় কোন না কোনভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করা যে আমি এবার হাজ্জ করে এসেছি।

সতর্কতা ৫ ঃ হাজ্জ করেছি বলে সকলের নিকট থেকে এক প্রকার সম্মান, ভালোবাসা বা সহানুভূতি আশা করা এবং সবাই যেন মনে করে আমি একজন পরহেজগার লোক।

সতর্কতা ৬ ঃ সবাইকে বলা "আলহামদুলিল্লাহ, আমি পাঁচবার হাজ্জ করেছি এবং সামনের বছর আবার যাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ"।

সতর্কতা ৭ ঃ আবার পুরো পরিবার নিয়ে হাজ্জে যাচ্ছি এই মেসেজটা খুব জোর দিয়ে প্রকাশ করা বা হাজ্জের জন্য এতো এতো টাকা খরচ করছি তা প্রকাশ করা বা Five Star হোটেলে থাকছি বা ছিলাম ইত্যাদি প্রকাশ করার চেষ্টা করা।

সতর্কতা ৮ ঃ তৃপ্তির ঢেকুর তোলা যে, আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব অল্প বয়সে হাজ্জ করেছি এবং সামনের বছর আবার যাচ্ছি বাবার বদলি হাজ্জ করার জন্য ।

সতর্কতা ৯ ঃ যারা আমেরিকা, ক্যানাডা, ইউরোপ, সিংগাপুর, অষ্ট্রেলিয়া অর্থাৎ উন্নত দেশ থেকে হাজ্জে যান তারা মক্কা বা মদীনায় বাংলাদেশ থেকে আসা হাজীদের নিকট গর্বের সাথে বলে ফেলেন যে, আমি তো অমুক দেশ থেকে এসেছি এবং ঐ ফাইভ স্টার হোটেলে উঠেছি (আমাদের জন্য স্পেশাল এরেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি, ইত্যাদি) ।

সতর্কতা ১০ ঃ হাজ্জে যাওয়া উপলক্ষে বিভিন্ন বাসায় দাওয়াতের একটা হিড়িক পড়ে যায় এবং এই দাওয়াতের মাধ্যমেও এক প্রকার প্রচার হচ্ছে । দাওয়াতের ব্যাপারে আরো একটি বিষয় খেয়াল করা প্রয়োজন যে, আমার পরিচিতজন কেন আমাকে হাজ্জে যাওয়া উপলক্ষে দাওয়াত খাওয়াচ্ছেন? কারণ আমি হাজ্জে যাচ্ছি তাই তারা আমাকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন? আমাকে স্পেশাল মনে করছেন? আপনাকে খুব পরহেজগার বা পূণ্যবান মনে করছেন? এটা মোটেও ঠিক না । মনে রাখতে হবে আমি এখানে স্পেশাল কিছুই করছি না, শুধু আল্লাহর ফরয হুকুম পালন করতে যাচ্ছি । হয়তো কারো কারো ক্ষেত্রে এই ফরয আরো অনেক আগেই আদায় করা উচিত ছিল, এখন তা অনেক দেরীতে পালন করার জন্য বরং অনুতপ্ত হওয়া উচিত ।

কেউ কাউকে ভুল না বুঝি

এখানে ভুল বুঝার কোন অবকাশ নেই । আমাদের ইবাদতের মান উন্নত করা এবং আল্লাহর সাথে সত্যিকার সম্পর্ক তৈরী করার উদ্দেশ্যেই সতর্ক করা হয়েছে মাত্র । আমরা খুব গভীরভাবে যদি চিন্তা করি, উপরের এই চিত্রগুলো কোন না কোনভাবে আমাদের কারো না কারো সাথে মিলে যাচ্ছে । তাই আমাদের এই বিষয়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত । হয়তো অনিচ্ছা

সত্ত্বেও সতর্কতার অভাবে কারো কারো ক্ষেত্রে রিয়া হয়েও যেতে পারে। মনে রাখতে হবে আমি হাজ্জ সম্পন্ন করে আল্লাহর একটি ফরয ইবাদত পালন করছি, এখানে স্পেশালিটি কিছুই নেই। আর একটি ব্যাপার থাকে যে, অনেকে পরিচিতজন থেকে নিজের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চাই, এটাই স্বাভাবিক। আর ক্ষমা চাইতে গিয়ে এক প্রকারের প্রচারের মধ্যে জড়িয়ে যেন না যাই, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

আসলে সব কিছুর মূলে হচ্ছে তাকওয়া। এই তাকওয়াটি কী? হাজ্জে যাওয়ার আগে আমাদের সকলের তাকওয়ার উপর সঠিক জ্ঞান অর্জন করা খুবই প্রয়োজন। যারা হাজ্জে যাচ্ছি বা যাবো তাদের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ তারা যেন আমাদের প্রকাশিত "তাকওয়া" নামের বইটি সংগ্রহ করে অবশ্যই পড়ে নেই, ইনশাআল্লাহ। তাহলে দেখবো যে হাজ্জে গিয়ে প্রতিটি কাজ করে আমি আরো বেশী তৃপ্তি পাচ্ছি, কারণ আমি তখন তাকওয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকবো। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"তোমরা পাথেয় সঞ্চয় কর। সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। আর হে বিবেকবানেরা, একমাত্র আমাকেই ভয় কর।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৭)

তাকওয়া সকল ইবাদতের মূল। ঈমানী জীবনের প্রকৃত রূপ ও এর সৌন্দর্য পরিস্ফুটন হয় তাকওয়ার গভীরতার ওপর। যার তাকওয়া যত উন্নতমানের তার জীবন হয় তত সুন্দর ও ঈমানী নূরে আলোকিত। আল কুরআনের সর্বত্রই মুমিনদের গুণাবলী উল্লেখ করার সময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকওয়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ঈমানদারের সকল কার্যক্রমের পরিচালিকা শক্তি হলো এই তাকওয়া। সকালে ঘুম থেকে উঠার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত একজন ঈমানদারের দিন-রাত ২৪ ঘন্টার যাবতীয় কর্মসূচী প্রণীত হয় এই তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে। কেবল কর্মসূচী প্রণয়নই নয়, এর সফল বাস্তবায়নের পদ্ধতিও তাকওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

দয়া করে গতানুগতিকভাবে অন্য আর আট-দশ জনের মতো হাজ্জ পালন করে না আসি। হাজ্জে যাওয়ার আগে একটু সিরিয়াস হোই। হয়তো আমি

খুব ব্যস্ত, তারপরও এই ব্যস্ততার মধ্য থেকেও প্রতিদিন একটু করে সময় বের করে নিয়ে আসি সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য, সহীহভাবে হাজ্জ করার জন্য, জীবনকে অর্থপূর্ণ করার জন্য। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।।

৬ষ্ঠ অধ্যায়
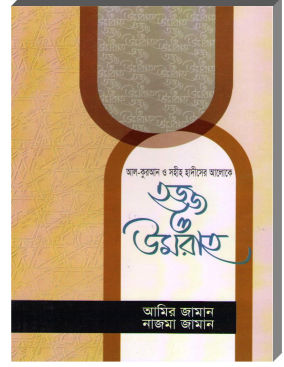
সকল ইবাদত বুঝে করি

হাজ্জে যাওয়ার আগে কিছু পড়াশোনা এবং ভিডিও দেখা জরুরী

যারা সত্যিকার অর্থে বুঝে হাজ্জ পালন করতে ইচ্ছুক তাদের উচিত সৌদিআরব যাওয়ার আগে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিস্তারিত জীবনী পড়ে নেয়া। যদি সম্ভব হয় বই সাথে নিয়ে যাওয়া এবং হাজ্জে গিয়ে মক্কার ঘটনাবলী মক্কায় বসে পড়া এবং মদীনার ঘটনাবলী মদীনায় বসে পড়া। এছাড়া যাওয়ার আগে মক্কা-মদীনার উপর এবং অন্যান্য নবীদের জীবনীর উপর ভিডিও ডকুমেন্টারী দেখে নেয়া। ইউটিউব-এ এধরনের কিছু বাংলা এবং ইংলিশ ডকুমেন্টারী রয়েছে, এছাড়া বাজারে এই ধরনের ডকুমেন্টারীর ডিভিডিও পাওয়া যায়।

আরো যদি সম্ভব হয় তাহলে সাহাবীদের জীবনীও পড়ে নেয়া। কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীর সথে সাহাবাদের জীবনীও জড়িত। দেখবো আমি যখন মক্কা-মদীনার বিভিন্ন জায়গাগুলো ঘুরে বেড়াবো তখন আমার কাছে ঐ স্থানগুলো জীবন্ত মনে হবে। ইতিহাস জানা থাকার কারণে আমার কাছে মনে হবে আমার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এই রাস্তা দিয়েই হেঁটেছেন, এই স্থানে যুদ্ধ করেছেন, এই স্থানে বিশ্রাম নিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। নিম্নে কিছু বই এবং ডিভিডির নাম দেয়া হলো ঃ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী

- আর-রাহীকুল মাখতুম - আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী
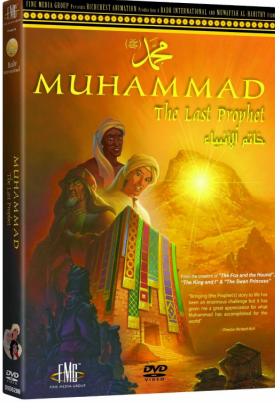
রাসূল (সা.) এর জীবনী এবং ইসলামের ইতিহাস জানার জন্য আমরা 'দি ম্যাসেজ' মুভি দেখতে পারি এবং সন্তানদের কার্টুন মুভি সংগ্রহ করে দিতে পরি।
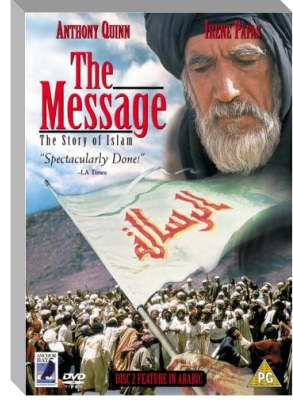
সাহাবীদের জীবনী

- আসহাবে রাসূলের জীবন কথা (১ম ও ৬ষ্ট খন্ড) - আব্দুল মাবুদ

অন্যান্য নবীদের জীবনী

- Story of the Prophets (as) – Writer: Ibn Kathir

মক্কা ও মদীনার ইতিহাস

- পাবলিস বাই দারুসসালাম পাবলিসার্স

ভিডিও ডকুমেন্টারী

- নবীর দেশে আয়
- নবী-রাসূলদের স্মৃতি-বিজড়িত স্থান
- কুরআনের ভূমি

হাজ্জ এবং মাসজিদে নববীর উপর লেকচার

- YouTube - Shaykh Motiur Rahman Madani
- YouTube - Dr. Saleh

সকল সমস্যার মূল হচ্ছে আংশিক বা ভুল ঈমান

ঈমানের স্বচ্ছ ধারণা

মানব জীবনের যে গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়েই আলোচনা-পর্যালোচনা বা গবেষণা শুরু করা হোক তা প্রভাবিত হবে ঈমানী জ্ঞান, এর সঠিক উপলব্ধি (knowledge & understanding) ও জ্ঞানের গভীরতার উপর। যে কোন সমস্যা সমাধানে কিছু মৌলিক নীতিমালা মেনে চলতে হয়। মানব-সমস্যা বিশ্লেষণে ঈমানকে সামনে রেখেই যাবতীয় সূত্র, বিধি ও সমাধান হওয়ার নীতিমালা মেনে চলা কল্যাণকর। এর বাইরে যে সমাধানেরই চেষ্টা করা হোক তা হবে আংশিক, অপূর্ণাঙ্গ ও ক্ষণস্থায়ী। কারণ এতে সবচাইতে বড় ফ্যাক্টর ঈমানকে অগ্রাহ্য করে নিজের অজান্তে মানুষের ক্ষতি ডেকে আনা হয়। ফলে মানুষ কোন বিষয়ে আজ এক কথা বলে তো কাল আরেক সূত্র আবিষ্কার করে। আর ঈমান মানে আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস, মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি যে মৌলিক বিধি বিধান পাঠিয়েছেন তার উপরও সমভাবে বিশ্বাস স্থাপন। এটিই ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ দাবী।

আমরা যদি মানব জীবনের মৌলিক বিষয়ে (যেমন ঃ এর শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক নীতিমালা, শ্রমনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন, অপরের কল্যাণ কামনা, পরিবার গঠন ইত্যাদি) যদি কোন আধুনিক ও যুগোপযোগী সমাধান বের করতে চাই তাহলে সেগুলির ব্যাপারে আল্লাহর কোন নির্দেশনা আছে কিনা তা অবশ্যই শুরুতেই দেখে নিতে হবে। কারণ তা না হলে আমাদের ঈমান যে কেবল প্রশ্নের মুখোমুখি হবে তা নয় বরং আল্লাহর নির্ভুল নির্দেশ অমান্য করে যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে তা হবে পুরো মানবজাতির উপর যুলুমের শামিল।

আংশিক বা ভুল ঈমান

ঈমানদারগণের সকল ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ব্যর্থতার জন্য দায়ী আংশিক বা ভুল ঈমান। ঈমানের প্রকৃত সংজ্ঞা, ঈমানের দাবী, এর ভিত্তি, ঈমানের শাখা প্রশাখা, ঈমান বৃদ্ধির উপায়, ঈমানকে সতেজ রাখার উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে

জ্ঞানের অভাব একজন ঈমানদারের ইহকাল ও পরকালকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ বিষয়ে ভুল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সমাজকে সংক্রামিত করে, রাষ্ট্রীয় চরিত্রের উপরও এর ক্ষতিকর ছাপ ফেলে। ঈমানের বুঝ ও গভীরতার উপর নির্ভর করে মানুষের আচার-আচরণ ও সারাদিনের কর্মতৎপরতা। ফলে একজন ঈমানদার কবির লেখনী অন্য যে কোন কবির লেখনী হতে সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন হবে। সঠিক ঈমানের অধিকারী মন্ত্রী আর অপর মন্ত্রীদের কর্ম খুব সহজেই ভিন্ন হবে। একজন ঈমানদার ট্যাক্সি ড্রাইভার আরেকজন ঈমান বিহীন ট্যাক্সি ড্রাইভারের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা হবে।

ঈমানদারদের করণীয়

একজন ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার পর তার সর্বপ্রথম দায়িত্ব ঈমানের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া। ঈমানদারদের উপর আল্লাহর হক (অধিকার) কী কী তা জেনে নেয়া। জীবনের গতির সঠিক লক্ষ্য ঈমানের আলোকে ঠিক করে নেয়া, সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি আল্লাহর দেয়া সংজ্ঞার আলোকে নির্ধারণ করা, ঈমানের সাথে সংগতি রেখে আনন্দ ও বেদনার সীমা জেনে নেয়া, ঈমানের মেজাজে বন্ধু ও শত্রুর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা, প্রতিবেশীর অধিকার ও তাদের প্রতি আচরণ ইত্যাদি জেনে তদনুযায়ী কাজ করা, অন্যের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হওয়া, ঈমানকে সবসময় সঙ্গে রাখা। বান্দার উপর আল্লাহর হকের ব্যাপারে, মাতা-পিতার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে, ওয়াদা করার সময়, আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে, ওজন করার সময়, ঋণ নেয়া ও পরিশোধের সময় – অর্থাৎ সকল সময় ঈমানকে সতেজ ও স্মরণে রেখে কাজ করা জরুরী।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়কারী ব্যক্তির পক্ষে ঈমান সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে ওজনে কম দেয়া সম্ভব। ঈমানের মৌলিক জ্ঞান না থাকার কারণে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সিয়াম পালনকারীর পক্ষেও আমানতের খেয়ানত করা সম্ভব। হাজী হয়েও ওয়াদা খেলাফ করা মামুলী ব্যাপার হতে পারে, সব আনুষ্ঠানিক ইবাদত সম্পাদন করেও মিথ্যা বলা সম্ভব। পিতামাতার সন্তুষ্টির প্রতি চরম অবহেলা, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের হক আদায়ে উদাসীনতা, গরীব আত্মীয়-স্বজনকে শুধু নামের জন্য দান-সদাকা করা, মিসকিনের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো এ ধরণের ব্যক্তিদের পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়।

ঈমানের উপর টিকে থাকা

ঈমান এমন কোন বিষয় নয় যা একবার অর্জন করলে এটা আর আমাকে ছেড়ে যাবে না। এ ঈমান না চাইলে তা সাধারণত কাউকে দেয়া হয় না এবং ধরে রাখতে না চাইলে তা থাকে না। ঈমানকে সবসময় তাকওয়ার মাধ্যমে লালন ও শক্তিশালী করতে হয়। আমার এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে একবার ঈমান যখন এনেছি এটা আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমার সাথে সাথে থাকবে। ঈমানের উঠা-নামা নির্ভর করে আমার প্রতিদিনের কর্মের উপর।

দ্বীনের স্বচ্ছ ধারণা

দ্বীন শব্দটির প্রচলিত কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ অর্থ হচ্ছে ধর্ম। এতে দ্বীনের পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ পায়না। এর প্রকৃত অর্থ ব্যাপক। তবে সংক্ষেপে ও এককথায় দ্বীন শব্দের অর্থ ঃ জীবন-বিধান। আল কুরআনে দ্বীন শব্দটি কয়েক ধরণের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ের নির্দেশনা পাওয়া যায়। মুসলিম জনগোষ্ঠীর বেশীর ভাগই আজ দ্বীন সম্বন্ধে কিছু না জেনেও জানার ভান করে নির্দ্বিধায় দ্বীন-বিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বরং কেউ বাধা দিলে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে তর্ক শুরু করে দেয়। কেবল সলাত-সিয়াম পালনকে দ্বীন মনে করছে। ব্যাপক জনগোষ্ঠী দ্বীনের অপেক্ষাকৃত কম ও অস্পষ্ট বিষয়কে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট বিষয়াদির উপর স্থান দিয়ে বিকৃতির প্রতিযোগিতায় বিভোর রয়েছে। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে জানানো ও বুঝানোর জন্য নূন্যতম ভূমিকা রাখাও যে কত বড় পূণ্যের কাজ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আকীদা

ইসলামের দৃষ্টিতে আকীদার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমত, আকীদা হলো ইসলামের ভিত্তি ও মূল। আকীদা ব্যতীত ইসলামের কথা চিন্তাই করা যায় না। কারণ ইসলাম আল্লাহ্ প্রদত্ত মানুষের জন্য জীবন-বিধান। আকীদা হলো আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। কেননা আকীদা যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহর নিকট বাতিল বলে গণ্য হয়।

“আকীদা” শব্দটির পারিভাষিক অর্থ হলো ঃ বিশ্বাসকে মনে এমনভাবে ধারণ করা যাতে এর মাঝে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি
(Clear Knowledge & Understanding of Deen)

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যাকে কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাকে তিনি দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও তা উপলব্ধি করার ক্ষমতা (clear knowledge & understanding) দান করেন। (মুসনাদে আহমাদ)

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ আল্লাহর করুণা ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে কেউ চাইলেই এটা পেতে পারে না। তবে অব্যাহত প্রচেষ্টা, প্রবল ইচ্ছা ও সর্বদা আল্লাহর অনুগত বান্দাগণের দ্বীনের জ্ঞান ও উপলব্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের ভাগ্যবানদের সাথে কথা বললেই বুঝা যায় যে তারা অন্যদের চাইতে কিছুটা ব্যতিক্রম। তারা দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে গতানুগতিক ব্যাখ্যা দেন না। তারা দ্বীনকে খুব সুন্দর করে মানুষের নিকট উপস্থাপন করতে পারেন। তারা দ্বীন সম্পর্কে এক শ্রেণীর মানুষের মাঝে যে ভুল ধারণা বদ্ধমূল তা দূর করার চেষ্টা করেন। অজ্ঞ লোকদের থাবা হতে বের করে দ্বীনকে গণমানুষের সামনে সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরেন। এ ধরনের ঈমানদারদের মাধ্যমে আল্লাহ দ্বীনের সৌন্দর্য ও শোভা সমাজে, রাষ্ট্রে ও সমগ্র দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেন। খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে বেশী গুরুত্ব না দিয়ে বরং দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের প্রতি নজর দেয়াই থাকে তাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা সবাইকে সংগঠিত করার দিকেও মন দেন। মুসলিমদের ঐক্য তাদের স্বপ্ন, বিশ্বমুসলিমের ভ্রাতৃত্ব অর্জন তাদের আকাঙ্ক্ষা, মুসলিমদের শিক্ষা তাদের কর্মসূচী। দ্বীনের বুঝ যিনি লাভ করেন তার মনের দুয়ার কখনো বদ্ধ থাকে না। জ্ঞানের পিপাসা ও জানার আগ্রহ তার অদম্য। ইসলামকে বুঝতে হলে নিম্মের চারটি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।

একজন প্রকৃত মুসলিমের নিম্নের এই বিষয়গুলোর উপর পরিষ্কার জ্ঞান থাকা অবশ্যই কর্তব্য। তা না হলে তার প্রতিটি কাজ-কর্মের মধ্যে গলদ ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সে কী কাজ করছে, কিসের জন্য করছে কিছুই

ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারবে না। সারাক্ষণ একটা গোলকধাঁধার মধ্যে দিন কাটাবে। কারণ তার জীবনের vision-mission কোনটাই ঠিক নেই।
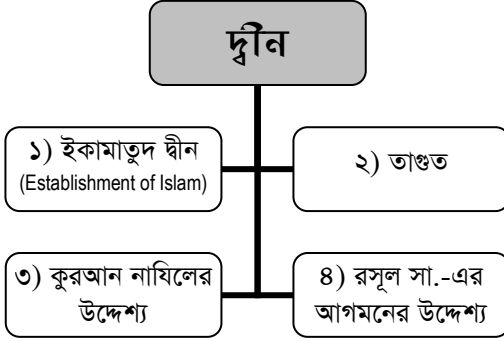
আকিদা এবং ইকামাতুদ দ্বীন এই দুটি বিষয়ের সমন্নয় ঘটানোও খুব কঠিন কাজ। যারা নিজেদের জীবনে কাজে-কর্মে এই দুটি বিষয়ে সমন্নয় ঘটাতে পেরেছেন তারা খুবই ভাগ্যবান। এবং এটা মহান আল্লাহ তা’আলার তরফ থেকে তার জন্য এক বিশেষ নিয়ামত। বাস্তবে দেখা যায় যে, কেউ কেউ ইকামাতুদ দ্বীন বোঝেন কিন্তু আকীদাগত দিক দিয়ে পরিষ্কার না। আবার কেউ কেউ আকীদাগত দিক দিয়ে পরিষ্কার কিন্তু ইকামাতুদ দ্বীন বোঝেন না। আল-কুরআন পড়ছি, কুরআন গবেষণা করছি, হাদীস পড়ছি, ইবাদত-বন্দেগী করছি, কুরআনের তাফসীর করছি কিন্তু গোটা কুরআন থেকে ইকামাতুদ দ্বীনকে বের করে দিয়েছি, আমার চোখে ইকামাতুদ দ্বীন ধরাই পড়ে না, পড়লেও এড়িয়ে যাই। আমরা জানি আল কুরআনে সলাত প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে ৮০ বারের মতো অথচ ইকামাতুদ দ্বীনের কথা বলা হয়েছে ২০০ বারেরও বেশী।

একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে আমাকে জানতে হবে কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় কী? কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য কী? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের উদ্দেশ্য কী? রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার মক্কী জীবনের ১৩টি বছর মানুষের আকীদা পরিষ্কার করেছেন। আল কুরআনের মক্কী সূরাগুলো নাযিল হয়েছে আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে। আর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার মাদানী জীবনের ১০টি বছর ইকামাতুদ দ্বীনের কাজ করেছেন। আল কুরআনের মাদানী

সূরাগুলো ইকামাতুদ দ্বীন বিষয়ে নাযিল হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ২৩ বছর নবুয়ত জীবনে উপরের এই দু'টি কাজ করেছেন। এবং আল-কুরআনও নাযিল হয়েছে মূলতঃ এই দু'টি বিষয়ের জন্য।

ইকামাতে দ্বীন

ইকামাতে দ্বীন অর্থ দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠা বলতে বুঝায় কোন একটা জনপদে দ্বীন ইসলাম বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণ বিধি-বিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়নের পথে কোন প্রকারের বাধা ও অন্তরায় না থাকা। আল্লাহ সূরা শূরায় ঘোষণা করেছেন ঃ

"তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের সেই নিয়মকানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা এখন তোমার প্রতি হিদায়াত ওহীর মাধ্যমে প্রদান করছি, আর সেই হিদায়াত যা আমি ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে প্রদান করেছিলাম। [সব নির্দেশের সার কথা ছিল] তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা কর এই ব্যাপারে পরস্পর দলাদলিতে লিপ্ত হয়ো না।" (সূরা আশ শূরা ঃ ১৩)

এভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোটাই হওয়া উচিত প্রতিটি মুসলিমের জাগতিক লক্ষ্য। আর এরই মাধ্যমে অর্জিত হয় পারলৌকিক লক্ষ্য অর্থাৎ নাজাত (মুক্তি) ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল কুরআনে যা বলা হয়েছে তারও সার কথা এটাই।

জিহাদ এর সঠিক ধারণা

জিহাদ সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এটি কুরআনের একটি শব্দ। ইসলামের শত্রুরা আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে মুসলিম-অমুসলিম সকলের ব্রেইনে জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

‘জিহাদ’ শব্দের অর্থ প্রচেষ্টা বা struggle কোন কিছু লাভ করার জন্য শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সকল প্রকার প্রচেষ্টা এবং তার জন্যে সকল উপায়-উপাদান কাজে লাগানোকে জিহাদ বলে। জিহাদের অর্থ যুদ্ধ, ধ্বংস বা রক্তপাত নয়। আরবীতে যুদ্ধ হচ্ছে “হার্‌ব” এবং “কতল” হচ্ছে হত্যা। ইসলাম কখনোই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে প্রশ্রয় দেয় না এবং ইসলাম এসেছেই সন্ত্রাস দূর করার জন্য। ফী সাবীলিল্লাহ অর্থ আল্লাহর রাস্তায়। আল্লাহর রাস্তায় সর্বদিক থেকে এবং সব উপায় অবলম্বন করে প্রচেষ্টা চালানোকে জিহাদ বলে। দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জবান, লেখনী, প্রচার মাধ্যম, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক তৎপরতা, সম্পদ ব্যয়, সর্বোপরি নিজের জীবন বিলিয়ে দেবার নাম জিহাদ। দ্বীনের জন্য একটি বাক্য ব্যয় করা, এক কদম হেঁটে যাওয়া, একটি লেখনী, সুন্দর ব্যবহার সবই জিহাদের অংশ। দ্বীনকে সমুজ্জল করার জন্য যে কোন প্রচেষ্টাও জিহাদের অংশ। দ্বীনের কাজে লাগবে, মুসলিম জনতার উপকারে আসবে এমন সকল প্রচেষ্টাই জিহাদের সমতুল্য।

বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করি

আল-কুরআন আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব। জীবন পরিচালনার জন্য একটি পরিপূর্ণ গাইড লাইন। এর পরিপূর্ণ ব্যবহারই প্রকৃত সুফলের নিশ্চয়তা বিধান করে। আংশিক অনুসরণ ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন আযাবের সংবাদ প্রদান করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে ঃ

“তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মাঝে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল (জাযা) পার্থিব জীবনে হীনতা, এবং কিয়ামতের দিনে তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।” (সূরা আল বাকারা ঃ ৮৫)

এ ধরনের সুস্পষ্ট কঠোর হুঁশিয়ারী থাকা সত্বেও শুধু অজ্ঞানতার কারণে আমরা ক্রমাগত আল্লাহর কিতাবের প্রতি হাস্যকর আচরণ করেই যাচ্ছি। এ

কুরআনকে সবীনা খতম আর সূরা ইয়াসীন পাঠ করার জন্য ব্যবহার করে যাচ্ছি। এই কুরআনকে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সফলতায় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করতে পারত সেই মহান কিতাবকে আমরা শুধু সামান্য সওয়াব আদায়ের জন্য আর মৃতের কুলখানির জন্য ব্যবহার করছি। অথচ এটি বিস্তারিত অর্থসহ পড়ে আমাদের জেনে নেয়া উচিত কিভাবে আমরা একটি সোনালী সমৃদ্ধিশালী জীবন গড়তে পারি যা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সুস্পষ্ট সফলতার গ্যারান্টি দিতে পারে। আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছিলেন ঃ

"হে নবী! আপনাকে কষ্ট দেবার জন্যে আমি এই কিতাব নাযিল করিনি।"
(সূরা ত্ব-হা ঃ ২)

আসুন আমরা আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল-কুরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত বিস্তারিত পড়ে জেনে নিই কিভাবে একটি উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন সুখীসমৃদ্ধ পরিবার ও সমাজ গড়তে পারি। যথেষ্ট পরিমাণ অধ্যয়ণের পর সওয়াবের উদ্দেশ্যে, কুরআনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং মর্যদা উপলব্ধি করে যদি তিলাওয়াত করতে চাই তাহলে কোন দোষ নেই। শুধু তিলাওয়াতকারীদের দলে যেন না ভিড়ি, অর্থ বোঝার চেষ্টা করি। অসুস্থ হওয়ার পর ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন দেন তা দশ হাজার বার পড়লেও (অর্থাৎ তিলাওয়াত করলেও) কি আমার অসুখ সারবে? মোটেও না। আমাকে ঐ ঔষধগুলি কিনে খেতে হবে, তবেই কেবল আমি রোগমুক্তির আশা করতে পারি।

আল-কুরআন হলো জীবনের সকল সমস্যার কার্যকরী প্রেসক্রিপশন। এটা অধ্যয়ন করে, অনুধাবন করে এর শিক্ষা কাজে লাগানোর জন্য কুরআন পাঠানো হয়েছে। আমি যদি অর্থ ছাড়া এটা কেবল রিডিং পড়ে যাই তাহলে কুরআন পাঠানোর মূল লক্ষ্য ব্যর্থ করে দেবে এবং আমি অজ্ঞদের দলের একজন থেকে যাবো, ক্ষতিগ্রস্ত হবো। তাই হাজ্জে যাওয়ার সময় অর্থসহ কুরআনের সংক্ষিপ্ত তাফসীর কিনে নিয়ে যাই এবং প্রতিদিন তিলাওয়াতের পাশাপাশি তার অর্থ ও তাফসীর অধ্যয়ন করি এবং কুরআনের আলোকে জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তার দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে জেনে এর পূর্ণ অনুসরণের তৌফিক দিন।

সলাতে আমরা কী পড়ি? আসুন সলাত বুঝে পড়ি

নিয়্যত ঃ *নাউয়াইতু আন উছাল্লিয়া* .... বলে মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যত করা কোন হাদীসে নেই, এটা বিদ'আত। নিয়্যত থাকবে অন্তরে।

আল্লাহু আকবার ঃ আল্লাহ্ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

দু'আ ঃ *ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু* .... নিশ্চয়ই আমি (পৃথিবীর সকল কিছু পরিত্যাগ করে) আকাশ ও যমীনের স্রষ্টার দিকে আমার মুখ করলাম এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। [জায়নামাযের দু'আ বলতে কিছু নেই, এই দু'আটা সলাত শুরু করে তারপর পড়া যেতে পারে, এটি অপশোনাল]।

ছানা ঃ *সুবহানাকাল্লাহুম্মা* .... হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তুমিই প্রশংসনীয়, তোমার নামই বরকতময়। তোমার গৌরবই সর্বোচ্চ এবং তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই।

আউযুবিল্লাহ...ঃ আমি বিতাড়িত (অভিশপ্ত) শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

বিসমিল্লাহির... ঃ আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি।

সূরা ফাতিহা ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ। পক্ষান্তরে যাদের প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট এবং যারা বিপথগামী, তাদের পথে আমাদের পরিচালিত করো না। হে আল্লাহ! আমার এ দু'আ কবুল কর। (প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা সকলকে অবশ্যই পড়তে হবে।)

যেকোন সূরা ঃ যে সূরা বা আয়াতগুলো আমি সাধারণত সলাতে পড়ে থাকি সেগুলোর অর্থ কোন ভাল বাংলা অনুবাদ থেকে মুখস্ত করে নিতে হবে।

রুকু ঃ *সুবহা-না রব্বিয়াল আযীম* অর্থাৎ আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

ক্বওমা ঃ *সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ* অর্থাৎ প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শুনতে পান।

রব্বানা লাকাল হামদ্, হামদান কাসীরন, ত্বাইয়িবান মুবারকান ফীহ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা। তোমার প্রশংসার মাঝে রয়েছে প্রচুর বরকত।

সিজ্‌দা ঃ *সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা* অর্থাৎ আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

দুই সিজ্‌দার মাঝে ঃ *আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াআফিনী, ওয়ারযুকনী, ওয়াহদিনী, ওয়াযবুরনী*। (এই দু'আ পড়া সুন্নাহ)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, নিরাপদে রাখ, জীবিকা দান কর, সরল পথ দেখাও, পরিশুদ্ধ কর।

আত্তাহিয়্যাতু ঃ যাবতীয় সম্মান, ইবাদত ও প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আমাদের উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর নেককার বান্দাগণের উপরও। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

দুরূদে ইব্রাহীমী ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের উপর শান্তি বর্ষণ করুন, যেরূপ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরগণের উপর বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত দান করুন যেরূপ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি দান করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

ওয়াজিব দু'আ ঃ *আল্লাহুম্মা ইন্নি 'আউযুবিকা মিন 'আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন আযাবিল কাবর, ওয়া মিন ফিৎনাতিল মাহ-ইয়া ওয়াল মামাত, ওয়া মিন শাররি ফিৎনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল।*

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহান্নামের 'আযাব থেকে, কবরের 'আযাব থেকে, জীবন-মরণের বিপর্যয় থেকে এবং মাসীহেদ-দাজ্জালের ফিৎনার অনিষ্ট থেকে। এই চারটি বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা ওয়াজিব। অতঃপর নিজের জন্য যা ইচ্ছা দু'আ করবে। (সহীহ মুসলিম)

আরো দু'আ ঃ *আল্লাহুম্মা ইন্নি যলামতু.....* এটাকে নির্দিষ্ট করে দু'আ মাসুরা বলে না। সহীহ হাদীসে উল্লিখিত যেকোন দু'আই এক একটা দু'আ মাসুরা। সলাতে এই দু'আটাও পড়তে পারি অথবা অন্য কোন দু'আও পড়তে পারি। আল্লাহুম্মা ইন্নি যলাম্তু .... অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপর অনেক যুলুম করেছি, তুমি ছাড়া পাপ মার্জনাকারী কেউ নেই। অতএব, হে আল্লাহ! অনুগ্রহপূর্বক আমার পাপ ক্ষমা করো এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি দয়াময় ও পাপ ক্ষমাকারী।

সালাম ঃ *আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ* অর্থাৎ তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক (ডানে এবং বামে)।

সালামের পর ঃ একবার *আল্লাহু আকবার* (সরবে) [অর্থ ঃ আল্লাহ মহান] (সহীহ বুখারী)

তিনবার *আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ* (অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।) [সহীহ মুসলিম]

একবার اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

আল্লাহুম্মা আন্তাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবা-রক্‌তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইক্‌রা-ম।

(অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমিই শন্তির উৎস, তোমার থেকেই আসে শান্তি। তুমি বড়ই বরকতময়। হে অতি মহান! মহা মর্যাদার অধিকারী অতিশয় কল্যাণময় তুমি।) [সহীহ মুসলিম]

৩৩ বার *সুবহানাল্লাহ* (আল্লাহ মহান এবং পবিত্র), ৩৩ বার *আলহামদুলিল্লাহ* (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর), ৩৩ বার *আল্লাহু আকবার* (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) এবং

১ বার *লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর*। (আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর ওপর শক্তিশালী। (সহীহ মুসলিম)

সলাতে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়কেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে

দলিল ঃ ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য সকল প্রকার সলাতে প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয। সলাতে সূরা ফাতিহা না পড়লে সলাত হবে না, সে সলাত উচ্চৈঃস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে হোক না কেন। ইমামের পিছনে মুক্তাদীরূপে সূরা ফাতিহা না পড়লে সলাত হবে এমন প্রমাণ নেই। প্রধান দলিল সমূহ ঃ

১. 'উবাদাহ ইবনু সমিত (রা.) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সলাতে সূরা আল ফাতিহা পড়ল না তার সলাত হলো না। সহীহ বুখারী হাদীস # ৭৫৬ ও সহীহ মুসলিম)

২. সলাতে ভুলকারী জনৈক ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, 'অতঃপর তুমি 'উম্মুল কুরআন' অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহা পড়বে এবং যেটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন কুরআন থেকে পাঠ করবে'...। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

৩. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, 'আমরা আদিষ্ট হয়েছিলাম যেন আমরা সূরায়ে ফাতিহা পড়ি এবং (কুরআন থেকে) যা সহজ মনে হয় (তা পড়ি)'। (আবূ দাউদ)

৪. আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, 'রসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে নির্দেশ দেন যেন আমি এই কথা ঘোষণা করে দেই যে, সলাত সিদ্ধ নয় সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত। অতঃপর অতিরিক্ত কিছু' (আবূ দাউদ) এখানে প্রথমে সূরায়ে ফাতিহা, অতঃপর কুরআন থেকে যা সহজ মনে হয়, সেখান থেকে অতিরিক্ত কিছু পড়তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৫. আল্লাহ বলেন, 'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর ও চুপ থাক'..(সূরা আরাফ ৭ ঃ ২০৪)

   আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা.) মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা কি ইমামের ক্বিরাআত অবস্থায় পিছনে কিছু পাঠ করে থাক? এটা করবে না। বরং কেবলমাত্র সূরায়ে ফাতিহা চুপে চুপে পাঠ করবে'। (সহীহ বুখারী)

৬. আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত 'রসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি সলাত আদায় করল, যার মধ্যে 'কুরআনের সারবস্তু' অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করল না, তার ঐ সলাত বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ'... । রাবী আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বলা হ'ল, আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকি, তখন কিভাবে পড়ব? তিনি বললেন, 'তুমি ওটা চুপে চুপে পড়' । তাছাড়া উক্ত হাদীসে সূরা ফাতিহাকে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে অর্ধেক করে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে 'আর আমার বান্দা যা চাইবে, তাই পাবে' । (সহীহ মুসলিম) ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েই আল্লাহর বান্দা । অতএব উভয়ে সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে 'সিরাতে মুস্তাকীম'-এর সর্বোত্তম হিদায়াত প্রার্থনা করবে । রসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ আমাদেরকে যেদিকে পথনির্দেশ দান করেছেন ।

৭. ওবাদাহ বিন সামিত (রা.) বলেন, আমরা একদা ফজরের জামা'আতে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিছনে সলাতরত ছিলাম । এমন সময় মুক্তাদীদের কেউ সরবে কিছু পাঠ করলে রসূল (সা.)-এর জন্য ক্বিরাআত কঠিন হয়ে পড়ে । তখন সালাম ফিরানোর পরে তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পড়ে থাকবে? আমরা বললাম, হ্যাঁ । জবাবে রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'এরূপ করো না কেবল সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত । কেননা সলাত সিদ্ধ হয় না যে ব্যক্তি ওটা পাঠ করে না ।' (তিরমিযী, আহমাদ)

আরো দলিল ঃ

৮. সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ৯৯-১০০ পৃঃ
৯. সহীহ মুসলিম ১৬৯ পৃঃ
১০. আবূ দাউদ ১ম খণ্ড ১৩২ পৃঃ
১১. তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩৪ পৃঃ
১২. নাসাঈ ১৪৫-১৪৬ পৃঃ
১৩. ইবনু মাজাহ ৬০-৬১ পৃঃ
১৪. ইবনু খুজায়মা ১ম খণ্ড ২৪৬-২৪৮ পৃঃ
১৫. মুসতাদরেকে হাকেম ১ম খণ্ড ২০৯ পৃঃ
১৬. দারাকুতনী ১২২ পৃঃ
১৭. তাহাবী ১২১ পৃঃ
১৮. আবূ আওয়ানাহ ২য় খণ্ড ১২৮ পৃঃ

জানাযার সলাতের নিয়ম

মক্কা এবং মদীনায় প্রায় প্রতি ওয়াক্ত সলাতের পরই এক বা একাধিক জানাযা হয়। ফরয সলাতের পর পরই আরবীতে ঘোষণা দেয়া হয়। তাই ফরয পরেই সুন্নাতের জন্য দাঁড়িয়ে না যাই। জানাযার সলাতে শরিক হওয়ার চেষ্টা করি। এছাড়া মুসাফিরের জন্য কোন সুন্নাত সলাত নেই।

- জানাযার সলাতে চার তাকবীর। পাঁচ থেকে নয় তাকবীর পর্যন্ত প্রমাণিত আছে। তবে চার তাকবীরের হাদীস সমূহ অধিকতর সহীহ ও সংখ্যায় অধিক।

- মুক্তাদী ইমামের পিছনে তাকবীর বলবেন। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

- প্রথমে মনে মনে জানাযার নিয়ত করে সরবে 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকে বাঁধতে হবে। এ সময় 'সানা' পড়তে হবে না। (শারহুল মুনতাহা ৩/৫৬-৫৭; বায়হাকী ৪/২৮-২৯)

- আনাস, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ সকল তাকবীরেই হাত উঠাতেন। (নায়লুল আওত্বার ৫/৭০-৭১)

- অতঃপর আ'উযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়তে হবে। (সহীহ বুখারী, নাসাঈ)

- তারপর ২য় তাকবীর দিতে হবে ও দরূদে ইবরাহীমী পাঠ করতে হবে, (যা সাধারণ সলাতে আত্তাহিইয়াতু-র পরে পড়া হয়)। তারপর ৩য় তাকবীর দিতে হবে ও নিম্নোক্ত দু'আ পড়তে হবে। দু'আ পাঠ শেষে ৪র্থ তাকবীর দিয়ে প্রথমে ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরাতে হবে। ডানে একবার মাত্র সালাম ফিরানোও জায়েয আছে। (তালখীছ, ৪৪/৫৭ পৃঃ)

- জানাযার সলাত সরবে ও নীরবে পড়া যায়। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, নাসাঈ) ইমাম সরবে পড়লে মুক্তাদীগণ আ'উযুবিল্লাহ-

বিসমিল্লাহ সহ কেবল সূরায়ে ফাতিহা চুপে চুপে পড়বেন এবং পরে দরূদ ও অন্যান্য দু'আ সমূহ পড়বেন। তবে ইমাম নীরবে পড়লে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা এবং অন্যান্য দু'আ সমূহ পড়বেন।

জানাযার দু'আ

اللهُمّ اغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنا وَشاهِدِنا ، وَغائِبِنا ، وَصَغيرِنا وَكَبيرِنا ، وَذَكَرِنا وَأُنْثانا. اللهُمّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنّا فَأَحْيِهِ عَلى الإِسْلام ،وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإِيمان ، اللهُمّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَه ، وَلا تُضِلَّنا بَعْدَه

আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া ছগীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্‌ছানা, আল্লা-হুম্মা মান আহ্‌য়াইতাহূ মিন্না ফাআহয়িহী 'আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফায়তাহু মিন্না ফাতাওফ্‌ফাহূ 'আলাল ঈমান। আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহূ ওয়া লা তাফতিন্না বা'দাহ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত-অনুপস্থিত আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করুন। যাকে আপনি বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখবেন, তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখুন এবং যাকে মারতে চান, তাকে ঈমানের হালতে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! এই মাইয়েতের (জন্য দু'আ করার) উত্তম প্রতিদান হতে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না। (আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী)

এছাড়াও আরো কিছু দু'আ আছে।

আমার সলাতের কোয়ালিটি কিভাবে বাড়াবো?

(এই প্র্যাকটিস শুধু হাজ্জে গিয়ে নয়, সারা জীবনের জন্য করি)

১) অল্প পানি দিয়ে খুবই যত্নসহকারে ওযূ করি, পানির অপচয় করবো না।

২) সলাতের ভেতর সূরাগুলো খুবই আস্তে আস্তে তিলাওয়াত করি এবং সেইসাথে অর্থগুলো অনুধাবন করতে থাকি। দাঁড়ানো অবস্থায় আমার দৃষ্টি থাকবে সাজদার স্থানের উপর। সলাতের মধ্যে নড়া-চড়া না করার চেষ্টা করি।

৩) খুবই ধীরে ধীরে রুকুতে যাবো, রুকুর সময় পিঠ যেন সোজা থাকে, বাঁকা যেন না হয় এবং আমার দৃষ্টি সাজদার স্থানে রাখি। রুকুতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করি এবং তাসবীহগুলো খুবই ধীরে ধীরে পড়তে থাকি এবং সেই সাথে অর্থগুলোও অনুধাবন করার চেষ্টা করি। রুকুতে তাসবীহগুলো তিনবার করে পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং তারও বেশী সংখ্যক পড়ার চেষ্টা করি। রুকুতে কুরআন পড়া নিষেধ।

৪) রুকু থেকে খুবই ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াবো এবং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুটা সময় নেবো এবং দু'আ পড়বো। রুকু থেকে উঠে সাথে সাথেই তাড়াহুড়ো করে সাজদায় যাবো না।

৫) এবার সাজদায় যাবো খুবই ধীরে ধীরে। সাজদায় অবশ্যই দীর্ঘ সময় কাটাবো এবং তাসবীহগুলো খুবই ধীরে ধীরে পড়বো, সেইসাথে অর্থগুলোও অনুধাবন করতে থাকবো। এখানে খেয়াল করি আমার মালিক, আমার সৃষ্টিকর্তা আমাকে দেখছেন এবং আমার যা-যা প্রয়োজন তা তার কাছে আকুল আবেদনের মাধ্যমে বলবো। আর সাজদায় আমি আমার নিজের ভাষায়ও আল্লাহর কাছে যা-যা চাওয়ার তা চাইতে পারবো, তবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভাষায় দু'আ করাই উত্তম। সাজদায় কুরআন পড়া নিষেধ।

৬) দুই সাজদার মাঝে বসে যথেষ্ট সময় নিবো এবং দু'আ করবো, এই দু'আতে রিযিক বাড়িয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। সাজদা শেষ করে সরাসরি উঠে দাঁড়াবো না, একটু বসে তারপর দাঁড়াবো।

৭) শেষ বৈঠকে আরাম করে বসবো, আমার দৃষ্টি ডান হাতের শাহাদত আঙুলের উপর রাখবো। এখানেও খুবই ধীরে সুস্থে সব কিছু পড়বো এবং অর্থ অনুধাবন করবো। শেষ বৈঠকে শেষের দিকে নিজের ভাষায়ও মহান পালনকর্তার নিকট কিছু চাইতে পারবো বা দু'আ করতে পারবো।

৮) সলাত শেষে যখন সালাম ফিরাবো তখন অন্তর থেকে সত্যিকার অর্থেই আমার ডানে-বামে সকলের জন্য শান্তি কামনা করবো।

৯) ফরয সলাত শেষ করে সাথে সাথেই সুন্নাত সলাত পড়া শুরু করে দেবো না যদি কোন জরুরী কাজ না থাকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয সলাত আদায়ের পরে কিছু তাসবীহ পাঠ করতেন। আমিও ফরযের পর আরাম করে বসবো এবং ধীরে ধীরে তাসবীহগুলো পাঠ করবো এবং সেই সাথে অর্থগুলোও অনুধাবন করবো। তোতা পাখির মত তাড়াহুড়ো করে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা শেষ করার জন্য তাসবীহ পড়বো না। মনে মনে খেয়াল করবো আল্লাহ সত্যিই মহান, আল্লাহ সত্যিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সত্যিই পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য অবধারিত। আল্লাহর জন্যই নিবেদিত।

১০) শয়তান সলাতের মধ্যে চেষ্টা করবে আমার মনকে অন্য দিকে সরিয়ে নিতে। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে খুবই সচেতন থাকবো। আমি যখন সচেতন থাকবো তখন শয়তান হয়ত অন্য পলিসি গ্রহণ করবে, সে আমার মনের মধ্যে ভালো ভালো চিন্তার বিষয় এনে দেবে। যেমন ঃ আমার দান-সদাকা, আমার পরোপকার, আমার ইসলামের কাজ ইত্যাদি। কিন্তু বিষয়গুলো ভাল হলেও সলাতের মধ্যে এগুলোও চিন্তা করা যাবে না।

১১) যদি সলাতে কোন ভুল হয়েই যায়, যেমন কয় রাক'আত পড়েছি ঠিক মনে করতে পারছি না, তখন সলাত শেষ করার আগে অবশ্যই দু'টো সাহু সিজদাহ দিবো। যখন সাহু সাজদাহ দেয়া হয় তখন শয়তান খুব কষ্ট পায়, কারণ তার শেষ হাতিয়ারটাও আমি নষ্ট করে দিয়েছি।

আরো কিছু টিপ্‌সঃ

- ক্ষুধার্ত অবস্থায় সলাতে না দাঁড়ানোই ভাল যদি হাতে সময় থাকে।

- সলাতের আগে খাবার সামনে এসে গেলে খাবার আগে খেয়ে নেবো।
- খুব ভরা পেটেও সলাতে না দাঁড়ানোই ভাল যদি হাতে সময় থাকে।
- পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ থাকলে সলাতে দাঁড়াবো না, ওটা আগে সেরে নেবো।
- দৌঁড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সলাতে দাঁড়াবো না।
- সলাতের মধ্যে অযথা নড়া-চড়া করবো না। সলাতে এদিক ওদিক তাকাবো না, দৃষ্টি রাখবো সাজদার স্থানে।
- সলাতের মধ্যে নাক, কান বা শরীর চুলকাবো না এবং সলাতের মধ্যে কাপড় ঠিক করবো না যদি সতর বের হয়ে না গিয়ে থাকে।
- সলাতের মধ্যে 'হাই' না দেয়ার চেষ্টা করবো। 'হাই' এসে গেলে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরবো, কারণ এটা আসে শয়তান থেকে এবং হা করলে শয়তান মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে।
- অপরিষ্কার কাপড় পরে বা ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে সলাতে দাঁড়াবো না। প্রয়োজনে সলাতের জন্য এক সেট পরিষ্কার কাপড় আলাদা করে রাখতে পারি।
- খুব দ্রুত সূরা কিরাআত পড়বো না এবং খুব দ্রুত সলাত শেষ করবো না। সবই করবো ধীরে ধীরে।
- আওয়াল ওয়াক্তেই সলাত আদায় করা উত্তম অর্থাৎ যখন সলাতের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং ওয়াক্ত শেষের দিকে সলাত রেখে দিবো না।
- ফরয সলাতগুলো জামাতে আদায় করার চেষ্টা করবো। ইমামের আগে রুকু-সিজদায় চলে যাবো না এবং সালাম ফিরাবো না।
- গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ সলাত আদায় করার অভ্যাস গড়ে তুলি।

কাঁধ খোলা রেখে সলাত আদায় নিষেধ ঃ কাঁধ খোলা রেখে সলাত নিষিদ্ধ। প্রথমবার তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাক'আত হাজীদের ইহরাম পরিহিত (ইযতিবারত) এক কাঁধ খোলা অবস্থায় সলাত আদায় করা বৈধ নয়। সলাতের আগে মনে করে কাঁধ ঢেকে নিতে হবে। (মাজমূউস স্বালাওয়াতি ফিল-ইসলাম, ড. শওকত উলাইয়ান ঃ ২৫১ পৃঃ)

কাযা সলাত এবং উমরী কাযা বলতে কিছু নেই

আমাদের সমাজে প্রচলিত কাযা বলতে বুঝায় সলাত ওয়াক্তের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না আদায় করে অন্য সময়ে তা আদায় করে নেয়া। আর উমরী কাযা বলতে বুঝায় বিগত জীবনে যেসকল সলাত আদায় করা হয়নি তা আদায় করা।

কুরআন ও সুন্নাহয় কাযা সলাত ও উমরী কাযা বলতে কিছু নেই। অর্থাৎ সলাতের কোন কাযা হয় না। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন দিন কাযা সলাত আদায় করেননি, যদি করতেন তাহলে তা অবশ্যই সহীহ হাদীসগুলোতে তার প্রমাণ পাওয়া যেতো। সলাত ছেড়ে দেয়ার তো কোন way-ই নাই তার উপর আবার কাযা কোথা থেকে আসবে? আসুন নিম্নের সহীহ হাদীস দুটি দেখি ঃ

- মু'মিন ও কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সলাত পরিত্যাগ করা। (সহীহ্ মুসলিম)
- আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মাঝে চুক্তি হচ্ছে সলাতের। অতএব যে ব্যক্তি সলাত ত্যাগ করল সে কুফরী করল। (আবূ দাউদ, আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

দলিল

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনীতে দেখা যায় যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে যখন সলাতের ওয়াক্ত হয়েছে তখন সাহাবীদেরকে দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে, একদল যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন এবং অপর দল জামাতে সলাত আদায় করেছেন। যদি কাযা সলাত পড়ার হুকুমই থাকতো তাহলে তারা ঐ যুদ্ধের ময়দানে সলাত না আদায় করে পরে এক সময় আদায় করে নিতে পারতেন। আবার দেখা গেছে যে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উটের পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছেন পথিমধ্যে সলাতের ওয়াক্ত হয়েছে এবং উটের পিঠ থেকে নামার কোন উপায় নেই তখন তিনি ঐ অবস্থায়ই সলাত আদায় করে নিয়েছেন। যদি কাযা সলাতের হুকুম থাকতো তাহলে তিনি গন্তব্যে পৌঁছেই কাযা সলাত আদায় করে নিতে পারতেন, অতো

কষ্ট করে উটের পিঠে সলাত আদায় করতেন না। আরো বিস্তারিত জানার জন্য সহীহ মুসলিম এর সলাতের অধ্যায় দেখা যেতে পারে।

তাই কোন অবস্থায়ই সলাতের কোন প্রকার কাযা নেই। হয় আমাকে সময়ের মধ্যে সলাত আদায় করে নিতে হবে অথবা সলাত মাফ অর্থাৎ সলাত আদায় করতে হবে না। তিন অবস্থায় সলাত মাফ অর্থাৎ সলাত আদায় করতে হবে না এবং এর কোন কাফ্‌ফারাও নেই। ১) পাগল হয়ে গেলে ২) অজ্ঞান অবস্থায় থাকলে এবং ৩) মহিলাদের Menstrual period চলাকালীন সময়ে। এর বাইরে প্রতিটি মুসলিমের সকল সময়ে সলাত আদায় করতে হবে যখন থেকে তার উপর সলাত ফরয হয়েছে।

অনিচ্ছাকৃত ভুল

আমরা জানলাম যে ইচ্ছাকৃতভাবে সলাত ছাড়ার কোন উপায় নেই, এই বলে যে, এই সলাতটা পরে আদায় করে নিব, তা হবে না। যদি এমন হয় যে আমার অজান্তে কোন এক ওয়াক্ত সলাতের সময় পার হয়ে গেছে এবং আমি খেয়ালই করিনি যে কখন যে সময় চলে গেছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ছাড়িনি তখন আমি কী করবো? আমার এই ভুলের জন্য আমি অবশ্যই আল্লাহর কাছে স্পেশাল ক্ষমা চাইবো এবং যখনই মনে হবে যে আমার ওয়াক্ত পার হয়ে গেছে ঐ মুহূর্তেই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সলাতটা আদায় করে নিতে হবে। (সহীহ মুসলিম) যেমন আমি হঠাৎ একদিন ফযরে ঘুম থেকে উঠতে পারলাম না, জেগে দেখলাম সূর্য উঠে গেছে তখন সাথে সাথে ঐ মুহূর্তেই ওযূ করে ফযরের সলাত আদায় করে নিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। তবে এই ধরণের ভুল মাঝে মধ্যেই করা যাবে না বা প্র্যাক্টিসে নিয়ে আসা যাবে না। এই ধরনের ভুল যেন আর না হয় সেদিকে সতর্ক হতে হবে। কারণ আমার অন্তরের নিয়ত কিন্তু মহান আল্লাহ জানেন।

দলিল ১ ঃ আমরা যদি সহীহ মুসলিমের সলাতের অধ্যায় দেখি তাহলে দেখতে পাব যে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনে একবার এরকম অনিচ্ছাকৃত ঘটনা ঘটেছিল। তিনি একদিন ফযরে উঠতে পারেননি এবং উঠে দেখেন সূর্য উঠে গেছে অর্থাৎ তিনি যাকে ফযরে ঘুম থেকে

সবাইকে ডেকে তুলার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনিও হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং সময়মতো সবাইকে জাগাতে পারেন নাই। সূর্য উদয়ের পরে যখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘুম থেকে জেগেছেন তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ২ রাক'আত সুন্নাহ এবং দুই রাক'আত ফরয সলাত আদায় করে নিয়েছিলেন। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

দলিল ২ ঃ রসূল (সা.)-এর সময়ে একবার যুদ্ধের মধ্যে এমন অবস্থা হয়েছিল যে কোনভাবেই কেউ সলাত আদায় করতে পারছিল না এবং ওয়াক্ত পার হয়ে গিয়েছিল। সহীহ হাদীসটি হচ্ছে ঃ খন্দকের যুদ্ধের দিন রসূল (সা.) ও সাহাবীগণ মাগরিবের পরে যোহর থেকে ইশা পর্যন্ত চার ওয়াক্তের ক্বাযা সলাত এক আযান ও চারটি পৃথক ইকামতে পরপর জামাত সহকারে আদায় করেন। (নাসাঈ)

ভুল ধারণার অবসান

আমাদের দেশে একটা ভুল নিয়ম প্রচলিত আছে আর তা হচ্ছে উমরী কাযা। অর্থাৎ সারা জীবনে যে সকল সলাত আদায় করা হয়নি তা এক সাথে আদায় করে ফেলা বা মক্কা-মদীনায় গিয়ে আদায় করা। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। উমরী কাযা বলতে কুরআন ও সুন্নাহয় কিছু নেই। আমি আমার জীবনে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন সলাত না আদায় করে থাকি বা কোন কবিরাহ গুনাহ করে থাকি তাহলে তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। উমরী কাযা বলে কোন বিদ'আত তো চালু করতে পারি না অর্থাৎ একটা ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আরেকটা নতুন ভুলের জন্ম দিতে পারি না। আরো বিস্তারিত জানার জন্য আসুন দেখি Youtube: Matiur Rahman Madani.

সফর বা ভ্রমনের সময় সলাত

ক্বসর কী ঃ 'ক্বসর' অর্থ কমানো। পারিভাষিক অর্থে ঃ চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাত দু'রাক'আত করে পড়াকে 'ক্বসর' বলে। এটি কুরআনের আদেশ এবং মহান আল্লাহর তরফ থেকে মুসাফিরদের কষ্ট লাঘবের জন্য উপহার। কসরে

কোন সুন্নাহ এবং নফল নেই, তবে ফযরের দুই রাক'আত সুন্নাহ এবং অন্ততপক্ষে বিতর এক রাক'আত আদায় করতে হবে।

সফরের দূরত্ব ঃ সফরের দূরত্বের ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে এক মাইল হতে ৪৮ মাইলের বিশ প্রকার বক্তব্য রয়েছে। পবিত্র কুরআনে দূরত্বের কোন ব্যাখ্যা নেই। কেবল সফরের কথা আছে। রসূলুল্লাহ (সা.) থেকেও এর কোন সীমা নির্দেশ করা হয়নি।

সফরের মেয়াদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ১৯ দিন (মক্কা বিজয় অথবা তাবুক অভিযানে) অবস্থানকালে 'ক্বসর' করেছেন। আমরাও তাই করি। তার বেশী হলে পুরা করি। (সহীহ বুখারী)

রসূল (সা.) যখন হাজ্জ করেছিলেন তখন ১৯ দিন মক্কায় ছিলেন এবং পুরো সময়টাতেই ক্বসর করেছিলেন। কতদিন হলে ক্বসর করতে হবে তা রসূল (সা.) বলে যাননি। তবে আল কুরআনে সফররত অবস্থায় ক্বসর করতে বলা হয়েছে। তাই Authentic স্কালারগণ আল-কুরআনের সেই আয়াতকে বিশ্লেষন করে বলেছেন যে যতো দিন সফরে থাকা হবে ততদিনই ক্বসর আদায় করতে হবে, এর কোন নির্দিষ্ট দিন নেই। '১৫ দিন পর্যন্ত ক্বসর' বলে ভারত উপমহাদেশে যে ফতোয়া প্রচলিত আছে তা ঠিক নয়। তাই হাজ্জে গিয়ে মক্কা বা মদীনায় ১৫ দিনের বেশী তাকলেও ক্বসরই আদায় করতে হবে।

যানবাহনে সলাত ঃ অবশ্য পরিবহনে ক্বিবলামুখী হয়ে সলাত শুরু করা বাঞ্ছনীয়। (আবূ দাউদ) যখন পরিবহনে রুকু-সিজদা করা অসুবিধা মনে হবে, তখন কেবল তাকবীর দিয়ে ও মাথার ইশারায় সলাত আদায় করবে। সিজদার সময় মাথা রুকুর চেয়ে কিছুটা বেশী নীচু করবে। (আবূ দাউদ, আহমাদ, তিরমিযী) যখন ক্বিবলা ঠিক করা অসম্ভব বিবেচিত হবে, কিংবা সন্দেহে পতিত হবে, তখন নিশ্চিত ধারণার ভিত্তিতে ক্বিবলার নিয়তে একদিকে ফিরে সামনে সুৎরা রেখে সলাত আদায় করবে। (বায়হাকী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী) নৌকায় দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে, যদি ডুবে যাওয়ার ভয় না থাকে। এ সময় বা অন্য যে কোন সময় কষ্টকর দাঁড়ানোর জন্য কিছুতে ঠেস দেয়া যাবে। (আবূ দাউদ)

মহিলা-পুরুষে সলাতে কোন পার্থক্য নেই

ক্বিয়াম (দাঁড়ানো), রুকু, সিজদা, জলসায় মহিলা-পুরুষের জন্য একই নিয়ম। আমাদের দেশে মহিলারা যে নিয়মে রুকু, সিজদা এবং বৈঠক করেন তা রসূল (সা.)-এর দেখানো নিয়ম নয়।

অনেক মহিলা সিজদায় গিয়ে মাটিতে নিতম্ব রাখেন। এই মর্মে 'মারাসীলে আবূ দাউদে' বর্ণিত হাদীসটি নিতান্তই 'যঈফ'। এর ফলে সিজদার সুন্নাতী তরীকা বিনষ্ট হয়। সিজদা হল সলাতের অন্যতম প্রধান 'রুকন'। সিজদা নষ্ট হলে সলাত বিনষ্ট হবে।

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করে তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর ঐ নির্দেশের ব্যতিক্রম করার কোন অধিকার থাকে না; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করল, সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)

যদি আমরা উপরের এই আয়াতটি সঠিকভাবে বুঝে থাকি, তবে আমাদেরকে নিম্নের হাদীসটি অবশ্যই মানতে হবে।

صلوا كما رايتموني اصلي

Pray as you see me praying (Sahih Bukhari)

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা ঠিক সেভাবে সলাত আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ। [সহীহ বুখারী]

উপরের এই হাদীসের রসূল (সা.) বলেন নাই যে পুরুষরা আমার মতো করে সলাত আদায় করবে এবং নারীরা আয়িশা (রা.)-র মতো সলাত আদায় করবে। বরং তিনি পুরুষ-মহিলা সকলকেই বলেছেন তাঁর মতো সলাত আদায় করতে। সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুসারে রসূল (সা.)-এর একজন স্ত্রী সাওদা (রা.) তিনি বলেছেন যে, 'রসূল (সা.) যেভাবে সলাত আদায় করতেন আমারাও ঠিক সেভাবে সলাত আদায় করতাম।'

উম্মে দারদা (রা.) তাঁর সলাতে পুরুষের মতই বসতেন। আর তিনি একজন ফীকাহবিদ ছিলেন। (আত-তারীখুস স্বাগীর, বুখারী ৯৫ পৃঃ বুখারী ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ২/৩৫৫) আর মহিলাদের জড়সড় হয়ে সিজদাহ করার ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ নয়। (সিলসিলাহ যায়ীফাহ) এ জন্যই ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) বলেন, 'সলাতে মহিলা ঐরূপই করবে, যেরূপ পুরুষ করে থাকে।' (সিফাহ স্বালাতিন নাবী সা.)

পক্ষান্তরে দলিলের ভিত্তিতেই সলাতের কিছু ব্যাপারে মহিলারা পুরুষদের থেকে ভিন্নরূপ আমল করে থাকে। যেমন ঃ

১. বেগানা পুরুষ আশেপাশে থাকলে (জেহরী সলাতে) মহিলা সশব্দে কুরআন পড়বেন না। (আলমুমতে', শারহে ফিক্‌হ, ইবনে উষাইমীন ৩/৩০৪) যেমন সে পূর্ণাঙ্গ পর্দার সাথে সলাত আদায় করবেন। তাছাড়া একাকিনী হলেও তার লেবাসে বিভিন্ন পার্থক্য আছে।
২. মহিলা মহিলাদের ইমামতি করলে পুরুষদের মত সামনে না দাঁড়িয়ে কাতারের মাঝে দাঁড়াবেন।
৩. ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে মহিলা পুরুষের মত 'সুবহা-নাল্লাহ' না বলে হাততালি দিবেন।

অনেক মহিলা আছে, যারা মাসজিদে বা বাড়িতে পুরুষদের সলাত আদায় করা না হলে সলাত আদায় করেন না। এটা ভুল। আযান হলে বা সলাতের সময় হলে বা আওয়াল ওয়াক্তে সলাত আদায় করা মহিলাদেরও কর্তব্য। (মুখালাফাতু ত্বাহারাতি অসস্বালাহ, আব্দুল আযীয সাদহান ঃ ১৮৮-১৮৯ পৃঃ)

মহিলাদের সলাতে পর্দার নিয়ম

মহিলাদের সলাত আদায় করার সময় হাতের কব্জি থেকে আঙুল এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত সবই ঢাকা থাকতে হবে। এমন পাতলা কাপড় পরা যাবে না যা দিয়ে শরীর দেখা যায়। এমন আঁটসাঁট পোশাকও না পরা যাতে সতরযোগ্য অঙ্গসমূহ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। মনে রাখতে হবে পা অবশ্যই ঢাকা থাকতে হবে। সলাতে পা ঢাকার জন্য মোজা পড়া যেতে পারে অথবা একটা লং স্কাট বা ম্যাক্সি ব্যবহার করা যেতে পারে যেটা মাটি থেকে আরো

এক বা আধা হাত লম্বা হবে। ইউরোপ এবং নর্থ-আমেরিকার অনেক মাসজিদেই মহিলাদের সেক্‌শনে এই ধরনের কাপড়ের ব্যবস্থা থাকে যা সলাতের সময় মহিলারা পরিধেয় কাপড়ের উপর দিয়ে পড়ে নিতে পারেন।

আল-কানাবী .... মুহাম্মদ ইবনে কুনফুয হতে তাঁর মাতার সনদে বর্ণিত। তিনি উম্মে সালামা (রাদিআল্লাহু আনহা)-কে প্রশ্ন করেন যে, নারীরা কী কী কাপড় পরে সলাত আদায় করবে? তিনি বলেন, ওড়না এবং জামা পরে, যদ্দারা পায়ের পাতাও ঢেকে যায়। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

মুজাহিদ ইবনে মূসা ... উম্মে সালামা (রাদিআল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, নারীরা পাজামা পরা ছাড়া শুধু ওড়না ও চাদর পরে সলাত আদায় করতে পারে কি? তিনি বলেন ঃ যখন চাদর বা জামা এতটা লম্বা হবে, যাতে পায়ের পাতা ঢেকে যায় – এরূপ কাপড় পরে সলাত আদায় করতে পারবে। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) বলেন, এ হাদীসটি ইমাম মালেক আনাস, বকর ইবনে মুদার, হাফস ইবনে গিয়াছ, ইসমাঈল ইবনে জাফর, ইবনে আবূ যের ও ইবনে ইসহাক (রহ.) মুহাম্মদ ইবনে যায়েদের সনদে, তিনি তাঁর মায়ের সনদে এবং তিনি হযরত উম্মে সালামা (রাদিআল্লাহু আনহা)-এর সনদে বর্ণনা করেছেন (আবূ দাউদ)

মাসিক সম্পর্কিত অজ্ঞতার কারণে সলাত আদায় না করা

মহিলারা মাসিক সম্পর্কিত মাসলা না জানার কারণে সলাতের ক্ষেত্রে অনেক ভুল করে থাকেন। কেউ যদি শেষ ওয়াক্তে পবিত্র হয়, তার উপর ঐ ওয়াক্ত আদায় করা ফরয হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ 'কেউ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে ১ রাক'আত আসরের সলাত পায় সে পুরো আসর পেয়ে গেল।' (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ তাকে বাকি রাক'আতগুলো পড়া অব্যহত রাখতে হবে। তখন সূর্যাস্ত হলেও অসুবিধে নেই। আর যদি সূর্যোদয়ের আগে ১ রাক'আত সলাত পরিমাণ সময় আগে পবিত্র হয়, তাকে ফযর পড়তে হবে। সলাতের শেষ সময়ে পাক হওয়া সত্ত্বেও গোসল করতে গড়িমসি করায় সলাতের সময় চলে

গেলে কবীরা গুনাহ হবে। মাতা-পিতা ও স্বামীর কর্তব্য হলো মেয়েলোকদেরকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা ও তাকিদ দেয়া। নচেৎ তারাও সলাত লঙ্ঘনের কারণে গুনাহগার হবেন।

আমার সলাত কি সহীহ পদ্ধতিতে হচ্ছে?

আমার সলাত কি সহীহ পদ্ধতিতে হচ্ছে? অর্থাৎ আমার সলাত কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে সলাত আদায় করেছেন ঠিক সেরকম হচ্ছে? বাজারে সলাত শিক্ষার অনেক বই-পত্র পাওয়া যায় যেগুলোর বেশীরভাগই সহীহ নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"তোমরা ঐভাবে সলাত আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ" (সহীহ বুখারী)।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ (authentic) সলাতের পদ্ধতির বর্ণনামূলক কয়েকটি বই ও ডিভিডির নাম দেয়া হলো যা আমি সংগ্রহ করে আমার সলাতের খুঁটিনাটি সকল বিষয়গুলো শুদ্ধ করে নিতে পারি।

১) নবী (সাঃ) এর ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি - আল্লামা নাছির উদ্দিন আলবানী
২) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায (প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ) - মুহাম্মাদ নাসির উদ্দিন আলবানী ও এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম
৩) আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন - আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম
৪) ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) - মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৫) আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কিভাবে নামায পড়তেন - গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা ঃ সাইদুল হোসেন, টরন্টো, ক্যানাডা, ফোন ঃ ৪১৬-২৪৭-৫০৩০
৬) Pray as you have seen me Pray – DVD (One Islam Production)
৭) How to Pray – DVD (Al Atiq Publishers)
৮) Youtube: "Salah" - Sheikh Matiur Rahman Madani
৯) অযূ ও সলাতের পদ্ধতি -- বাংলা ডিভিডি (বর্ণনাকারী শায়খ আবদুল্লাহ আল কাফী) Also available in Youtube

৭ম অধ্যায়
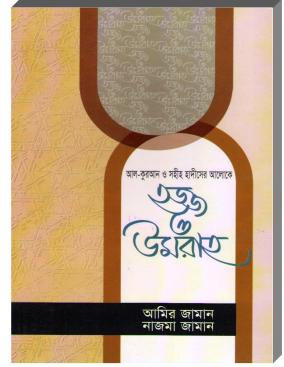
কুরবানীর প্রকৃত শিক্ষা

নমরুদ কর্তৃক ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপের কারণ

আমরা সকলেই ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা পবিত্র কুরআনের তাফসীর থেকে বিস্তারিত জানি। সেই সময় লোকেরা চন্দ্র, সূর্য, তারকা ইত্যাদিকে দেবতা মানতো। তারা চন্দ্র-দেবতাকে বলতো "নাম্বার" এবং নাম্বার দেবতার প্রতিনিধিকে বলতো নমরূদ। নমরূদ দেবতাদের মূর্তি তৈরী করে রাখতো এবং জনগণ থেকে দেবতাদের নামে পূজা আদায় করতো। তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান নমরুদ ও তার সরকারকে তৌহিদের দাওয়াত দেয়ার কারণে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিলেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম জানতেন যে-

১) নমরূদের কাছে আত্মসমর্পণ বা মাথা নত করলে তাকে আগুনে যেতে হবে না, কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি আগুনে পুড়তে প্রস্তুত হলেন কেন?

২) যখন ফিরিশতাগণ সাহায্য করতে চাইলেন তখনও তিনি তাদের সাহায্য নিলেন না! কেন তিনি এমন করলেন?

৩) যখন তাকে আগুনে ফেলার সিদ্ধান্ত হলো তখন পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে, কাউকে আগুনে ফেলার পর

সে আগুন থেকে বেঁচে এসেছিল। ফলে আগুনে ফেলার সময় তার মনের প্রস্তুতি কিরূপ ছিল?

উত্তর ঃ

১) তিনি তৌহিদের দাওয়াত দিয়েই দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি অন্য কোন অপরাধ করে আসামী হননি।

২) ফিরিশতাদের নিকট সাহায্য চাইলেও তার অর্থ হতো আল্লাহর উপর আস্থা কম হওয়া।

৩) তিনি জানতেন যে, আগুনে ফেললে কেউ কোনদিনই তা থেকে রেহাই পায় না এবং এটাও বুঝেছিলেন যে সত্যের প্রচারক হয়ে বাতিলের হাত থেকে রেহাই পাওয়ারও কোন পথ ছিল না।

আগুনে নিক্ষেপের ঘটনা থেকে শিক্ষা

সত্যের দাবীদার হলে মিথ্যার সঙ্গে সংঘাত হবেই। অর্থাৎ মিথ্যার সঙ্গে আপোস না করলে মিথ্যা তার সর্বশক্তি নিয়োগ করবে সত্যকে উৎখাত করতে। আর সত্য যদি সত্য হিসেবে টিকতে চায় তবে মিথ্যা তাকে কোন প্রকারেই সহ্য করবে না। এতে যদি জীবন যায় তবু তাকে মিথ্যার সঙ্গে আপোস করা যাবে না, আগুনে পোড়ালেও না। এরই নাম হচ্ছে ইসলামের উপর টিকে থাকা। হ্যাঁ, যদি সত্যের অনুসারীদের সংখ্যা বেশী হয় তবে সংগ্রাম করেও টিকে থাকা যায়। এই সংগ্রামই হলো ইসলামের জিহাদ। এই জন্যেই বলা হয় জিহাদ ছাড়া ইসলাম নেই।

অতঃপর ঐ জনপদ ছেড়ে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বেরিয়ে পড়লেন তাঁর স্ত্রী ও ভাইয়ের ছেলে নবী লূত আলাইহিস সালামকে সঙ্গে নিয়ে এবং বললেন ঃ আমি আমার রবের উদ্দেশ্যে চললাম, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। কেন তিনি ভিটেমাটি, আপনজন সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন? কারণ তিনি দেখেছিলেন তৌহিদের দাওয়াত যারা গ্রহণ করবে না তাদের মধ্যে অযথা থেকে মূল্যবান সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। যেখানকার লোক তৌহিদের দাওয়াত গ্রহণ করবে সেখানেই তিনি চলে যাবেন, এই নিয়তেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। এ থেকে তিনি প্রমাণ করলেন যে, মুসলিমদের নিকট ঘরবাড়ি, জায়গা-জমি, আত্মীয়-স্বজন এসব কিছুর চাইতে দ্বীনের দাওয়াত বা আল্লাহর

দিকে আহবান করার কাজই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই কথাই আল-কুরআনে আল্লাহ বলেছেন ঃ

"ঐ ব্যক্তির কথায় চেয়ে আর কার কথা বেশি ভালো হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকল, নেক আমল করল এবং বলল, নিশ্চয়ই আমি মুসলিম।" (সূরা হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৩)

অর্থাৎ মুসলিম হিসেবে আল্লাহর দিকে আহবান করার কাজই যে সর্বাপেক্ষা উত্তম কাজ তা জেনে এবং মেনে নিয়েই সব কিছু ত্যাগ করে দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তখনও তাঁর কোন সন্তান জন্মেনি। পরে তিনি আল্লাহর নিকট সন্তান চেয়েছেন। আল্লাহ তাকে সন্তান দিয়েছেন। তাঁর প্রথম ছেলে ইসমাঈলের যখন জন্ম হয় তখন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর বয়স ছিল ৮৬ বছর, পরে দ্বিতীয় ছেলে ইসহাক আলাইহিস সালাম এর যখন জন্ম হয় তখন তাঁর বয়স ছিল ১০০ বছর। তিনি বললেন ঃ

"হে আমার রব! আমাকে সালেহ সন্তান দান কর। অতঃপর (আল্লাহ বললেন) আমি তাকে একটা অতীব ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবাদ দিলাম। (সূরা সাফফাত ঃ ১০০-১০১)

প্রথম সন্তান জন্মের পর সন্তানকে তার মাসহ মরুভূমির মধ্যে রেখে আসার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাকে আবার দ্বিতীয় পরীক্ষায় ফেলেন এবং এবারও তিনি মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে কৃতিত্বের সাথে তা পাশ করলেন।

অতঃপর ঐ সন্তান যখন তাঁর সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ানোর বয়সে পৌঁছলেন তখন একদিন তিনি বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন আমি তোমাকে জবেহ করছি। এখন তুমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখো কি করা যায়। তিনি বললেন, হে পিতা, আল্লাহ আপনাকে যা করতে হুকুম করেছেন আপনি তাই করুন। আল্লাহ চাহেন-তো আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হিসেবে দেখতে পাবেন। এখানে প্রশ্ন, আল্লাহ যখন তাঁর ছেলেকে জবেহ করার হুকুম করলেন তখন ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হুকুমকে বাতিল করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে পারতেন। তিনি বলতে পারতেন–

১) হে আল্লাহ! তোমার জন্য আগুনে গিয়েছি, দেশ ছেড়েছি, ঘরবাড়ি ধনসম্পদ আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়েছি, শিশু সন্তানকে মরুভূমিতে ফেলে এসেছি। এসব কিছুর বিনিময়ে আমার ছেলেটাকে কুরবানী করা থেকে

রেহাই দাও; আল্লাহ! এই হুকুমটাকে তুমি ফেরত নাও। কিন্তু তা তিনি বলেননি।

২) তিনি একথাও বলতে পারতেন যে, আল্লাহ তোমার দ্বীন প্রচারের জন্যই ছেলে চেয়েছিলাম, একে দ্বীনের কাজের জন্যেই বেঁচে থাকতে দাও। অথবা

৩) তিনি বলতে পারতেন, আল্লাহ তুমি এ কেমন নিষ্ঠুর হুকুম দিলে! এমনকি মনে মনেও চিন্তা করতে পারতেন যে, আল্লাহর এ হুকুমটা কেমন কড়া হুকুম হয়ে গেল। তাও তিনি মনে করেননি।

এ ধরনের কিছুই তিনি বলেননি এবং মনে মনেও এ ধরনের কোন চিন্তা তিনি করেননি। কারণ তিনি জানতেন যে,

১) আল্লাহ যা করেন তা ভালোর জন্যেই করেন। তা প্রকাশ্যে অন্য কোন রূপ দেখা গেলেও।

২) আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত কোন ইচ্ছা করা বা কিছু বলার কোন অধিকার তাঁর নেই। কারণ তিনি আল্লাহর অনুগত দাস।

৩) আল্লাহর ইচ্ছা 'ভাল না' 'মন্দ' এ ধরনের চিন্তা করাও কুফরী। কাজেই তিনি কুফরী চিন্তা করবেন কেন?

আল্লাহর চেয়ে বেশী বুঝার চিন্তা করা বা দাবি করাও কুফরী। এ সবই তিনি বুঝতেন এবং এ কথাও বুঝতেন যে আল্লাহর হুকুম পালনের মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের সার্বিক মংগল ও সফলতা। কাজেই তিনি আল্লাহর হুকুমই পালন করতে প্রস্তুত হলেন। তিনি যখন চোখ বেঁধে জবেহ করেছিলেন তখন তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে নিজের সন্তানকেই জবেহ করছেন ও চোখ খুলবার সময় ভেবেছিলেন যে সন্তানকে গলা কাটা অবস্থায় পরে থাকতে দেখবেন। কিন্তু তিনি তা দেখলেন না। দেখলেন ছেলে ঠিকই বেঁচে আছে। তিনি কি আগে থেকেই জানতেন যে, তাঁর ছেলে এভাবে বেঁচে যাবে? না, তিনি তা জানতেন না, যেমন আগুনে যাওয়ার পূর্বে জানতেন না যে সেখান থেকে না পুড়ে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসা যাবে। তিনি তো ছেলেকে তাঁর নিয়্যত মুতাবিক কুরবানী করেই দিয়েছিলেন।

ছেলেকে কুরবানীর ঘটনা থেকে শিক্ষা

১) মুসলিম হতে হলে আল্লাহর হুকুম যেমনই হোক না কেন তা মানতে হবে বিনা বাক্যব্যয়ে এবং কী ও কেন প্রশ্ন ছাড়াই। আর তা মানলে তার ফলাফল ভালো হবে কী মন্দ হবে সে চিন্তাও করা যাবে না। আর আল্লাহর হুকুম মানলে তার ফল কোন দিনও খারাপ হয় না।

২) আল্লাহর হুকুম কোনটা সহজ ও কোনটা কঠিন তা দেখা চলবে না। হুকুম সহজই হোক আর কঠিনই হোক তা মেনে চলার ব্যাপারে মনের ঝোঁক একই রকম থাকতে হবে। কারণ মানব জীবনের চরম লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহর যাবতীয় হুকুম-আহকাম মেনে চলে সর্বদাই আল্লাহকে খুশী রাখা। কাজেই মুসলিমদের মনের বুঝ সবসময় এমন থাকতে হবে যে, আল্লাহর হুকুম মানতে গিয়ে বাঁচলে জীবন সার্থক, মরলেও জীবন সার্থক।

৩) আল্লাহর হুকুম মানার ব্যাপারে দুনিয়ার কোন লাভ-লোকসান, মায়া-মমতা, কামনা-বাসনা বা কোন কিছুর প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারবে না।

“হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। আমি এভাবেই নেক বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা একটা স্পষ্ট বড় ধরনের পরীক্ষা। আর আমি তাকে বিনিময় করে নিলাম এক বড় কুরবানীর দ্বারা এবং তা পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্থাপন করলাম। শান্তি বর্ষিত হোক ইব্রাহীমের উপর। আমি এভাবেই নেক বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। অবশ্যই সে ছিল বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত।” (সূরা সাফফাত ঃ ১০৪-১১১)

আল্লাহ বলেছেন যে, ইব্রাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না (সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৫)

ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের জীবনের ঘটনাবলী অলোচনা করে আমরা জানলাম মুসলিম হওয়ার অর্থই হলো জীবন দিয়ে হলেও আল্লাহর হুকুম কাঁটায় কাঁটায় মানতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকা। এবার আসুন আমরা চিন্তা করি আমরা কোন পর্যায়ের মুসলিম। আমরা তো পোশাক-পরিচ্ছদে অনেকেই পাক্কা মুসলিম, কিন্তু যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করলে আমরা কী পাকা মুসলিম হিসেবে টিকবো? আমরা তো দেখি যেখানেই আল্লাহর হুকুম কঠিন বা পার্থিব কোন লোকসানের বা স্বার্থহানির ভয় আছে, সেখানেই আমরা নেই। আমরা কী সব ব্যাপারেই আল্লাহর আনুগত্য করি? যদি উত্তর ‘না’ হয়, তবে প্রশ্ন ঃ

কেন তা করি না? এর একটাই মাত্র কারণ আর তা হচ্ছে এই যে পার্থিব কোন স্বার্থে আঘাত লাগার সম্ভাবনা দেখা দিলেই আমরা আল্লাহর নির্দেশ মানতে নারাজ হয়ে যাই। এই হচ্ছে আমাদের আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের চেহারা।

এখানে আরো লক্ষ্যণীয় এই যে, ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম চেয়েছিলেন নির্জনে ছেলেকে কুরবানী করবেন যেন দুনিয়ার কেউ না দেখে। দেখলে দুটো ব্যাপার ঘটার আশংকা ছিল ঃ (১) লোকে বাধা দিত, (২) রিয়ার অপবাদ দেয়ার ভয় ছিল। কাজেই তিনি চাননি যে কেউ তার কুরবানী দেখুক, কিন্তু আল্লাহ চাইলেন যে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত লোকদের তিনি তা দেখাবেন। তিনি [ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম] এই যে সন্তান দান করে একটা কাজ করলেন, যা হবে কিয়ামত পর্যন্ত পরবর্তী কালের সকল লোকদের আমল-আখলাক শিক্ষা দেয়ার জন্য একটা নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত। এ কারণেই আল্লাহ স্বয়ং তাঁর প্রশংসা করলেন, বললেন– *"শান্তি হোক ইব্রাহীমের প্রতি"*। এর মধ্যে একটা উজ্জ্বল শিক্ষা রয়েছে আমাদের জন্যে। তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি পাওয়ার হকদার আমরা তখনই হতে পারব যখন প্রমাণ করতে পারব যে আল্লাহর হুকুমের চাইতে আমরা জানমাল বা সন্তান-সন্ততি এর কোনটারই মূল্য বেশী মনে করি না এবং প্রমাণ করতে পারব যে, আমার জীবনকে আল্লাহ যে কাজে ব্যবহার করতে চান আমার জীবনকে আমি সেই কাজেই ব্যবহার করতে সদাই প্রস্তুত আছি। তা আগুনে পুড়েই হোক বা ঘর-বাড়ী ধন-সম্পদ ত্যাগ করেই হোক কিংবা সন্তান কুরবানী করেই হোক বা অন্য কিছুই করেই হোক না কেন। তিনি ইসলামের উপর টিকে থাকার জন্যে কঠিন বিপদকে বরণ করে নিয়েছিলেন। তিনি রাজী হয়েছিলেন–

১) আগুনের কুন্ডে নিক্ষিপ্ত হতে;

২) সদ্যোজাত শিশু সন্তানকে তার মাকেসহ মরুভূমির মধ্যে রেখে আসতে; এবং

৩) নিজ হাতে নিজের সন্তানকে কুরবানী করতে।

এর কোনটাতেই তার কোন দ্বিধা ছিল না অথবা ছিল না কোন আপত্তি। আর আমরা যদি সত্যই চাই যে এসব নবীগণ যে জান্নাতে যাবেন আমরাও সেই জান্নাতে যাব, তাহলে আমাদেরকেও আমাদের যাবতীয় বাস্তব কার্যকলাপ দ্বারা প্রমাণ করতে হবে যে আমরাও তাঁদের ন্যায় ইসলামের উদ্দেশ্যে জানমাল

কুরবানী করার জন্য তৈরী আছি। বলাবাহুল্য, এই ধরনের মন যে ইসলামের উপর টিকে থাকার জন্যে প্রয়োজন তা বুঝানোর জন্যে এবং যেন আমাদের মনের প্রস্তুতি এভাবে মরণ পর্যন্ত অক্ষুন্ন রাখতে পারি সে জন্যে প্রতি বছরই হাজ্জের অনুষ্ঠানে কোন পশু কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের মন ও জ্ঞানের সামনে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর সন্তান কুরবানীর দৃষ্টান্তটাকে তুলে ধরেন। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বিস্তারিত ঘটনা জানার জন্য কুরআনের নির্দিষ্ট সূরা ও আয়াতগুলোর তাফসীর পড়তে পারি।

আল কুরআনে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বিস্তারিত ঘটনা

সূরা	আয়াত	সূরা	আয়াত
সূরা বাকারা (২)	১৯৪-২০৩	সূরা হাজ্জ (২২)	২৬-৩৮
সূরা হুদ (১১)	৬৯-৭৬	সূরা শুআরা (২৬)	৬৯-৮৯
সূরা ইব্রাহীম (১৪)	৩৫-৪১	সূরা আনকাবুত (২৯)	১৬-২৭
সূরা মারইয়াম (১৯)	৪১-৫০	সূরা সাফফাত (৩৭)	৮৩-১১৩
সূরা আম্বিয়া (২১)	৫১-৭৩		

হাজ্জ ব্যতিত সাধারণ কুরবানী সংক্রান্ত কিছু তথ্য

মৃত ব্যক্তির পক্ষে কী কুরবানী করা যায়?

মূলতঃ কুরবানীর প্রচলন জীবিত ব্যক্তিদের জন্য। যেমন আমরা দেখি রসূলুল্লাহ (সা.) ও তার সাহাবাগণ নিজেদের পক্ষে কুরবানী করেছেন। তবে মৃত ব্যক্তিদের জন্য কুরবানী করা জায়েয ও একটি সওয়াবের কাজ। কুরবানী একটি সদকা। আর মৃত ব্যক্তির নামে যেমন সদকা করা যায় তেমনি তার নামে কুরবানীও দেয়া যায়। এমনিভাবে একাধিক মৃত ব্যক্তির জন্য সওয়াব প্রেরণের উদ্দেশ্যে একটি কুরবানী করা জায়েজ আছে।

নিজ এবং পরিবারের পক্ষ হতে একটি কুরবানী

আয়িশা (রা.) ও আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সা.) যখন কুরবানী দিতে ইচ্ছা করলেন তখন দুটো দুম্বা ক্রয় করলেন। যা ছিল বড়, হৃষ্টপুষ্ট, শিংওয়ালা, সাদা-কালো বর্ণের এবং খাসি। একটি তিনি তার ঐ সকল উম্মতের জন্য কুরবানী করলেন; যারা আল্লাহর একত্ববাদ ও তার

রসূলের রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে, অন্যটি তার নিজের ও পরিবার বর্গের জন্য কুরবানী করেছেন। (ইবনে মাজাহ)

জাবের রা. থেকে বর্ণিত ... একটি দুম্বা আনা হল। রসূলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে জবেহ করলেন এবং বললেন 'বিসমিল্লাহ ওয়া আল্লাহু আকবার, হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষ থেকে। এবং আমার উম্মতের মাঝে যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষ থেকে।' (আবু দাউদ)

উপরের হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, পরিবারের প্রতিজনের নামে নামে কুরবানী না করে একটি ছাগল বা গরু পুরো পরিবারে নামেও কুরবানী করা যায়। সাত নাম হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

কুরবানির গোশত কারা খেতে পারবেন?

'অতঃপর তোমরা উহা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্থকে আহার করাও।' (সূরা হাজ্জ ঃ ২৮)

রসূলুল্লাহ (সা.) কুরবানীর গোশত সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'তোমরা নিজেরা খাও ও অন্যকে আহার করাও এবং সংরক্ষণ কর।' (সহীহ বুখারী)

কুরবানীর গোশত যতদিন ইচ্ছা ততদিন সংরক্ষণ করে খাওয়া যাবে। 'কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না' বলে যে হাদিস রয়েছে তার হুকুম রহিত হয়ে গেছে। কুরবানীর গোশত, চামড়া, চর্বি বিক্রি করা জায়েয নয়। কসাই বা অন্য কাউকে পারিশ্রমিক হিসেবে কুরবানীর গোশত দেয়া জায়েয নয়। কুরবানী দাতার নিজ পরিবার যদি অভাবী হয় তাহলে কুরবানীর সম্পূর্ণ গোস্তই নিজেরা খেতে পারবেন। কুরবানীর গোস্ত সমান তিনভাগে ভাগ করে বিলি করতে হবে এমন কোন কথা নেই।

আমাদের সমাজে কুরবানী নিয়ে নানারকম কান্ড

কুরবানী হতে হবে শুধু আল্লাহকে খুশি করার জন্যে, কোন প্রকার লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নয় কারণ সেটা হবে রিয়া, আর ইবাদতের ক্ষেত্রে রিয়া হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক। মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তা'আলা আমার অন্ত রের খবর জানেন। আমার মনের মধ্যে (কুরবানীর নিয়্যতের ব্যাপারে) যদি সামান্য পরিমাণও সমস্যা (রিয়া) থাকে তাহলে কুরবানী হবে না। আমাদের সমাজে একটা নিকৃষ্টতম কালচার হচ্ছে যে কে কয়টা পশু বা কত বড় পশু কুরবানী করছে তা নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং সবচেয়ে বড়

পশুর ক্রেতার ছবিও পত্রিকায় ছাপা হয় যা ইসলামি নীতির পরিপন্থী। অনেকে অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করেও কুরবানী দেন, তাও আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। কারণ ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল ইনকাম।

৮ম অধ্যায়
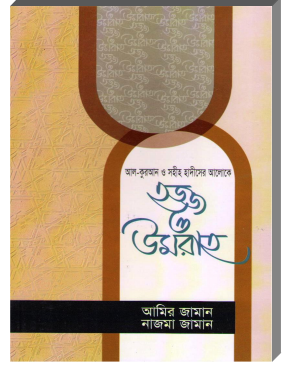
কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপ্‌স

টেকনিক্যাল সতর্কতা

১. আমার মুয়াল্লিম বা এজেন্ট আমাকে আরবীতে লিখা আমার তথ্যসহ একটি bracelet (হাতে পড়ার জন্য বেল্ট) দিবে। আমার হাজ্জের পুরো সময়টাতেই এই বেল্ট যেন হাতে রাখি, বিশেষ করে মক্কায় অবশ্যই। কারণ আমি যদি কখনো হারিয়ে যাই তাহলে পুলিশ ঐ বেল্টের তথ্য দেখে আমাকে আমার মুয়াল্লিম বা টিমের কাছে ফিরে যেতে সাহায্য করতে পারবে।

২. আমি মক্কা এবং মদীনায় যে হোটেলে থাকবো সেই হোটেলের business card/visiting card শুরুতেই নিয়ে রাখবো, এবং সবসময় সাথে রাখবো। যদি আমি কখনো হারিয়ে যাই তখন এই কার্ডের ঠিকানা অনুযায়ী হোটেলে ফিরে আসতে পারবো, ইন্‌শাআল্লাহ।

৩. হাজ্জ একটি কঠিন শারীরিক ইবাদত। তাই সবসময় শরীর সুস্থ রাখার চেষ্টা করতে হবে, কিছুতেই অসুস্থ হওয়া যাবে না। আর অসুস্থ যদি হয়েই যাই তাহলে মাসজিদে নববী এবং হারাম শরীফের পাশেই ফ্রী হসপিটাল রয়েছে, দেরী না করে সাথে সাথে হসপিটালে যাওয়া উচিত চিকিৎসার জন্যে।

৪. হাজ্জে যাওয়ার আগে আমার ধৈর্য যা আছে তা আরো ১০ থেকে ২০ গুণ বাড়িয়ে দিতে হবে। কারণ প্লেন থেকে নামার পরই জিদ্দা এয়ারপোর্টে

আমাকে চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। সেখানকার পরিস্থিতি দেখে অবাক না হই কারণ সেই মুহূর্তে জিদ্দা এয়ারপোর্ট একটি বন্যাদূর্গত ত্রাণ শিবিরের মতো পরিণত হয়। তারপর থেকে প্রতিটি জায়গায় আমাকে পদে পদে ধৈর্যধারণ করতে হবে। কিছুতেই ধৈর্যহারা হওয়া যাবে না এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করবো তিনি যেন সকলের ধৈর্য আরো অনেক গুণে বাড়িয়ে দেন।

৫. মক্কা-মদীনায় বাইরে খুবই গরম কিন্তু হোটেল, বাসা বা তাবুতে আমি যেখানেই থাকবো সেখানেই রয়েছে এয়ারকন্ডিশন, কিন্তু খুব সাবধান কিছুতেই ঠান্ডা লাগানো যাবে না। সরাসরি এয়ারকন্ডিশনের নিচে খালি গায়ে যেন না ঘুমাই এবং এয়ারকন্ডিশন যেন সবসময় কন্ট্রোলে রাখি।

৬. 'লাবান' নামে একটি drink সব দোকানেই কিনতে পাওয়া যায় যা বাংলাদেশের দুধের তৈরী 'মাঠা' বা 'ঘোল' এর মতো। সৌদি আরবের আবহাওয়ায় শরীরের জন্য এটা খুবই উপকারী, সম্ভব হলে মাঝে মধ্যেই এটা কিনে খেতে পারি, দাম খুবই সস্তা।

৭. মাসজিদে নববী এবং হারাম শরীফে পান করার জন্য সারি সারি কন্টেইনার ভরা যমযমের পানি রয়েছে, মনে রাখতে হবে বেশীরভাগ কন্টেইনারে বরফ দেয়া রয়েছে, আর সেই বরফ দেয়া পানি নিয়মিত পান করলেই আমার ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সাবধান। Not Cold লিখা কন্টেইনার দেখে বরফ ছাড়া পানিই পান করার চেষ্টা করতে হবে।

৮. যদি ঠান্ডা লেগেই যায় তাহলে অবহেলা করা যাবে না। কয়েক বেলা লবণ দিয়ে গরম পানির gargle করতে হবে। এবং যে কোন ঔষধের ফার্মেসী থেকে এন্টিবায়োটিক (এমোক্সিসিলিন) কিনে খাওয়া শুরু করতে হবে, সৌদিআরবে ঔষধ কিনতে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লাগে না। অবশ্যই ৭ দিন বা ১০ দিনের কোর্স পূর্ণ করতে হবে, দুই তিন দিন খেয়েই যেন রেখে না দেই, তাহলে আবার হবে।

৯. বেশী করে কমলা বা লেবু খাওয়া উচিত এবং কিছু কিছু অন্যান্য ফল খাওয়া উচিত। প্রচুর পানি পান করতে হবে। সাথে সবসময় একটি খালি বোতল রাখি এবং যখই মাসজিদে নববী অথবা মাসজিদে হারামে ঢুকবো তখনই যেন বোতলটা জমজমের পানি দিয়ে ভরে নেই এবং নিয়মিত

পান করি। প্রতিদিন হোটেলে ফেরার সময়ও যেন বোতল ভরে জমজমের পানি নিয়ে আসি এবং পান করি।

১০. এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে মক্কা-মদীনার প্রতিটি জায়গায় পকেটমার এবং বিভিন্ন রকম ঠকবাজদের থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এরা তাওয়াফ বা সায়ী করার সময় পকেট, ব্যাগ বা কোমরের বেল্ট কেটে টাকা নিয়ে যেতে পারে। আবার অনেকে আমার নিকট আসবে যে তার সব চুরি হয়ে গেছে তাকে সাহায্য করার জন্য। এরা সাধারণত উর্দু বা হিন্দিতে কথা বলে। এধরনের লোকদেরকে যেন কাছে ভিড়তে না দেই, এদেরকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যাবে না এবং ইমোশন দেখানো যাবে না। এরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভিন্ন কায়দায় কাজ করে থাকে, নানা রকম গল্প সাজিয়ে নিয়ে আসে।

১১. আরেক শ্রেণীর ঠকবাজ আছে তারাও হিন্দি বা উর্দুতে কথা বলে এবং এরা আরাফাতের ময়দানে ইহরামের কাপড় পরে সাহায্যের জন্য হাযির হয়। এদের মধ্যে অনেকের মাথা ফাটানো বা হাতে/পায়ে মারাত্মক যখম ও তাজা ঘা যা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। এই দৃশ্য দেখে আমি হয়তো ঘাবড়ে যেতে পারি এবং আবেগতাড়িত হয়ে টাকা-পয়সা বের করে দিবো। আসলে এগুলো অভিনয়, তারা কসমেটিক্স ব্যবহার করে এগুলো আর্টিফিসিয়ালী বানিয়ে নিয়েছে। আবার অনেকে বিভিন্ন রকম ছবির এলবাম বা সার্টিফিকেট নিয়ে হাযির হবে সাহায্যের জন্য, যেমন মাদ্রাসা বা এতিমখানা তৈরীর জন্য। আবার এক শ্রেণীর কালো মহিলা বোরকা পড়ে হাযির হবে, দেখা যাবে তাদের হাত বা পায়ের কিছু অংশ নেই। আসলে তাদের তাদের হাত বা পা ঠিকই আছে এটা এক ধরনের অভিনয়। তাই যেখানে সেখানে টাকা-পয়সা দেয়ার প্রয়োজন নেই।

১২. মক্কা-মদীনার লোকদের ব্যবহারে অবাক হবো না। যারা আমেরিকা-ক্যানাডা থেকে যাই তারা সাধারণত তাদের দেশে উন্নতমানের কাষ্টমার সার্ভিস পেয়ে অভ্যস্ত। তাই সৌদিআরবের কাষ্টমস অফিসার, পুলিশ বা সাধারণ জনগণ থেকে নিম্নমানের ব্যবহার পেয়ে অনেকে সহ্য করতে পারেন না। তাই আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখি। এছাড়া দোকানগুলোতে সাধারণত গুলিস্থান-গাউছিয়ার মতো দামা-দামী করে জিনিস-পত্র কিনতে হয়, যার কাছ থেকে যা আদায় করে নিতে পারে সেটাই সেখানকার কালচার। বেশীরভাগ দোকানদার ভাই-ই চট্টগ্রামের

অথবা বার্মিস। সাধারণত দোকানে ঢুকে ইংলিশে কথা না বলে সরাসরি বাংলায়ই বলা, আর পাকিস্তানীদের সাথে হিন্দি-উর্দুতে বলা। ইংলিশে কথা বললে এরা আমাকে বোকা মনে করে ঐরকম ব্যবহার করবে।

১৩. আমার পাসপোর্ট হয়তো সৌদি মুয়াল্লিম পুরো হাজ্জের সময়টাতেই তাদের কাছে রেখে দিবে এবং এটাই তাদের গভর্মেন্টের নিয়ম। কিন্তু আমি অবশ্যই আমার পাসপোর্ট এবং টিকেটের দুই সেট ফটোকপি আলাদা করে নিজের কাছে রাখবো, কারণ অনেক সময় তারা পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলতে পারে আর তখন আমাকেই মূল ঝামেলা পোহাতে হবে। আমার পাসপোর্ট যে দেশের সেই দেশের এমবাসির সাথে যোগাযোগ করে নতুন পাসপোর্ট বের করে দেশে ফিরতে হবে। আর মক্কায় কোন এমবাসি নেই সব এমবাসি রিয়াদে।

১৪. আমি যখন হোটেল থেকে বা রুম থেকে বাইরে যাবো তখন টাকা-পয়সাও সাথে নিয়ে যাবো। কারণ আমাদের অনুপস্থিতিতে খালি রুমও নিরাপদ না, যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমার টাকার থলে সব সময় গলায় ঝুলিয়ে রাখতে পারলে ভাল যা আমার বুকের কাপড়ের উপর দিয়ে দেখা যাবে না। কোমরে বেল্টের সাথে রাখা যেতে পারে কিন্তু তাও সবসময় খেয়ালে রাখতে হবে, কারণ অনেক সময় সেখান থেকেও ব্লেড দিয়ে কেটে নিয়ে যেতে পারে।

১৫. সৌদি আরবে দিনে খুব গরম পড়ে এবং অনেক সময় রাতে খুব ঠান্ডা পড়ে। তাই আরাফাত এবং মুযদালিফার জন্য অবশ্যই চাদর এবং স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে যেতে হবে, নর্থ আমেরিকায় স্লিপিং ব্যাগ ক্যানাডিয়ান টায়ার ও ওয়ালমার্টে এবং বাংলাদেশে বায়তুল মুকাররমে কিনতে পাওয়া যায়। অনেক হাঁটতে পারি এরকম আরামদায়ক স্যান্ডেল যেন নেই। আমার নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্র নিতে যেন না ভুলি।

১৬. কোথাও যদি বেড়াতে যাই তাহলে অবশ্যই ইয়ং টেক্সি ড্রাইভার নেবো না। কারণ এরা খুব রাফ গাড়ি ড্রাইভ করে এবং ট্রাফিক নিয়মকানুন মানে না।

১৭. পুলিশ বলি আর কাস্টমস অফিসার বলি সৌদি লোকেরা সাধারণত ইংলিশ জানে না, এতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে আমার আরবী

ল্যাংগুয়েজ জানা থাকলে খুব উপকারে আসবে। ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আমার টিম লীডারের সাহায্য নিতে পারি।

১৮. অনেকেরই ঐখানে যাওয়ার পর ডায়রিয়া হয়। বিশেষ করে মীনা, আরাফা এবং মুযদালিফার টয়লেট হাইজিনিক না, যার কারণে রোগজীবানু খুব সহজেই ছড়ায়। আমি যে কোন কিছু খাওয়ার আগে অবশ্যই খুব ভাল করে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নিবো। সবসময় ওর স্যালাইনের (O.R. Saline) কয়েকটা প্যাকেট ব্যাগে রাখবো, যদি ওর স্যালাইন না থাকে তাহলে দোকান থেকে চিনি ও লবণ কিনে বোতলের পানিতে মিশিয়ে ওর স্যালাইন বানিয়ে নিতে পারি। ডায়রিয়ার ভাব দেখলেই খাওয়া শুরু করে দিতে হবে, কিছুতেই অবহেলা করা যাবে না না। আমরা জানি ওর স্যালাইন ডাইরিয়া বন্ধ করে না কিন্তু পানি শূন্যতা দূর করে। ডাইরিয়া বন্ধের জন্য ঔষধ যেন দেশ থেকে নিয়ে নেই।

১৯. হাজীগণ মক্কা এবং মদীনা ছাড়া সৌদি আরবের অন্য কোন শহরে যেতে পারেন না। যদি কেউ যেতে চায় তাহলে অবশ্যই নিজেদের এজেন্সির সাহায্য নিয়ে সৌদি গভার্নমেন্টের পারমিশন নিয়ে যেতে হবে। কেউ পরামর্শ দিলেও ঝুকি নেয়া যাবে না। তাহলে আমাকেই বিপদে পড়তে হবে, রাস্তায় ধরা পড়লে পুলিশ কোন কথা শুনবে না সোজা জেলে পাঠিয়ে দিবে।

২০. মহিলাদের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল মাসজিদে অর্থাৎ রিয়াদুল জান্নাতে (সাদা কার্পেটে) সলাতের সুযোগ দেয়া হয় প্রতিদিন ফজরের পর থেকে সকাল ১১টা পর্যন্ত। আমাকে এই সময়ে ধৈর্যসহকারে সুযোগ নিতে হবে। ডিসিপ্লিন রক্ষার্থে মহিলা পুলিশ বিভিন্ন দেশ অনুযায়ী গ্রুপে গ্রুপে ভাগ করে সেখানে সলাতের সুযোগ দেন। যারা উন্নত দেশ যেমন আমেরিকা, ক্যানাডা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া বা সিংগাপুর থেকে গেছি তারা গ্রুপিংয়ের সময় যে দেশ থেকে গেছি সেই দেশের নাম যেন উল্লেখ করি তা না হলে চেহারা দেখে বাংলাদেশী বা পাকিস্তানিদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখবে এবং হয়তো সবার শেষে সুযোগ দিবে অথবা ঐদিন সুযোগ না-ও হতে পারে। আবার এই ধরনের ঘটনা নাও ঘটতে পারে।

২১. আমি যদি মদীনার বাকী কবরস্থানে (যার প্রচলিত ভুল নাম জান্নাতুল বাকী) কবর যিয়ারত করতে চাই তারও একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, আর

তা হচ্ছে ফযর সলাতের পর এবং তাও খুবই অল্প সময়ের জন্য। আমি যদি লাশ দাফন দেখতে চাই তাহলে ফযর সলাত পড়বো বাকী কবরস্থানের কাছাকাছি, যাতে জানাযার পরপরই আমি লাশের সাথে সাথে কবরস্থানে ঢুকতে পারি।

২২. মহিলাদের বাকী কবরস্থানে এখন আর ঢুকতে দেয়া হয় না। কারণ মহিলারা কবরের কাছে গিয়ে সবচেয়ে বেশী শিরকী কাজ করে। বাকী কবরস্থানের সামনের দিক দিয়ে কিছুই দেখাও যায় না। কোন মহিলা যদি অভিজ্ঞতার জন্য বাকী কবরস্থানে সাহাবাদের কবরগুলো কেমন তা দেখতে চাই, তাহলে কোন দিন অবসর সময়ে হাঁটতে হাঁটতে বাকী কবরস্থানের পিছনের দিকটাতে চলে গেলেই হবে। কারণ ঐ দিকটা খোলা এবং পুরো বাকী কবরস্থানের ভিতরের দিকটা দেখা যায়।

২৩. যারা হাঁটতে পারি না বা বেশী হাঁটাতে সমস্যা হয় তাদের জন্য মাসজিদে হারামে হুইল চেয়ার পাওয়া যায়। তাওয়াফের সময় আমি তা ফ্রি অথবা রেন্টাল দুই সিস্টেমেই পেতে পারি। আবার হুইল চেয়ার ঠেলার জন্যও লোক ভাড়া নেয়া যায়।

২৪. মক্কা থেকে মদীনা বা মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার বাস আমার হাজ্জ প্যাকেজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে ঐ সময়ে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে রাস্তায় জ্যাম হয় এবং সময়ও বেশী লাগে। আমার যদি স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকে তাহলে নিজ খরচে প্লেনে বা ট্যাক্সিতেও যেতে পারি। তবে আমি যদি আমার টিমের সাথে না গিয়ে একা একা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই তাহলে অবশ্যই আমার এজেন্সির সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করে নেবো। কারণ আমার পাসপোর্ট কিন্তু মুয়াল্লিমের নিকট জমা আছে।

২৫. মক্কা বা মদীনা থেকে যদি গোল্ড বা স্বর্ণালংকার কিনতে চাই তাহলে স্থানীয় কাউকে সাথে নিতে পারলে ভাল যিনি আরবী ভাষা জানেন। তা না হলে অনেক ক্ষেত্রে ঠকে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সবার ক্ষেত্রে এধরণের ঘটনা নাও ঘটতে পারে কারণ সব ব্যবসায়ী একরকম না এবং কাউকে সন্দেহ না করাই ভাল। শুধু সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হচ্ছে। যেমন কোন এক পরিবার মদীনা থেকে কিছু স্বর্ণালংকার কিনেছিলেন, ক্যানাডা ফিরে কিছুদিন ব্যবহারের পর দেখা গেল যে ওগুলো স্বর্ণ নয় ভেতর থেকে লোহা বের হয়ে গেছে। যে সকল দোকানদার এই ধরনের কাজ করেন তারা জানেন যে হাজ্জের কাষ্টমার

ওয়ান টাইম অর্থাৎ একবারই আসবেন সাধারণত দ্বিতীয়বার আর আসবেন না ।

স্বর্ণালংকার হাজ্জের আগে না কেনাই ভাল । কারণ বাস্তবে দেখা গেছে যে অনেকে স্বর্ণালংকার কিনে কোথায় রাখবেন তা নিয়ে সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় ভুগেন আর এতে হাজ্জসহ সকল ইবাদতে মনোযোগ নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে ।

মক্কা-মদীনায় অবসর সময় কী করবো?

- অবসর সময়ে হোটেলে বসে অন্যান্য হাজী-ভাইদের সাথে শুধু গল্প-গুজব বা টিভি দেখে সময় কাটানো ঠিক নয় । মনে রাখবো এই সফর আমার জীবনের একটা বিশেষ সফর । এখানে প্রতিটি মুহূর্ত হিসাব করে ব্যয় করা উচিত যাতে আমি এই অল্প সময়ে অধিক লাভবান হতে পারি ।

- মক্কায় যত দিন থাকবো ততদিন বেশী বেশী নফল তাওয়াফ করবো । নফল তাওয়াফের নিয়ম একই রকম এতে শুধু সায়ী করার প্রয়োজন নেই । নফল তাওয়াফ সাধারণ পোশাক পরেই করতে হয় । নফল তাওয়াফ করা সুন্নাহ । তাওয়াফ করার উত্তম সময় হচ্ছে মধ্যরাতে কারণ তখন ভিড় কম থাকে এবং সূর্যের তাপও থাকে না ।

- হাজ্জে গিয়ে উমরাহ একবার করাই উত্তম । তবে অনেকেই আত্মীয়-স্বজনের নামে একাধিক উমরাহ করে থাকেন । কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্জে গিয়ে উমরাহ একবারই করেছেন এবং প্রায়ই নফল তাওয়াফ করতেন । হাজ্জে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের নামে নামে একাধিক উমরাহ করা বিদ'আত ।

- অবসর সময়ে রুমে বসে বা মাসজিদে বসে কিছু পড়া-শোনা করতে পারি । আগেই বলা হয়েছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী, সাহাবাদের জীবনী, মক্কা-মদীনার ইতিহাস এবং কুরআনের তাফসীর ইত্যাদি পড়তে পারি ।

- মক্কা-মদীনার ঐতিহাসিক স্থানগুলো অবশ্যই ঘুরে দেখবো । আর ইতিহাসের সাথে মিলানোর চেষ্টা করবো, এতে অনেক জ্ঞান লাভ হবে । সেসব স্থান দেখার জন্য উপযুক্ত সময় হচ্ছে ফযর সলাতের পরপরই ।

কারণ তখন সূর্যের তাপ কম থাকে। মাসজিদের পাশেই ড্রাইভাররা 'জিয়ারা-জিয়ারা' বলে ডাকে এই টুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা গ্রুপে নিয়ে যায় এবং জন প্রতি কিছু রিয়াল নেয়, এতে সস্তা পরে। ড্রাইভার সবগুলো স্পট ঘুড়িয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসে।

- মাসজিদে নববীর দোতলায় একটি বড় আকারের পাবলিক লাইব্রেরী আছে, সেখানে বিভিন্ন ভাষায় বই-পত্র আছে এবং ইন্টারনেট ফ্যাসিলিটি আছে। অবসর সময়ে সেখানে গিয়েও আমি জ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করতে পারি।

- মাসজিদে নববীর দোতলায় একটি মিউজিয়াম আছে, সেখানে ওসমান রাদিআল্লাহু আনহুর হাতের লিখা কুরআনের কপি আছে। সেই মিউজিয়ামও ভিজিট করতে পারি।

- মক্কায় রয়েছে মক্কা লাইব্রেরী ও মক্কা মিউজিয়াম। এছাড়া দেখতে পারি কাবার গিলাফ তৈরির কারখানা।

মক্কা-মদীনা থেকে কী আনবো?

সাধারণত হাজ্জের আগে এবং হাজ্জ শেষে সকলেই খুব ব্যস্ত হয়ে যাই কেনাকাটা নিয়ে। যেমন ঃ স্বর্ণ-অলংকার, কম্বল, কাপড়, জায়নামায, টুপি, তাসবিহ ছড়া, আতর, খেজুর, সংসারের বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র ইত্যাদি। অনেকে এই কেনা-কাটায় এতোই মনোযোগী হয়ে পড়ি যে এতে অন্যান্য ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নষ্ট হয়।

যেমন হাজ্জের আগে ও পরে যে অতিরিক্ত সময়টুকু পাওয়া যায় সেটা মনোযোগের সাথে নফল ইবাদতে কাটানোই উত্তম। কেননা এই মুহূর্তগুলো হয়তো আমি আর জীবনে না-ও পেতে পারি। মনে রাখবো, নিকৃষ্টতম জায়গা হচ্ছে বাজার। কেনা-কাটায় কোন অন্যায় নেই কিন্তু এতে বেশী সময় ব্যয় না করাই ভাল। কারণ আমার সময় তো খুব সংক্ষিপ্ত, তাই সেটা যতো বেশী ইবাদতে ব্যয় করা যায় ততই মঙ্গল।

পরামর্শ ১ ঃ জামা-কাপড়, কম্বল, টুপি, জায়নামায, তসবীহ ছড়া, আতর, খেজুর এগুলোতো আমি আমার নিজ দেশ থেকেও কিনতে পারবো। কিন্তু যে জিনিস আমার এবং আমার সন্তানদের নৈতিক চরিত্র গঠন করবে সেটা আমি

অবশ্যই আনবো আর তা হচ্ছে মহা মূল্যবান দুর্লভ বই। সবাই লাগেজ বোঝাই করে এটা-সেটা অনেক কিছুই আনি কিন্তু কেউ বই আনি না। নিম্নে কিছু বইয়ের নাম দেয়া হলো তা আমি অবশ্যই লাগেজ বোঝাই করে নিয়ে আসবো যা আমার এবং আমার সন্তানদের সারা জীবন কাজে আসবে।

এসব বই সবই ইংরেজীতে এবং খুবই কম মূল্যে বইয়ের দোকানে কিনতে পাবো। এছাড়া মাসজিদে নববীর দোতলায় ফ্রী বই ডিসট্রিবিউশন সেকশন আছে, সেখান থেকেও কিছু ফ্রী বাংলা-ইংলিশ বই সংগ্রহ করতে পারি।

নিম্মের এই লিষ্টের বইগুলোতো আনবো-ই এছাড়া দারুস সালাম পাবলিকেশন্সের বেশ কিছু বাংলা বইও আছে সেগুলোও আনতে পাবো। বই কেনার ব্যাপারে কোন প্রকার কার্পণ্য করবো না ইনশাআল্লাহ।

Book List for my Family Library

Dar-Us-Salam Publications

1. Interpretation of the meaning of the Noble Quran
   - Dr. Muhammad Muhsin Khan & Dr. Muhammad Al-Hilal
2. Tafseer Ibn Kathir (Full set)
3. The Sealed Nectar (Biography of Prophet Mohammad pbuh)
4. Stories of the Prophets – Ibn Kathir
5. The History of Islam - Volume 1 & 2 & 3
6. Biography of Umar Ibn Khattab
7. Biography of Uthman bin Affan - Volume 1 & 2
8. Biography of Abu Bakar - Volume 1 & 2
9. Biography of Ali Ibn Abu Talib
10. Sahih Bukhari
11. Sahih Al Muslim
12. Al Bulugul Maram 2001
13. The Pillars of Islam & Iman
14. The Book of Tawheed
15. Dawa according to Sunnah
16. Interpretation of the Meanings – THE QURAN
    In Bangla Language - Dr. Muhammad Mujibur Rahman

পরামর্শ ২ ঃ আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের উপহার হিসেবে দ্বীন ইসলামকে জানার জন্য সবচেয়ে বড় উপহার হলো বই। তারা হয়তো সব ধরনের উপহার বিভিন্নজন থেকে পেয়ে থাকেন কিন্তু যে জিনিস তাদের আখিরাতে মুক্তি দিতে পারে তা আমি তাদেরকে উপহার হিসেবে দিতে পারি। তাই হাজ্জ থেকে ফিরে আমার সকল আত্মীয়-স্বজনের একটা লিষ্ট করে তাদেরকে আল কুরআনের বাংলা অনুবাদ এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী উপহার দেই। এটিই হবে সবচেয়ে বড় দাওয়াতী কাজ।

পরামর্শ ৩ ঃ পরিবার এবং বন্ধু-বান্ধবদের জন্য বৈষয়িক জিনিস পত্র আনার চেয়ে তাদের জন্য আরো আনতে পারি authentic islamic education and knowledge এবং মক্কা থেকে আনতে পারি মহান আল্লাহ তা'আলার তাকওয়া। আর মদীনা থেকে আনতে পারি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ।

যমযমের পানি ঃ দেশে ফেরার সময় এক গ্যালন যমযমের পানি সাথে নিয়ে আসতে পারি। প্লাস্টিকের খালি কন্টেইনার দোকানে কিনতে পাওয়া যায় এবং এই পানি আমি নিজেও সংগ্রহ করতে পারি। মক্কা এবং মদিনার দুই মাসজিদের এক পাশে হোস পাইপের মাধ্যমে বড় বড় কন্টেইনার ভরাট করার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া আমার হোটেলের বয়দেরকে ২০/২৫ রিয়াল দিলে তারাও আমাকে ঝামেলা মুক্তভাবে যমযমের পানি ভরে গ্যালন আমার রুমে পোঁছে দিবে। অনেক হাজ্জ এজেন্সিও তাদের গ্রুপের সবাইকে উপহার স্বরূপ এক/দুই গ্যালন করে পানি দিয়ে থাকে।

জিদ্দা এয়ারপোর্টে ৫/১০ রিয়াল দিয়ে এই যমযমের পানির কন্টেইনার (লিক প্রুফ) র‍্যাপিং করতে হবে। মুসলিম এয়ারলাইন্সগুলো সাধারণত যমযমের পানির কন্টেইনার ফ্রী অফ চার্জে নিয়ে থাকে। কিন্তু কোন কোন এয়ারলাইন্স এটাকে আলাদা একটা লাগেজ হিসেবে কাউন্ট করে। তাই আমি যে এয়ারলাইন্সে দেশে ফিরবো তাদের থেকে জিদ্দা এয়ারপোর্টের লাগেজের নিয়ম-কানুন আগেই জেনে নিবো। কারণ এই বিষয়ে নিয়ম প্রায়ই পরিবর্তন হয় এবং একেক এয়ারলাইন্সের একেক নিয়ম। যেমন ঃ কয়টি লাগেজ নিতে পারবো, প্রতিটি লাগেজের ওজন কত হবে এবং যমযমের পানির কন্টেইনার আলাদা নেয়া যাবে কিনা ইত্যাদি।

ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে যে, এ পানিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম সল্টের আধিক্যের কারণেই পানকারী

হাজীদের ক্লান্তি দূর হয়। অধিকহারে ফ্লোরাইড থাকার কারণেই এ পানিতে কোন শেওলা ধরে না বা পোকা জন্মে না।

আজওয়া খেজুর ঃ মক্কা-মদীনা থেকে খুব ভাল কোয়ালিটির কিছু আজওয়া খেজুর আনতে পারি। এই জাতের খেজুরের ব্যাপারে সহীহ হাদীস রয়েছে।

"যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে সাতটি করে আজওয়া (মদীনায় উৎপন্ন এক জাতীয় উৎকৃষ্টমানের খেজুর) আহার করে, সেদিন তাকে কোন বিষ বা যাদু ক্ষতি করতে পারে না।" (সহীহ মুসলিম)

হাজ্জ থেকে ফিরে এসে আমার দায়িত্ব কী?

হাজ্জ থেকে ফিরে আসার পর আমি হয়তো কিছু দিন অসুস্থ থাকতে পারি। আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য এটা হতে পারে। এছাড়া হাজ্জের সময়টাতেও প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করার কারণেও হতে পারে। এতে মন খারাপ করবো না, ধৈর্যধারণ করবো। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করবো। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন।

আমার হাজ্জ কবুল হলো কিনা এ ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্বে যেন না ভুগি। এই ধরনের কোন প্রশ্নই তুলবো না এবং মনের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহই রাখবো না। আলহামদুলিল্লাহ, আমার হাজ্জ কবুল হয়েছে এটাই সবসময় মনে করবো। ফিরে আসার পর কিন্তু আমার দায়িত্ব এখন অনেক বেড়ে গেছে। আমাকে আগের চেয়ে অনেক বেশী সতর্ক থাকতে হবে। কারণ ইবলিস শয়তানের ডিউটি আমার পিছনে এখন আরো বেড়ে গেছে। সে এখন আমাকে বিপথে নেয়ার জন্য চারিদিক থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সূরা আরাফের ১৭ নং আয়াতে ইবলিস শয়তান ঘোষণা দিয়েছে ঃ "আমি মানব জাতির ডান দিক দিয়ে আসব, বাম দিক দিয়ে আসব, সামনের দিক দিয়ে আসব, পিছন দিক দিয়ে আসব।" তাই আমি সতর্ক থাকবো এবং নিম্নের কাজগুলো অনুসরণ করবো, ইনশাআল্লাহ।

- যে সকল গুনাহগুলো আমি পূর্বে করতাম সেগুলো আর করবো না, ইনশাআল্লাহ। হতে পারে সেগুলো ছোট ছোট গুনাহ বা বড় বড় গুনাহ। প্রয়োজনে একান্ত গোপনে তার একটা লিষ্ট তৈরী করে ফেলি।

- নিজেকে এবং পরিবারকে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রজেক্ট হাতে নেই।
- নিয়্যত করি পুরো কুরআনের অর্থসহ তাফসীর পড়ে শেষ করবো। শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবো না।
- প্রতিদিন অন্ততপক্ষে একঘণ্টা কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর জ্ঞান অর্জন করি।
- ভুল শিক্ষা থেকে সাবধানতা অবলম্বন করি! Authentic source থেকে জ্ঞান অর্জন করি।
- নিজের হালাল রুজি থেকে নিয়মিত সদাকা করি। আগের চেয়ে সদাকা বাড়িয়ে দেই। দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং প্রচারের জন্য অর্থ ব্যয় করি।
- মহিলাদের মাঝে পর্দার ঘাটতি থাকলে তা দিন দিন পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করি। পর্দার বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে জ্ঞান অর্জন করি।
- নিজ বাড়িতে ইসলামিক পরিবেশ তৈরী করি।
- টিভিতে আজেবাজে মুভি, নাটক, গান ইত্যাদি দেখা বন্ধ করে দেই।
- নিয়মিত মাসজিদে গিয়ে জামাতে সলাত আদায় করার অভ্যেস গড়ে তুলি।
- কোন দিন মাসজিদে যেতে না পারলে নিজ ঘরে পরিবারের সবাইকে নিয়ে জামাত করে সলাত আদায় করি।
- ইসলামিক মাইন্ডেড পরিবারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি এবং তাদের সাথেই নিয়মিত উঠা-বসা করি।
- সপরিবারে নিয়মিত ইসলামিক প্রোগ্রাম, সেমিনার, শর্ট কোর্স এবং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করি।
- ঘরে বসে সপরিবারে নিয়মিত ইসলামিক স্কলারদের ডিভিডি দেখি।
- কোন ইসলামিক অর্গানাইজেশনের সাথে থেকে নিয়মিত ইসলামের দাওয়াতি কাজ করি। (প্রথমে নন-মুসলিমদের মাঝে এবং তার পাশাপাশি মুসলিমদের মাঝে)।
- অন্যের সমালোচনা না করে বেশী বেশী আত্মসমালোচনা করি এবং নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো আস্তে আস্তে কমিয়ে নিয়ে আসি।
- অতিরিক্ত অর্থ কামানোর এবং সম্পদের প্রতি লোভ কমিয়ে নিয়ে আসি।

- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেই । যে কোন প্রোগ্রামে দুই গ্রুপের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখি ।
- কোথাও দাওয়াত খেতে গেলে যেন পুরো সময়টা গল্প-গুজবে পার না হয়, সেখানে কুরআন-হাদীস থেকে ২০-৩০ মিনিটের শিক্ষণীয় বক্তব্য রাখি এবং পারিবারিক দাওয়াতকে অর্থপূর্ণ করে তুলি ।
- পরিবারের সবাইকে নিয়ে সপ্তাহে একদিন নিজ ঘরে ইসলামের কোন একটা বিষয়ের উপর পারিবারিক প্রোগ্রাম করি ।
- নিজ ঘরে ইসলামিক বই-পত্র এবং ডিভিডি দিয়ে একটি পারিবারিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করি ।

আম্‌র বিল মা'রূফ ওয়ান্ নাহ্‌য়ী আনিল্ মুন্‌কার

(মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করা)

হাজীগণ এবং অন্যান্যদের উপর সবচেয়ে বড় যে কর্তব্য তা হচ্ছে " আম্‌র বিল মা'রূফ ওয়ান্ নাহ্‌য়ী আনিল্ মুন্‌কার" অর্থাৎ মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখার চেষ্টা করা । অর্থাৎ হক কথা বা সত্য কথা তা যত কঠিনই হোক না কেন তা বলতে হবে এবং কোন অন্যায় দেখলেই বাধা দিতে হবে। অন্যায় দেখলেই মনের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া (reaction) হতে হবে । অর্থাৎ no compromise. আমার কোন আত্মীয় অন্যায় করছে, আমাকে একবার হলেও তাকে গিয়ে বলতে হবে যে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছেন । কোথাও কোন অন্যায় দেখলে সর্ব প্রথমে হাত দিয়ে বাধা দিতে হবে, হাত দিয়ে বাধা দিতে না পারলে মুখ দিয়ে বাধা দিতে হবে, মুখে বলতে না পারলে মনে মনে ঘৃণা করতে হবে আর এই শেষ পদক্ষেপটা হচ্ছে ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর । (সহীহ মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন । অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে । নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্র-ই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে । অতঃপর তোমরা [তা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্যে] দু'আ করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল হবে না । (জামে আত তিরমিযী)

পারিবারিক লাইব্রেরীর জন্য বই সংগ্রহ

কুরআনের তাফসীর ঃ (১) ফী যিলালিল কোরআন অথবা (২) তাফসীরে ইবনে কাসীর

সিলেক্টেড সূরা ঃ (১) সূরা ফাতিহা (২) সূরা আসর (৩) সূরা সফ (৪) সূরা তাওবা (৫) সূরা মু'মিনুন (৬) সূরা আনকাবুত (৭) সূরা হুজরাত (৮) সূরা হাদীদ (৯) সূরা মুনাফিকুন (১০) সূরা তাগাবুন (১১) সূরা কাফিরূন

সংকলিত হাদীস গ্রন্থ ঃ (১) সহীহ বুখারী (২) সহীহ মুসলিম (৩) রিয়াদুস সালেহীন (৪) বুলুগুল মারাম

রসূল স. এর জীবনি ঃ (১) আর রাহিকুল মাখতুম বা (২) মানবতার বন্ধু মোহাম্মদ স. (৩) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিপ্লবী জীবন

সাহাবীদের জীবনী ঃ (১) আসহাবে রাসুলের জীবনকথা - ১ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড (২) খিলাফায়ে রাশেদা - আব্দুর রহীম

অন্যান্য জীবনী ঃ (১) ইমাম হুসাইনের শাহাদত (২) ওমর বিন আব্দুল আজীজ (৩) ইমাম ইবনে তাইমিয়া (৪) কারাগারে রাত দিন - জয়নব আল গাজালী (৫) হাসানুল বান্নার ডাইরী (৬) সায়েদ কুতব জীবন ও কর্ম

দাওয়াত ঃ (১) ইসলামি সংগঠন (২) চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান - নঈম সিদ্দিকী (৩) কালেমার হাকীকত - খ. আবুল খায়ের

ইসলামের ইতিহাস ঃ (১) পলাশী থেকে বাংলাদেশ (২) তারিখে ইসলাম (৩) কালো পঁচিশের আগে ও পরে

পারিবারিক জীবন ঃ (১) ইসলামের পারিবারিক জীবন - আ. সহীদ নাসিম (২) পরিবার ও পারিবারিক জীবন - মা.আব্দুর রহীম (৩) আদর্শ পরিবার গঠনে ইসলাম - জাবেদ মুহাম্মাদ

অর্থনৈতিক জীবন ঃ (১) ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত - জাবেদ মুহাম্মাদ

সলাত শিক্ষা ঃ (১) রাসুলুল্লাহ স. এর সলাত - নাসির উ. আলবানী বা (২) ছালাতুর রাসূল (সা.) - আসাদুল্লাহ আল গালিব

ইসলামি শিক্ষা ঃ (১) ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ - সদরুদ্দিন ইসলাহী (২) আমরা কি মুসলমান - মুহাম্মদ কুতুব (৩) ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম - মুহাম্মদ কুতুব (৪) কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা - খুররম জাহ মুরাদ (৫) সচ্চরিত্র গঠনের রূপরেখা - জাবেদ মুহাম্মাদ (৬) আল্লাহর হক মানুষের হক - জাবেদ মুহাম্মাদ (৭) ইসলাম আপনার কাছে কি চায় -সা. হামেদ আলী (৮) অসহিষ্ণু মৌলবাদীদের অপ্রিয় কথা - আবু জাফর (৯) ইসলামি সমাজ বিপ্লবের ধারা - সায়েদ কুতুব (১০) ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার - সায়েদ কুতুব

শিরক ও বিদআত ঃ (১) সুন্নাত ও বিদআত - মা. আব্দুর রহীম (২) দ্বীন ইসলামের সঠিক পথ - হাফেজ জাহিদ হোছাইন (৩) সঠিক আকিদা ১ম খন্ড - ইঞ্জি. শামসুদ্দিন আহ (৪) তৌহিদের মূল সূত্রাবলী - ড. বিলাল ফিলিপস

ইসলামিক ডিভিডি ঃ (1) Dr. Zakir Naik (2) Ahmed Deedat (3) Dr. Yusuf Estase (4) Abdur Raheem Green (5) Dr. Bilal Philips (6) Dr. Abdulla H. Quick (7) Dr. Tawfiq Chowdhury

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এছাড়া Institute of Social Engineering Publications (12 Books)

ইবলিস (শয়তান) হতে সাবধানতা

আমি হয়তো মনে করছি আমি সঠিক পথেই আছি। পাঁচ ওয়াক্ত সলাত যেমন অনেকেই আদায় করে তেমনি আমিও আদায় করি। বুঝার সুবিধার্থে একটি উদাহরণ দেয়া যাক। একটি ক্লাশে ৫০ জন ছাত্র আছে তাদের মধ্যে যাদের রোল নং ১ থেকে ৫ তারাও ছাত্র, আবার যাদের রোল নং ৪৫ থেকে ৫০ তারাও ছাত্র। স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের কাছে এই দুই গ্রুপের ছাত্রদের মর্যাদা কি এক? অবশ্যই এক না। তাই আমিও আর আট-দশজন মুসলিমের মতো না, আমার কোয়ালিটি অন্যান্যদের থেকে অবশ্যই উন্নত। আর এই কোয়ালিটি উন্নত করতে হলে আমাকে অন্যান্য মুসলিমদের মতো গতানুগতিক জীবন পরিচালনা করলে চলবে না।

আবারও সতর্কতার সরূপ বলা হচ্ছে। আমি উপরের নিয়ম মতো আমার জীবন পরিচালনা করবো তা কিন্তু ইবলিস কিছুতেই চাইবে না এবং সে যে আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করছে একটু খেয়াল করলেই তা আমি পদে পদে অনুধাবন করতে পারবো। মনে মনে নিয়্যত করি এটা আমার জন্য ইবলিসের বিরুদ্ধে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ এবং আল্লাহর পথে জিহাদ (প্রচেষ্টা বা Struggle)। অন্যদের পিছনে যদি একজন করে ইবলিস নিযুক্ত থাকে এখন থেকে আমার পিছনে হয়তো থাকবে ১০ জন করে।

তাই কিছুতেই পিছু হটা যাবে না। সাময়িক পিছিয়ে পড়লেও আবার সঠিক পথের সন্ধানে নিয়োজিত হোতে হবে। তবে নিজকে সঠিক পথে রাখার একটা সহজ উপায় হচ্ছে কোন ইসলামিক অর্গানাইজেশনের সাথে থেকে নিয়মিত দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজ করা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসের সারমর্ম এমন যে, কোন ভেড়ার পাল থেকে যখন একটি ভেড়া আলাদা হয়ে যায় তখন নেকড়ে এসে তাকে খেয়ে ফেলে। তাই ইসলামিক ইন্স্টিটিউশন বা অর্গানাইজেশনের সাথে মিলে থাকলে শয়তানের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহজ হবে।

আমাদের হাজ্জ সেমিনারে অংশগ্রহণ করুন

Toronto Islamic Centre (TIC) সম্মানিত হাজ্জ যাত্রী ভাই-বোনদের জন্য প্রতি বছর রমাদানের পর Practical oriented এবং Audio visual পদ্ধতি অবলম্বনে হাজ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষামূলক special Training এবং Powerpoint presentation এর আয়োজন করে থাকে। যারা হাজ্জে যাওয়ার নিয়্যত করেছি বা ভবিষ্যতে যাবো তারা সপরিবারে এই ব্যতিক্রমধর্মী সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পারি। আশা করি এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করে আমরা সহীহভাবে হাজ্জ এবং উমরাহ সম্পাদনে উপকৃত হবো ইনশাআল্লাহ। সেমিনারের তারিখ ও সময় জানার জন্য Toronto Islamic Centre (TIC) এর সাথে যোগাযোগ করি। এই সেমিনারের বাইরেও যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে হাজ্জ, উমরাহ এবং দ্বীন ইসলামের যেকোন বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান তাহলেও সে সাদরে আমন্ত্রিত।

Phone: 647-350-4262

Powerpoint Presentaiton and
English version of Hajj guide book are available,
you can dowonload from
www.themessagecanada.com
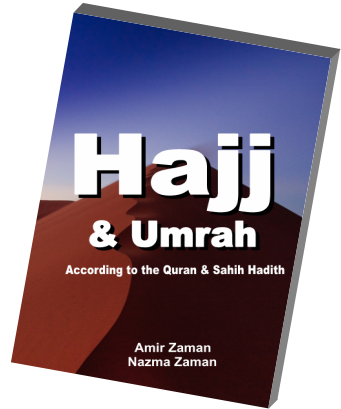
References

১) সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে আত তিরমিযি, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে আন নাসাঈ
২) কুরআন ও হাদীসের আলোকে হজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারত - শায়েখ আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বাজ
৩) আল মাদানী সহীহ হাজ্জ শিক্ষা - হুসাইন আল মাদানী (মদীনা ইউনির্ভাসিটি)
৪) হজ্জ ও ওমরাহ - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৫) হিসনুল মুসলিম - মদীনা ইউনির্ভাসিটি
৬) তৌহিদের মূল সূত্রাবলী - ডঃ আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস
৭) সঠিক 'আকীদা ও বিদ'আতী আমলের পরিচয় - ইঞ্জি. শামসুদ্দিন আহ্মদ
৮) দ্বীন ইসলামের সঠিক পথ - হাফেজ জাহিদ হোছাইন
৯) সুন্নাত ও বিদ'আত - আব্দুর রহীম
১০) ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা - আধুনিক প্রকাশনী
১১) সকল সমস্যার মূল হচ্ছে আংশিক বা ভুল ঈমান - সারওয়ার কবির শামীম
১২) ইসলামি জিন্দেগীর মৌলিক উপাদান - মোঃ সারওয়ার কবির শামীম
১৩) The Way is One - একটাই পথ - আমির জামান ও নাজমা জামান
১৪) দারসে কুরআন সিরিজ - ৫ কুরবানীর শিক্ষা - খন্দকার আবুল খায়ের
১৫) Hajj.outstandingmuslim.com – By Muh. Alshareef (Canada)
১৬) YouTube - Shaykh Motiur Rahman Madani (Saudi Arabia)

জাল ও দুর্বল হাদীসের রেফারেন্সেস

১৮) যঈফ ও মওজু হাদীসের সংকলন - নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)
১৯) যঈফ আত-তিরমিযী [দ্বিতীয় খন্ড] - নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)
২০) যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ - নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)
২১) যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব [২য় খন্ড] - নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.)

Reference Books on Aqida

২২) Fundamentals of Tawheed – Dr. Bilal Philips
২৩) The Book of Tawheed – Darussalam Publications
২৪) The Concise Coll. Creed Tauhid – Darussalam
২৫) The Many Shades of Shirk - Darussalam Publications
২৬) Four Principles of Shirk – Muhammad Bin Abdul Wahhab
২৭) Commentary on the Three Fundamental Principles of Islam – Darussalam Publications